সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

◈ ২৬ আগস্ট ২০২৪ ◈ সোমবার ◈ বর্ষ: ৬৫ ◈ সংখ্যা: ৪৫-৪৬

www.weeklyarafat.com

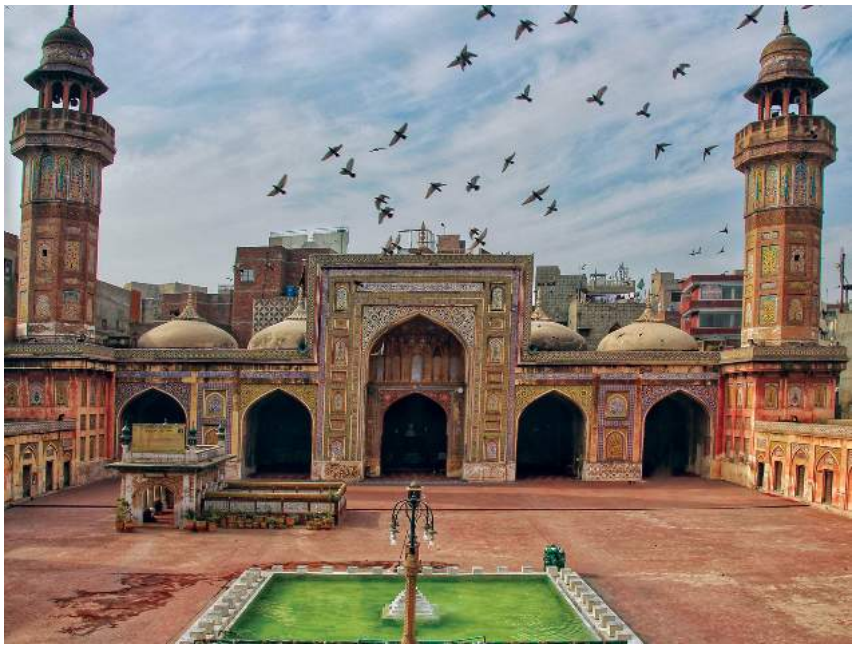

ওয়াজির খান মসজিদ, লাহোর পাকিস্তান

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সূচীপত্র

عرفات الأسبوعية مجلة

شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

* বর্ষ : ৬৫
* সংখ্যা : ৪৫-৪৬
* বার : সোমবার

◈ ২৬ আগস্ট-২০২৪ ঈসায়ী
◈ ১১ ভাদ্র-১৪৩১ বঙ্গাব্দ
◈ ২০ সফর-১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

©AH

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا–١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعالى)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- ✍ **সম্পাদকীয়** ০৩
- ✍ **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - ❖ **প্রকৃত মু'মিনের পরিচয় ও পুরস্কার**
    আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- ✍ **হাদীসে রাসূল ﷺ :**
  - ❖ **দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিও না, আখিরাত হারাবে**
    আবু 'আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন- ০৮
- ✍ **প্রবন্ধ :**
  - ❖ **দুর্নীতির কড়চা : অনপেক্ষ চিন্ত্য**
    আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ১১
  - ❖ **মুনাফিক্বদের স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং আখিরাতে তাদের পরিণতি**
    কে. এম আব্দুল জলিল- ১৩
- ✍ **আলোকিত জীবন :**
  - ❖ **উম্মুল মু'মিনীন খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র জীবনী**
    মূল : ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বূদ
    গ্রন্থনা ও সংক্ষিপ্তকরণে– হাফেয মুহাম্মদ আইয়ূব- ১৭
- ✍ **ক্বাসাসুল কুরআন :**
  - ❖ **ক্বওমে লূত (আলাইহিস সালাম)-এর ওপর আল্লাহর 'আযাব**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ২২
- ✍ **বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস** ২৫
- ✍ **প্রাসঙ্গিক ভাবনা :**
  - ❖ **নতুন বাংলাদেশ : আমাদের প্রত্যাশা**
    মো. আরিফুর রহমান- ২৮
- ✍ **সমাজচিন্তা :**
  - ❖ **প্লাস্টিকের চাল আর নকল ডিম! গুজব নাকি সত্যি**
    আরাফাত ডেস্ক- ৩২
- ✍ **নিভৃত ভাবনা :**
  - ❖ **বিজ্ঞানের মুখোশ উন্মোচন**
    মাযহারুল ইসলাম- ৩৪
- ✍ **আলোকিত ভুবন** ৩৬
- ✍ **কবিতা** ৩৮
- ✍ **জমঈয়ত সংবাদ** ৩৯
- ☐ **স্বাস্থ্য সচেতনতা** ৪০
- ✍ **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪২
- ☐ **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৭

সম্পাদকীয়

আকস্মিক বন্যায় বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ান

ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও ভারি বর্ষণে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কয়েকটি জেলায় বন্যা দেখা দিয়েছে। এসব অঞ্চলের ৭টি নদনদীর পানি বইছে বিপদ-সীমার উপর দিয়ে। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট মৌসুমি লঘুচাপ এবং ভারী বৃষ্টিপাতজনিত কারণে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সুরমা, কুশিয়ারা, ধলাই, মনু, খোয়াই, পূর্বাঞ্চলের গোমতী, মুহুরি এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ফেনী ও হালদা নদীর পানি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। আকস্মিক ও দ্রুত পানি বাড়ায় হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, সিলেট, ফেনী, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালীসহ কয়েকটি জেলার শহর ও নিম্নাঞ্চল ব্যাপকভাবে প্লাবিত হয়েছে। প্লাবিত হয়েছে কৃষি ক্ষেত, মৎস খামার। ভেসে গিয়েছে গবাদি পশুসহ হাস-মুরগির খামার। বসতবাটি এবং এর অভ্যন্তরীণ ক্ষয়ক্ষতির কথা বলাই বহুল্য। পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন এসব এলাকার লাখ লাখ মানুষ। দিশেহারা মানুষ ছুটছেন নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে। বন্যাকবলিত মানুষকে উদ্ধার ও নিরাপদ আশ্রয়ে নিতে কাজ করছে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ড। সরকারি-বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো ইতোমধ্যে ত্রাণকার্যক্রম শুরু করেছে। বন্যা কবলিত এলাকায় মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ পানিবন্দী হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। খাবার নেই, পানি নেই, বিদ্যুৎ নেই এমনকি থাকার জায়গাটাও নেই। চোখে না দেখলে মানুষের দুর্বিষহ অবস্থা বুঝা মুশকিল। পানিবাহিত রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে শিশু, নারী ও বৃদ্ধদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রথমত মুসলিম হিসেবে, অতঃপর মানুষ হিসেবে আমাদের উপর অনেক দায়িত্ব বর্তায়। এখন দল-মত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অপরিহার্য দায়িত্ব বন্যা কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। এটা আমাদের মানবিক দায়িত্ব, পাশাপাশি এ দায়িত্ব পালন আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনেরও বড়ো একটি উপায়। বান্দা যখন তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাহায্যে থাকেন– এটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখ নিঃসৃত বাণী।

যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেনাবাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দায়িত্বশীলগণ সর্বপ্রথম এগিয়ে যান। দেশের যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা ঐতিহ্যগতভাবে প্রশংসনীয়। পাশাপাশি ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনেকেই সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করেছেন। এদেশের মানুষ এতোটাই সম্প্রীতি প্রিয় যে, যে কোনো প্রতিকূলতায় ধর্ম-বর্ণ নির্বেশেষে নিজের দায়িত্ববোধ থেকেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন। এদেশের আহলে হাদীসদের সর্ববৃহৎ প্লাটফর্ম বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এবং যুব সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশও সর্বদা দুর্দশা-পীড়িত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে যায়। ইতোমধ্যে সংগঠন দু'টির পক্ষ থেকে ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। আসুন! আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী ত্রাণ কার্যক্রমে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করি।

একটি বিষয় ভুলে গেলে চলবে না– বন্যা কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো যেমন মানবিক দায়িত্ব, পরবর্তী পুনর্বাসনে সহযোগিতা করাও অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা, বন্যার ফলে ফসলের জমি, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি এমনকি সংসারের প্রয়োজনীয় আসবাব-সরঞ্জাম সবই প্লাবিত হয়েছে। কাজেই বন্যা পরবর্তী ন্যূনতম ৩ মাস খাদ্য ও পথ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে। পাশপাশি হাজার হাজার পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছে, তাদের গৃহ নির্মাণেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসহ সর্বসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরেই আকস্মিক বড়ো ধরনের দুর্যোগ সামাল দেওয়া বৃহৎ একটি চ্যালেঞ্জ। তার উপর হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির কারণে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ধ্বংসপ্রায়। এমতাবস্থায় আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগ এ সমস্যা সমাধানে মুখ্য ভূমিকা রাখবে বলে একান্ত আশাবাদি। অন্যথায় সংকট আরো ঘনিভূত হওয়ারর সমূহ সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে।

পরিশেষে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে, যে কোনো বিপদ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে গযব অথবা মু'মিনদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। অতএব বিপদে ধৈর্যহারা না হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য চাইতে হবে এবং বেশি বেশি ইস্তিগফার করতে হবে। মূলত মহান আল্লাহর সাহায্য ব্যতিরেকে কোনোভাবেই পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়। আর তিনিই উত্তম সাহায্যকারী। ❑

আল কুরআনুল হাকীম

প্রকৃত মু'মিনের পরিচয় ও পুরস্কার

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ﴾

শাব্দিক অনুবাদ

إِنَّمَا শব্দটির অর্থ কিন্তু/নিশ্চয় যে বা যারা الْمُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ- মু'মিনগণ। الَّذِيْنَ এটি اسم موصول অর্থ- যারা। إِذَا অর্থ- যখন/যে সময়ে। ذُكِرَ اللهُ আল্লাহকে স্মরণ করা হয় وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ তাদের অন্তরসমূহ কেঁপে ওঠে وَإِذَا এবং যখন/যে সময়ে تُلِيَتْ তিলাওয়াত করা হয় عَلَيْهِمْ তাদের নিকট اٰيٰتُهُ তাঁর (আল্লাহর) আয়াতসমূহ زَادَتْهُمْ তাদের বৃদ্ধি পায় إِيْمَانًا ঈমান وَعَلٰى এবং ওপর رَبِّهِمْ তাদের প্রভুর يَتَوَكَّلُوْنَ তারা নির্ভর করে يُقِيْمُوْنَ তারা প্রতিষ্ঠা করে الصَّلٰوةَ সালাত (নামায) وَمِمَّا এবং যা থেকে رَزَقْنٰهُمْ আমি তাদেরকে জীবিকা দিই يُنْفِقُوْنَ তারা খরচ করে أُولٰئِكَ উহারাই هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ তারাই মু'মিন حَقًّا প্রকৃতপক্ষে/সত্যিকারের لَهُمْ তাদের জন্য রয়েছে دَرَجٰتٌ মর্যাদা عِنْدَ নিকটে رَبِّهِمْ তাদের প্রতিপালকের وَ এবং مَغْفِرَةٌ ক্ষমা وَّ এবং رِزْقٌ জীবিকা كَرِيْمٌ সম্মানজনক।

সরল বঙ্গানুবাদ

"নিশ্চয় মু'মিন তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করার সময়ে কম্পিত হয় এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াত পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে। আর তারা নির্ভর করে তাদের প্রতিপালকের ওপর। (মু'মিন তারাই) যারা সালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে যে জীবিকা দেওয়া হয়েছে তা থেকে খরচ করে। তারাই তো প্রকৃত মু'মিন। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে উচ্চ মর্যাদাসমূহ, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।"[১]

সূরা ও আয়াত পরিচিতি

দারসে উল্লেখিত আয়াত তিনটি কুরআনুল কারীমের আট নম্বর সূরা, সূরা আল আনফালের দুই, তিন ও চার নম্বর আয়াত।

নামকরণ

এ সূরার প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত أَنْفَالٌ শব্দটি দিয়ে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরা আল আনফাল। أَنْفَالٌ শব্দটি نَفْلٌ শব্দের বহুবচন। যার অর্থ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। এ সূরাতে অধিকাংশ বর্ণনা এ সংক্রান্ত তাই নামটি যথার্থ হয়েছে। কেউ কেউ আবার এ সূরাটির নাম সূরা বদরও বলেছেন।[২] কারণ এ সূরার অধিকাংশ আলোচনা বদর যুদ্ধের। কেউ কেউ আবার এ সূরাকে সূরা জিহাদ নামেও অভিহিত করেছেন।

বিষয়বস্তু ও অবতরণের প্রেক্ষাপট

দ্বিতীয় হিজরিতে ইসলাম ও কুফ্‌রীর মধ্যে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ হলো– বদর যুদ্ধ। এ সূরাতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর প্রেক্ষাপট ছিল এরূপ যে, আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে কাফিরদের একটি বাণিজ্য কাফেলা শাম হতে মক্কায় ফিরছিল। এদিকে হিজরত করার ফলে মুসলিমদের ধন-সম্পদ মক্কায় থেকে গিয়েছিল যা কাফিররা ছিনিয়ে নিয়েছিল। এ সময়ে কাফিরদের শক্তি ধ্বংস করে দেওয়া ছিল সময়ের দাবি। আবূ জাহলও একটি সেনাবাহিনী নিয়ে আবূ সুফিয়ানের সাথে মিলিত হয়েছিল মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য। যখন নবীজি (ﷺ) এ সম্পর্কে জানতে পারেন তখন তিনি তা সাহাবীদের

---

* *এমফিল গবেষক, জগন্নাত বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] *সূরা আল আনফাল : ২-৪।*

[২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৮৮২।*

নিকট খুলে বলেন। সেই সাথে মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতির কথাও ব্যক্ত করেন যে, (বাণিজ্য, কাফেলা অথবা সেনাদল) এই দুয়ের মধ্যে একটির সাক্ষাৎ পাবে। কিছু সাহাবা বাণিজ্যিক কাফেলার পিছু নেওয়ার পরামর্শ দিলেন ও যুদ্ধের ব্যাপারে দ্বিধা প্রকাশ করলেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য সাহাবীগণ রাসূল (ﷺ)-এর সাথে থেকে তাকে পরিপূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতাসহ যুদ্ধে অংশগ্রহণের আশ্বাস দিলেন। এই প্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। সূরার মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে অনুমান করা যয়, সম্ভবত এ সূরাটি একটি মাত্র ভাষণের অন্তর্ভুক্ত এবং তবে এর কোনো কোনো আয়াত বদর যুদ্ধ থেকে উদ্ভূত সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পরে নাযিল হয়ে থাকতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে ভাষণের ধারাবাহিকতায় এগুলোকে উপযুক্ত স্থানে রেখে এ সমগ্র ভাষণটিকে একটি ধারাবাহিক ভাষণের রূপ দান করা হয়েছে।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

﴿اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ﴾

ব্যাখ্যা : ইরশাদ হচ্ছে– ‘নিশ্চয় মু’মিন তারাই যাদের হৃদয় মহান আল্লাহকে স্মরণ করার সময়ে কম্পিত হয়।’ এখানে মু’মিনের গুণাবলী এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন তাদের সামনে কুরআনুল কারীমের কোনো আয়াত পাঠ করা হয় তখন মহান আল্লাহর ভয়ে তাদের অন্তর-আত্মা কেঁপে ওঠে। যেমন- আল্লাহ তা‘আলা বলেন–

﴿تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ﴾

অর্থাৎ- “যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এতে তাদের দেহের পশম দাঁড়িয়ে যায় (শরীর শিউরে ওঠে) অতঃপর তাদের দেহ-মন আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে।”[৩] আর তারা তাঁর নির্দেশ পালন করে এবং তাঁর নিষেধকৃত কাজ থেকে বিরত থাকে। যেমন- তিনি বলেন–

﴿وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۫ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۫ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾

অর্থাৎ- “তারা এমন লোক যে, যখন তারা এমন কাজ করে বসে যাতে অন্যায় হয় অথবা নিজেদের ওপর অত্যাচার করে বসে তখন আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর নিজেদের পাপরাশির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, আর আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যে পাপসমূহ ক্ষমা করবে? আর তারা নিজেদের মন্দ কর্মে হঠকারিতা করে না এবং তারা অবগত।”[৪]

অন্য জায়গায় তিনি বলেন :

﴿فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ○ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى﴾

অর্থাৎ- “আল্লাহর সামনে হাযির হওয়ার ভয় যাদের রয়েছে এবং যারা কুপ্রবৃত্তিকে অন্যায় ও অবৈধভাবে পূর্ণ করা থেকে বিরত থাকে, জান্নাত তাদেরই ঠিকানা।”[৫]

ইমাম সুদ্দী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন– মু’মিন ঐ ব্যক্তি যে পাপ কার্যের ইচ্ছা করে, কিন্তু যখন তাকে বলা হয়– মহান আল্লাহকে ভয় করো তখন তার অন্তর-আত্মা কেঁপে ওঠে।

উম্মু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন– যে অন্তর মহান আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে শুরু করে এবং দেহে এমন এক জ্বালার সৃষ্টি হয় যে, শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যায় (শরীর শিউরে ওঠে)। যখন এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যাবে, তখন বান্দার উচিত যে, সে যেন সেই সময়ে স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। কেননা, ঐ সময়ে দু‘আ কবুল হয়ে থাকে।

﴿وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا﴾

ব্যাখ্যা : ইরশাদ হচ্ছে– “এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াত পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে।” যেমন- যখন কোনো সূরা অবতীর্ণ হয় তখন কেউ বলে– এ আয়াত/সূরা দ্বারা তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে? তাহলে কথা হলো এই– কুরআন তিলাওয়াতে ঐ ব্যক্তির ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে পূর্ব থেকেই মু’মিন। ঈমান বৃদ্ধির ব্যাপারে অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন–

[৩] *সূরা আয্ যুমার : ২৩।*

[৪] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ১৩৫।*

[৫] *সূরা আন্ না-যি‘আ-ত : ৪০ ও ৪১।*

﴿هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ﴾

অর্থাৎ- "তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন যাতে করে তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বর্ধিত হয়।"[৬]

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) এবং অন্যান্য ইমামগণ এই প্রকারের আয়াতসমূহ দ্বারা এই দলিল গ্রহণ করেছেন যে, ঈমানের মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে। জমহুর ইমামদের মাযহাব এটাই। এমন কি বলা হয়েছে যে, বহু ইমামের এর ওপরই ইজমা রয়েছে। যেমন- ইমাম শাফে'য়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং ইমাম আবূ 'উবাইদাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ)। শুধু ঈমান নয় হিদায়াতও অনুরূপ বৃদ্ধি পায়। যেমন- আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰهُمْ تَقْوٰىهُمْ﴾

অর্থাৎ- "আর যারা হিদায়াত অবলম্বন করে তিনি তাদেরকে হিদায়াত বৃদ্ধি করে দেন, তাদেরকে তাক্বওয়া প্রদান করেন।"[৭]

﴿وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ﴾

ব্যাখ্যা : ইরশাদ হচ্ছে– "আর তারা নির্ভর করে তাদের প্রতিপালকের ওপর।" তাওয়াক্কুল অর্থ হলো– আস্থা ও ভরসা। অর্থাৎ- যথাসাধ্য বাহ্যিক সকল উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার পর মহান আল্লাহর ওপর ভরসা করা। মহান আল্লাহর নির্দেশে বাহ্যিক উপায়-উপকরণগুলো গ্রহণ করলেও নিজের যাবতীয় কাজ-কর্ম ও অবস্থায় তার পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা থাকে শুধুমাত্র একক সত্তা আল্লাহ তা'আলার ওপর।[৮] অর্থাৎ- বাহ্যিক জড়-উপকরণকেই প্রকৃত কৃতকার্যতার জন্য যথেষ্ট বলে মনে না করে; বরং নিজের সামর্থ্য ও সাহস অনুযায়ী জড়-উপকরণের আয়োজন ও চেষ্টা-চালানোর পর সাফল্য মহান আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেবে এবং মনে করবে যে, যাবতীয় উপকরণও তারই সৃষ্টি এবং সে উপকরণসমূহের ফলাফলও তিনিই সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ হবেও তাই, যা তিনি চাইবেন। সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, মহান আল্লাহর ওপর ভরসাই হচ্ছে ঈমানের বন্ধন। মু'মিনদের দৃঢ় বিশ্বাস হলো– সকল কর্ম মহান আল্লাহর ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হয়। অতএব যতক্ষণ মহান আল্লাহর ইচ্ছা না হবে, ততক্ষণ বাহ্যিক উপায় অবলম্বন কোনো কাজেই আসবে না। আর এই দৃঢ়-বিশ্বাস ও ভরসার কারণে মহান আল্লাহর সাহায্য চাওয়া হতে তারা এক পলকের জন্যও গাফেল/উদাসীন থাকে না।

﴿الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ﴾

ব্যাখ্যা : ইরশাদ হচ্ছে– "যারা সালাত কায়েম করে।" "সালাত"-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– প্রার্থনা বা দু'আ। শরিয়তের পরিভাষায় সে বিশেষ 'ইবাদত, যা আমাদের নিকট 'নামায' হিসেবে পরিচিত। কুরআনুল কারীমের যত জায়গায় সালাতের তাকীদ দেয়া হয়েছে শুধু দু'এক জায়গায় আদায়ের কথা ছাড়া বাকি সকল জায়গায় 'ইক্বামাত' শব্দের দ্বারাই উল্লেখ করা হয়েছে। এ জন্যই আমাদের সকলের 'ইক্বামাতুস্ সালাত (সালাত প্রতিষ্ঠা)'-এর মর্ম অনুধাবন করা উচিত। 'ইক্বামাত' এর শাব্দিক অর্থ- সোজা করা, স্থায়ী রাখা।

উদাহরণস্বরূপ যেসব খুঁটি, দেয়াল বা গাছ প্রভৃতির আশ্রয়ে সোজাভাবে দাঁড়ানো থাকে, সেগুলো স্থায়ী থাকে এবং পড়ে যাওয়ার আশংকা কম থাকে। এজন্য স্থায়ী ও স্থিতিশীল অর্থেও 'ইক্বামত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কুরআন ও সুন্নাহ-র পরিভাষায় 'ইক্বামাতুস্ সালাত অর্থ- নির্ধারিত সময় অনুসারে যাবতীয় শর্তাদি ও নিয়মাবলী পালন করে সালাত আদায় করা। শুধু সালাত আদায় করাকে 'ইক্বামাতুস্ সালাত বলা হয় না; বরং সালাতের যত গুণাবলী, ফলাফল, লাভ ও বরকতের কথা কুরআন ও হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই 'ইক্বামাতুস্ সালাত (সালাত প্রতিষ্ঠা)'-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন- আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।"[৯]

বস্তুতঃ সালাতের এ ফল ও ক্রিয়ার তখনই প্রকাশ ঘটবে, যখন সালাত উপরে বর্ণিত অর্থে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ জন্য অনেক সালাত আদায়কারীকে অশ্লীল ও ন্যক্কারজনক কাজে জড়িত দেখে এ আয়াতের মর্ম

[৬] *সূরা ফাত্হ : ৪।*
[৭] *সূরা মুহাম্মদ : ১৭।*
[৮] *তাফসীর ইবনু কাসীর।*
[৯] *সূরা আল 'আনকাবুত : ৪৫।*

সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা ঠিক হবে না। কেননা, তারা সালাত আদায় করেছে বটে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেনি। সুতরাং সালাতকে সকল দিক দিয়ে ঠিক করাকে প্রতিষ্ঠা করা বলা হবে। 'ইক্বামাত' অর্থে সালাতে সকল ফর্‌য-ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, এতে সবসময় সুদৃঢ় থাকা এবং এর ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করা সবই বুঝায়। তাছাড়া সময়মতো আদায় করা। সালাতের রুকু', সাজদাহ, তিলাওয়াত, খুশু-খুযু ঠিক রাখাও এর অন্তর্ভুক্ত।[১০] ফর্‌য-ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল প্রভৃতি সকল সালাতের জন্য এই একই শর্ত। এক কথায় সালাতে অভ্যস্ত হওয়া ও তা শরিয়তের নিয়মানুযায়ী আদায় করা এবং এর সকল নিয়ম-পদ্ধতি যথার্থভাবে পালন করাই 'ইক্বামাতে সালাত'। তন্মধ্যে রয়েছে– জামা'আতে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা করা। নিজে বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের উপযুক্তদের নিয়ে জামা'আতে অংশগ্রহণ করা। আর এই জামা'আত প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের জন্য সামর্থ্যের সবটুকু ক্ষমতা প্রয়োগ করা। প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয়ভাবে তার তদারকির ব্যবস্থা করা। ইসলামী কল্যাণ-রাষ্ট্রের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যে রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন তন্মধ্যে তিনি রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্য 'ইক্বামাতে সালাত'কে অন্যতম কর্ম বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿اَلَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ﴾

অর্থাৎ- "যাদেরকে আমরা যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে।"[১১]

﴿وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ﴾

ব্যাখ্যা : ইরশাদ হচ্ছে– "এবং তাদেরকে যে জীবিকা দেওয়া হয়েছে তা থেকে খরচ করে।" এখানে মহান আল্লাহর দেয়া জীবিকা হতে মহান আল্লাহর পথে ব্যয় বলতে বুঝানো হয়েছে বৈধ পথে অর্জিত সম্পদ হতে কুরআন ও সহীহ সুন্নায় নির্দেশিত পথে ব্যয় করা। কুরআনুল কারীমে সাধারণত 'ইনফাক' শব্দটি নফল দান-সাদাক্বার জন্য ব্যবহৃত হয়। ওয়াজিব ও অন্যান্য দানের ক্ষেত্রে 'সাদাক্বাহ্' শব্দটি আর ফর্‌য যাকাতের ক্ষেত্রে তো 'যাকাত' শব্দটিই ব্যবহৃত হয়।

﴿أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا﴾

ব্যাখ্যা : ইরশাদ হচ্ছে– "তারাই তো প্রকৃত মু'মিন।" অর্থাৎ- উপরে উল্লেখিত গুণাবলী যাদের মধ্যে বিদ্যমান তারাই প্রকৃত মু'মিন বা সত্যিকারের বিশ্বাসী।

﴿لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ﴾

ব্যাখ্যা : ইরশাদ হচ্ছে– "তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে উচ্চ মর্যাদাসমূহ, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।" আলোচ্য আয়াতাংশে প্রকৃত মু'মিনদের জন্য তিনটি পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। যথা- (১) তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে তাদের জন্য সুউচ্চ মর্যাদা। (২) তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা। (৩) এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক জীবিকার ব্যবস্থা অর্থাৎ- জান্নাতী ফল-মূল ও অন্যান্য খাদ্য এবং পানাহার সামগ্রী।

প্রকৃত মু'মিনের পরিচয়

দারসে উল্লেখিত আয়াতে প্রকৃত মু'মিনের পাঁচটি গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। এই গুণাবলী যাদের মধ্যে পাওয়া যাবে তারাই হলো প্রকৃত মু'মিন। গুণাবলী পাঁচটি হলো–

এক. মহান আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর-আত্মা প্রকম্পিত হয়।

দুই. কুরআনের আয়াত শ্রবণ ও তিলাওয়াতে যাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

তিন. যারা সদাসর্বদা মহান আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল।

চার. যারা সালাত কায়েম করে।

পাঁচ. ফর্‌য দানের পাশাপাশি যারা নফল দান-সাদাক্বাহ্ করে।

আমাদের শিক্ষা

আলোচ্য আয়াত তিনটিতে আমরা কিভাবে প্রকৃত মু'মিন হতে পারি তার পূর্ণ দিক-নির্দেশনা ও শিক্ষা রয়েছে। রয়েছে প্রকৃত মু'মিনের জন্য সুউচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও জান্নাতী জীবিকা পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ এবং সুস্পষ্ট সুসংবাদ। ❑

---

[১০] *তাফসীরে ইবনু কাসীর।*
[১১] *সূরা আল হাজ্জ : ৪১।*

৬৫ বর্ষ ॥ ৪৫-৪৬ সংখ্যা ❖ ২৬ আগস্ট- ২০২৪ ঈ. ❖ ২০ সফর- ১৪৪৬ হি.

হাদীসে রাসূল ﷺ

দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিও না, আখিরাত হারাবে

–আবু 'আদেল মুহাম্মদ হারুন হুসাইন*

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অমিয় বাণী

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (رضي الله عنه) قَالَ أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) بِمَنْكِبَيَّ فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

সরল বাংলায় অনুবাদ

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : "রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার কাঁধ ধরে বলেন : তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে চলো, যেন তুমি একজন অপরিচিত ব্যক্তি অথবা পথিক।" আর ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : তুমি যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে, তখন সকালের অপেক্ষা করো না। আর যখন সকাল করবে, তখন বিকালের অপেক্ষায় থেকো না। রোগশোকে আক্রান্ত হওয়ার আগে সুস্থতার মূল্য দাও এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে কাজে লাগাও।[১২]

বর্ণনাকারীর পরিচিতি

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা 'আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তার মায়ের নাম যয়নব ইবনু মাযউন। তিনি তার পিতার সাথে শৈশবেই ইসলাম কবুল করেন। বয়স স্বল্প হওয়ায় অশেষ আগ্রহ থাকলেও বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি পাননি। খন্দক যুদ্ধ থেকে ইসলামের ইতিহাসের পরবর্তী সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। এভাবে আমৃত্যু তিনি ইসলামের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিলেন।

তিনি মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অত্যন্ত স্নেহভাজন সাহাবী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মিসকীন প্রিয় ও অতিথিবৎসল ছিলেন। ইলমে হাদীসে তার অবস্থান অত্যন্ত উঁচুতে। তাঁর কাছ থেকে ২৬৩০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মালিক ইবনু আনাস মহান সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র বিষয়ে বলেন,

كَانَ إِمَامَ النَّاسِ عِنْدَنَا بَعْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، مَكَثَ سِتِّيْنَ سَنَةً يُفْتِي النَّاسَ.

"জায়িদ ইবনু সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পর 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মানুষজনের ইমাম ছিলেন। তিনি ৬০ বছর বেঁচে ছিলেন এবং লোকদেরকে ফাতাওয়া প্রদান করতেন।"[১৩]

তিনি অত্যন্ত পরহেজগার সাহাবী ছিলেন। তাউস ইবনু কাইসান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তাঁর মতো এত বেশি সালাত আদায়কারী আর কাউকে আমি দেখিনি।[১৪] তিনি আগে সালাম প্রদানে বড় বেশি আগ্রহী ছিলেন।[১৫] এই মহান সাহাবী ৭৩ হিজরি সনে মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন।

হাদীসের গুরুত্ব

এ হাদীসটিতে বস্তুনিষ্ঠ ও কল্যাণকর উপদেশ সামগ্রীর মহাসমাবেশ ঘটেছে। এর উপদেশমালা সত্যিকারার্থে একজন মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিতে পারে, যদি কেউ এটিকে যথার্থ উপদেশ মনে করে নিজ জীবনে তার প্রতিফলন ঘটায়। মূলতঃ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এক মুসাফিরখানা; অথচ মানুষ দুনিয়াবি লোভ-লালসার শিকার হয়ে দীর্ঘ আশায় বাসা বুনে। পরকালের অনন্ত জীবনকে বেমালুম ভুলে যায়। প্রশ্ন, একজন ঈমানদারের জন্য কি তা শোভনীয়? কখনো না। প্রকৃত মু'মিন পরকালের অনন্ত সুখ সমৃদ্ধি লাভের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে দুনিয়ার জীবনকে কর্মক্ষেত্র হিসেবে স্থির করে সদা মহান আল্লাহর অনুগত্যে নিমগ্ন থাকে। ফলে দুনিয়ার লোভ তার তেমন উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করতে পারে না। সে ঐ দিনের জন্য প্রস্তুতি নেয়, যেদিন সুস্থ আত্মা ছাড়া মহান আল্লাহর নিকট দুনিয়ার সম্পদ ও সন্তান কোনো উপকারে

---

*সিনিয়র যুগ্ম-সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত, ঢাকা।

১২ সহীহুল বুখারী- হা. ৬৫৩।

১৩ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা- ابتث, মা. শা., হা. ৩/২২১।

১৪ পূর্বোক্ত।

১৫ ইবনু সা'দ- আত্ তাবাকাতুল কুবরা।

আসবে না। সার্বিক বিবেচনায় উপর্যুক্ত হাদীসের উপদেশ বাণী মানবজীবনের আদর্শিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে– তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হাদীসের ব্যাখ্যা

১. রাসূল (ﷺ) আদর্শ অভিভাবক : আল্লাহ তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে উত্তম আদর্শরূপে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। একজন অভিভাবক হিসেবে অনুগতদেরকে আদর্শ ও নৈতিকতা শিক্ষা দানে তিনি অতুলনীয়। তার প্রতিটি কথা বিজ্ঞোচিত এবং অধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। অত্র হাদীসে সে রকম একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাঁধ ধরে পূর্ণ অভিভাবকের দায়িত্বে অবতীর্ণ হয়ে একান্ত উপদেশ খয়রাত করেন। এরূপ অনেক হাদীস রয়েছে, যাতে দেখা যায় যে, তিনি (ﷺ) সাহাবীদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ছোট-খাটো ভুল-ভ্রান্তি স্নেহের পরশ বুলিয়ে অতি স্বযত্নে সংশোধন করে দিয়েছেন। কখনো কারুর প্রতি বিরক্ত হননি।

২. দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী : মানুষ দুনিয়াতে পরিমিত মেয়াদ নিয়ে আগমন করে এবং মৃত্যুর ন্যায় অনিবার্য পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾

"প্রত্যেক আত্মাই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।"[১৬]

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)-কে এ চির সত্যের কথা জানিয়ে আল্লাহ বলেন :

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾

"নিশ্চয় তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারাও (তোমার শত্রুরাও) মৃত্যুমুখে পতিত হবে।"[১৭] কিন্তু এ মরণ কার কোথায় হবে কোনো মানুষই জানে না। আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾

"আর কোনো জীবন জানে না কোনো যমিনে তার মৃত্যু।"[১৮]

এ মর্মে আল কুরআনে বহু আয়াত এবং অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে, যার প্রতি ঈমান আনা মু'মিন মাত্রই আবশ্যক। এসব বলিষ্ঠ প্রমাণ এ কথা নিঃসন্দেহে জানিয়ে দেয় যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। কাজেই দুনিয়ার প্রলোভনে পড়ে কেবল নির্বোধরাই প্রতারিত হয় মাত্র।

৩. আখিরাত চিরস্থায়ী : এ মর্মে আল্লাহ বলেন :

﴿إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾

"নিশ্চয়ই এ দুনিয়াবী জীবন ভোগ্য মাত্র এবং আখিরাতই হলো স্থায়ী নিবাস।"[১৯] কিন্তু এই ভোগ্য দুনিয়া কি পরম? না; বরং আখিরাতের অনন্ত সুখের তুলনায় অতি সামান্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾

"দুনিয়ার ভোগ্যবস্তুতো আখিরাতের তুলনায় নগণ্য ছাড়া আর কিছু না।"[২০] তাইতো আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার ব্যাপারে বারংবার সতর্ক করে বলেছেন :

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

"আর দুনিয়ার ভোগ্যবস্তু কেবল প্রতারণা।"[২১]

এতদসত্ত্বেও মানুষ দুনিয়ার মোহজালে আটকা পড়ে পরকালকে হারাচ্ছে। এরূপ দিকভ্রান্ত মানুষকে অন্তিম উপদেশ খয়রাত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾

"আর তোমরা (পরকালের জন্য) পাথেয় পাঠাও, নিশ্চয়ই তাক্বওয়াই উত্তম পাথেয়, হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আমাকেই ভয় করো।"[২২]

৪. দুনিয়ায় অপরিচিত অর্থ : যখন কোনো মানুষ কোনো অপরিচিত স্থানে যায় কোনো বিশেষ প্রয়োজনে, তখন প্রয়োজন মেটাবার সাথে সাথে সেখান থেকে নিজ গন্তব্যে ফিরে আসে; কালবিলম্ব করে না। ঠিক আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয়ের জন্য মানুষ দুনিয়ার সময়কে গনীমত মনে করে পুরো সময়টাকে যখন কাজে লাগাবে, তখন সে তার পরকালকে সমৃদ্ধ করবে এবং বিজয়ী হবে। পক্ষান্তরে যে লোক দুনিয়াকে স্থায়ী ঠিকানা মনে করে সবকিছুর সাথে পুরোভাবে মিশে যাবে, তখন সে কোনো না কোনোভাবে দুনিয়ার কদর্যে সম্পৃক্ত হয়ে পড়বে এবং পরিনামে আখিরাতকে হারাবে। সেজন্য অত্র হাদীসে দুনিয়াকে ক্ষণস্থায়ী ভেবে একজন পথিকের মতো চলতে বলা হয়েছে।

৫. ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র উপদেশ : 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সবচেয়ে বেশি সুন্নাত প্রেমিক ছিলেন। তিনি

[১৬] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৮৫।*
[১৭] *সূরা আয্ যুমার : ৩০।*
[১৮] *সূরা লুক্বমান : ২৪।*
[১৯] *সূরা আল গাফির : ৩৯।*
[২০] *সূরা আত্ তাওবায় : ৩৮।*
[২১] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৮৫।*
[২২] *সূরা আল বাক্বারা : ১৯৮।*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সান্নিধ্যে থেকে দ্বীনকে ভালোভাবে বুঝেছেন। কোন্ 'আমল কিভাবে করতে হবে, তা হৃদয়-মনে উপলব্ধি করেছেন। সেজন্য তিনি সর্বদা সুন্নাত বাস্তবায়নে চিন্তামগ্ন থাকতেন। রাসূল (ﷺ) যখন তাকে দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে আখিরাতের জন্য কাজ করতে উপদেশ দিলেন, তখন তিনি সেটাকে গনীমত মনে করে সেভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেন। তাঁর প্রস্তুতির নিদর্শন নিম্নের উপদেশ বাণীতে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

"তুমি যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে, তখন সকালের অপেক্ষা করো না। আর যখন প্রভাত করবে, তখন বিকালের অপেক্ষায় থেকো না। রোগশোকে আক্রান্ত হওয়ার আগে সুস্থতার মূল্য দাও এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে কাজে লাগাও!"[২৩]

উপদেশের সার-সংক্ষেপ

ক. আখিরাতমূখী হওয়া : সদাসর্বদা এ ধ্যান মনে রাখতে হবে-আমি মুসলিম। আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী। হাশ্‌রের দিন আমাকে মহান আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াতে হবে এবং জীবনের সব কাজের জবাবদিহি করতে হবে। জান্নাতবাসীতো সেই, যে মহান আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার ভয় করে এবং নফসের গোলামী হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে।[২৪]

খ. শুকরিয়াবোধ থাকা : দুনিয়াতে যত প্রকার নিয়ামত আছে, তা কেবল মহান আল্লাহর তরফ থেকে। যে যতটুকু পরিমাণ নিয়ামত ভোগ করবে, তাকে ততটুকুর হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾

"অতঃপর তোমরা অবশ্যই সেদিন নিয়ামতসমূহ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হবে।"[২৫] তাই কৃতজ্ঞতাবোধ জাগ্রত রেখে দুনিয়াবী ভোগ-বিলাস থেকে যথাসাধ্য নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

গ. 'আমলে সবর ইখতিয়ার করা : দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আর আখিরাত চিরস্থায়ী। আখিরাতের অনন্ত সুখ লাভের আশায় 'ইবাদত-বন্দেগীতে সবসময় নিজেকে নিয়োজিত রাখা। এক্ষেত্রে যতপ্রকার বাধা-বিপত্তি আসবে, তাতে সবর করা এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর কাছে সাওয়াব পাওয়ার আশা করা। সহীহ সুন্নাহ মুতাবেক 'আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করা। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, পুরো দুনিয়া আল্লাহর কাছে একটি মাছির ডানার মতো নয়; বরং আরো তুচ্ছ ও নগণ্য।

ঘ. দুনিয়ার চাকচিক্যে প্রতারিত না হওয়া : মানুষ দুনিয়া দ্বারা প্রতারিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ○ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾

"বরং তোমরা দুনিয়ার জীবন দ্বারা প্রভাবিত হও; অথচ আখিরাত উত্তম ও স্থায়ী।"[২৬]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন : "বলে দাও! দুনিয়ার ভোগ্যবস্তু অতি নগণ্য এবং তাক্বওয়াশীল ব্যক্তির জন্য আখিরাত উত্তম।"[২৭]

কাজেই প্রকৃত ঈমানদার দুনিয়ার চাকচিক্যে প্রতারিত হতে পারে না।

দারসের শিক্ষাসমূহ

০১. দুনিয়া একটি মুসাফিরখানা। এটি কারোর জন্য স্থায়ী ঠিকানা নয়।

০২. দুনিয়ার সেবাদাশে পরিণত হওয়া যাবে না; প্রয়োজন সেরেই কেবল আখিরাতের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

০৩. সময়ের মূল্য দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। অযথা সময় নষ্ট করলে আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয় করা সম্ভব হবে না।

০৪. সুস্থ ও সচ্ছল থাকতে বেশি করে 'ইবাদতে মনোনিবেশ করুন, পরকালে নাজাতের হাতছানি অপেক্ষমাণ।

০৫. মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত থাকুন! এ সত্য এড়ানোর কোনো উপায় নেই।

উপসংহার

মানুষ খুবই আত্মভোলা। দুনিয়ার চাকচিক্য দেখে সহজে প্রতারিত হয়ে পড়ে। মহান আল্লাহর নিয়ামতকে ভুলে যায়। মনে থাকে না শেষ পরিণতির কথা। লোভ-লালসার শিকারে পরিণত হয়ে সর্বহারা হয়। নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব, অর্থ উপার্জন ও ভোগ-বিলাস মানুষকে বিভোর করে ফেলে। হায় মানুষ! কুরআন পড়েও শিক্ষা নেয় না। 'আলেম বা জ্ঞানী হয়েও মহান আল্লাহকে ভয় করে না। আফসোস! শত আফসোস! ❑

---

[২৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৫৩।*
[২৪] *সূরা আন্ না-যি'আ-ত : ৪০।*
[২৫] *সূরা আত্ তাকা-সুর : ৮।*
[২৬] *সূরা আল আ'লা : ১৬ ও ১৭।*
[২৭] *সূরা আন্ নিসা : ৭৭।*

প্রবন্ধ

দুর্নীতির কড়চা : অনপেক্ষ চিন্ত্য

–আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[২য় পর্ব]

টাকা থাকে মানিব্যাগে কিংবা পকেটে। অধিক নিরাপত্তার কথা ভেবে অনেকে দূর-দূরান্তের যাত্রায় টাকা রাখেন প্যান্টের ইনার পকেটে। ছোট বেলায় কলারের নীচেও ছোট্ট পকেটে টাকা রাখতে দেখেছি। বর্ডার অতিক্রম করতে গিয়ে অধিক সতর্কতার জন্য জুতার শুকতলায়ও টাকা রাখার কথা শুনেছি। একবার নিজকেও গামছার কোনায় টাকা বেঁধে টেবিলে ফেলতে হয়েছে। বছর চৌত্রিশেক আগের কথা। আমার মমতাময়ী মা-সহ বেড়াতে যাচ্ছিলাম ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মায়ের জন্মস্থানে। পদ্মা পেরিয়ে লালগোলা বর্ডার। তখন কেনো জানি বাংলাদেশি টাকা সাথে রাখলে ঝামেলা করতো। সে কারণে বেশ কিছু পাঁচশত টাকার নোট গামছার কোনায় বেঁধে ইন্সপেক্টর সাহেবের টেবিলে ফেলে দিলাম। ব্যস্, অনেক খোঁজাখুঁজি, কিছুই পেলেন না। অনায়াসে চেকপোস্ট পেরিয়ে গেলাম। সত্তরের দশকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। সারা মাসের খরচ ছিল ২৪০/২৫০ টাকা। বাবা টাকা পাঠাতেন ধান বিক্রি করে। সুতরাং স্বল্পটাকা কিংবা টাকার স্বল্পতা সবই দেখেছি ও বুঝেছি। কামলা পেত চার আনা। দিনান্ত পরিশ্রম করে সোয়া কেজি চাল, আর চার আনা। এইতো ঢের! আমাদের আমবাগান ছিল। গো-শকটের দু'দিকে তক্তা দিয়ে গাড়িতে আম ভরেছি। পাশের হাট ভরনিয়ায় বিক্রির জন্য। সপ্তাহে দু'দিন হাট বসতো। আম বিক্রি করার পর অবশিষ্ট আম বাড়ি ফেরত নেয়া ঝামেলা মনে করে গাড়ির মাথাধরে উল্টে ফেলে দিতাম। বিক্রির পরিমাণ ৩/৪ টাকা। আর আজ একি শুনছি! বস্তায় টাকা, বস্তা ভরা টাকা।

২০১২ সালের কথা। বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত রেল মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেয়ার পর ঘোষণা দিয়েছিলেন– রেলের কালো বিড়াল খুঁজে বের করবেন। মাত্র সাড়ে চার মাসের মাথায় ৭০ লাখ টাকার বস্তাসহ আটক হন মন্ত্রীর এপিএস ওমর ফারুক তালুকদার। এই প্রথম শুনলাম টাকার বস্তার কথা। টাকা যে বস্তায় রাখতে হয়– অনেক পরে সে ধারণা পেলাম। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মশক্‌রা করছিনে কিন্তু। সপ্তম বিসিএস-এর আওতায় শিক্ষা ক্যাডারে যোগ দিই ১৯৮৮ সালে। সাকূল্যে বেতন পেতাম ২১৪০/- টাকা। এই পরিমাণ টাকা রাখার জন্য মানিব্যাগের প্রয়োজন হতো না। পকেটই যথেষ্ট ছিল। সুতরাং টাকা যে বস্তায় রাখার প্রয়োজন পড়ে তাতো আমাদের ধারণাতীত ব্যাপার।

আজ থেকে প্রায় একযুগ আগের ঘটনা। সোনালী ব্যাংক থেকে হলমার্কসহ ছয়টি প্রতিষ্ঠানের ঋণ জালিয়াতিতে দেশময় শোরগোল পড়ে যায়। এই ঘটনাকে ঘিরে তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করেছিলেন, চার হাজার কোটি টাকা তেমন কিছুই না। অথচ বাংলাদেশ সরকারের প্রথম বাজেটের পরিমাণ থেকে জালিয়াতির টাকা অন্ততঃ পাঁচ গুণ বেশি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের নথি থেকে জানা যায়, দেশের ওই বাজেটের পরিমাণ ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা।

মানুষের ট্যাক্সের আদায়কৃত টাকা মন্ত্রী-মিনিস্টারদের কাছে এত তুচ্ছ! গত ৫ আগস্ট স্মরণাতীতকালের ঘটনা ঘটে গেল। গণভবনে উৎসুক ছাত্র-জনতার অনুপ্রবেশ সম্পর্কে দেশবাসী অবগত আছেন। বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহীর খাটের তলায় থোকায় থোকায় টাকা। ড্রয়ারের বিস্তীর্ণ পরিসরে শুধু টাকা আর টাকা। তিনি কত বেতন পেতেন? প্রধানমন্ত্রী প্রতিমাসে মাইনে হিসেবে পান ১ লাখ ১৫ হাজার টাকা। আর আছে চিকিৎসা, টেলিফোন, যাতায়াত, বাড়িভাড়া, ডেইলি অ্যালাউন্স, ইন্স্যুরেন্স সুবিধা ও আপ্যায়ন বিল। সাকূল্যে কত? ২/৩ লাখ। কিন্তু যদি খাট ভরা, স্যুটকেস ভরা টাকা হয় তবে তার উৎস কী হতে পারে?

সম্প্রতি পুলিশ প্রধান বেনজীরের নজীরবিহীন অর্থবিত্তের কথা দেশবাসী জেনেছে। গত সংখ্যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করেছি। ছয় একর জমি। রিসোর্ট, প্রাসাদোপম বাড়ি। তিনি সর্বোচ্চ ধাপে উন্নীত হয়ে প্রতিমাসে মাত্র ৭৮ হাজার টাকা বেতন পেতেন। ৩৪ বছর সাত মাসের দীর্ঘ চাকুরি জীবনে তিনি বেতন ভাতা বাবদ আয় করেন ১ কোটি ৮৪ লাখ ৮৯ হাজার ২০০ টাকা। অথচ তার সঞ্চিত স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের মূল্য কয়েক হাজার কোটি টাকা। হালে ডিবি হারুনের কথা পত্রিকান্তরে পাঠ করে অভাগা বাংলাদেশিরা প্রায় হতবম্ভ। পত্রিকাসূত্রে জানা যায় তার বাবা চালের কারবারি হলেও তিনি মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকুরি নেন। কিশোরগঞ্জের মিঠামঈন উপজেলার হোসেনপুর গ্রামের হারুন অর রশীদ। নামে বেনামে তার কমপক্ষে ১০০ একর জমি রয়েছে। আবার শতাধিক একর অন্যের জমি

* **ভাইস প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। **প্রফেসর,** ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ। **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

তার দখলে রয়েছে বলে জানা যায়। যুক্তরাষ্ট্রেও না-কি হারুনের শতকোটি টাকার সম্পদ আছে। ডিএমপির আরেক কমিশনার আসাদুজ্জামান, দীর্ঘদেহী মি. জামানও কম নন। তাঁর ঢাকায় রয়েছে একাধিক ফ্ল্যাট, প্লট, বাড়ি এবং জমি। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুরে অঢেল সম্পদ ক্রয় করেছেন আসাদুজ্জামান মিয়া। প্রবাদটা বুঝি এজন্যই– "মাছের রাজা ইলিশ, আর চাকরির রাজা পুলিশ।"

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ! ব্যক্তিগতভাবে আমার আত্মীয়-স্বজন, শ্রদ্ধাভাজন অনেকে পুলিশে চাকরি করতেন। আমার এক শ্যালক ডিবির পরিদর্শক, এক ভায়েরা (স্ত্রীর ভগ্নিপতি) থানার ওসি, খালু শ্বশুর এ.এস.পি –এঁদের সম্পদ কই? নুন আনতে পান্তা ফুরানোর যোগাড় ওদের বাড়িতে। আমার নানা শ্বশুর পুলিশের দারোগা ছিলেন। দিনাজপুর বালুবাড়িতে বাসা। জোৎস্না রাতে কখনো রাত পোহাতে গিয়ে রাত-দিন বুঝতে পারতাম না। মোখা (বাঁশ ফাটিয়ে) দিয়ে ঘরের বেড়া। উপরে ছাপড়া টিন। এই তো দারোগা বাড়ির অবস্থা! বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সম্মানিত সিনিয়র সহ-সভাপতি, জমঈয়তের দীর্ঘদিনের কাণ্ডারি রুহুল আমীন সাহেব। একজন চৌকষ পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন। প্রতিভা ও কর্মনিষ্ঠার কারণে তিনি সর্বোচ্চ ধাপে উন্নীত হয়ে আই.জি.পি হয়েছিলেন। আমার সৌভাগ্য যে, তার মতো একজন সৎ, নিষ্ঠাবান পুলিশ কর্মকর্তার নৈকট্য লাভ করেছি। ঠাকুরগাঁও জেলার এস.পি থাকাকালীন সবচেয়ে কাছের মানুষ হিসেবে তাকে অবলোকন করেছি। বড্ড সজ্জনব্যক্তি। পরোপকারী। তার তো এমন উপার্জনের কথা শুনিনি। বসনে-ভূষণে প্রাচুর্য দেখিনি। খিলগাঁওয়ে যেনতেন একটা বাসা। তাও শুনেছি পাবনার পৈতৃক জমি বিক্রি করে। বাসা ভাড়ার যৎসামান্য আয় দিয়ে তাঁর গ্রাসাচ্ছাদন ও চিকিৎসা চলে।

ছাত্র, ব্যাচমেট-৮৫ ও অগ্রজপ্রতীম বেশকিছু সচিব পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের সাথে আমার জানাশোনা আছে। তাদের সংসারে তো তেমন কোনো পরিবর্তন দেখি না, জনাব এম. এ সবুর আমার সুপরিচিত একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিব, আমি তাঁর স্নেহধন্য। দারুণ রকমের সাদাসিধে ও বিনম্র স্বভাবের। তাঁর তো কোনো রিসোর্ট, ডুপ্লেক্স কিংবা লিমোজিন/ল্যান্ড ক্রুজার গাড়ি দেখি না। বাংলা মটরের সন্নিকটে গলির মধ্যে সাদামাটা ফ্ল্যাটে বাস করেন। সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা –এমনিভাবে থাকেন তা সত্যিই ধারণাতীত –যা প্রশংসার দাবি রাখে। অথচ আজকাল আমরা কী দেখছি?

দেশব্যাপী সরকারি কর্মকর্তা, মন্ত্রী, আমলা ও দলবাজ নেতাদের কাছে টাকার ছড়াছড়ি। এমনকি অফিসের পিওন বা গাড়ির ড্রাইভার পর্যন্ত শত শত কোটি টাকার মালিক হয়ে গেছে। বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৬ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে প্রকাশিত সংবাদসূত্রে জানা যায় বস্তায় করে ঘুষ নিতেন সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসে নিয়োগ দিতেন তিনি বস্তা ভর্তি টাকা ঘুষ নিয়ে। জেলা পুলিশ হিসেবে পদায়নের ক্ষেত্রে ১ থেকে ৩ কোটি টাকা দিতে হত। দুদক সূত্রে জানা যায়, ২০২২ সালের ৩০ জুন গাজীপুর মহানগর পুলিশের (জিএমপি) কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পান উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মোল্লা নজরুল ইসলাম। ৫ কোটি টাকার বিনিময়ে নজরুলকে গাজীপুরের কমিশনার হিসেবে পদায়ন করা হয়। এসব টাকা বস্তায় ভরে পৌঁছে দেয়া হতো আসাদুজ্জামান খানের ফার্মগেটের বাসায়। বরিশালের শেখ বাড়িতে বস্তা ভরা পোড়া টাকা পাওয়া গেছে। দমকল বাহিনী আগুন নেভাতে এসে বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার করে। অবৈধ আয় থেকে বিরত থাকার জন্য স্বয়ং আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লাহ হুশিয়ার করেন– "হে মু'মিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পদ গ্রাস করো না।"[২৮] হাদীসে কুদসীতে উল্লেখ আছে– "ঘুষখোরকে মজলুমের বদ দু'আর শিকার হতে হবে।" রাসূল (ﷺ) বলেন, তুমি মজলুমের বদ দু'আ থেকে বেঁচে থাকো। কেননা মজলুমের বদ দু'আ ও মহান আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দা নেই।[২৯]

দেশব্যাপী গাড়িতে, গুদামে, তোষকের নীচে টাকা আর টাকা। টাকার পোড়াগন্ধে পরিবেশ যেন বিষময় হয়ে উঠেছে। অবৈধ উপায়ের উপার্জন মানুষকে স্বস্তি দেয় না। পায় না শান্তি। বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বিপুল পরিমাণ এত টাকার উৎস কী? কার মদদে বস্তায় বস্তায় টাকা লেনদেন হয়। আমাদের ধারণা রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষণ, কিংবা জ্ঞাতসারে এ সকল অপকর্ম, ঘুষ জালিয়াতি হয়ে থাকে।

বৈদেশিক ঋণের অপব্যবহার ও অপচয় ক্রমশ বেড়েই চলেছে। অথচ ওই সকল ঋণের বোঝা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ওপর বর্তাচ্ছে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) বলছে– বাংলাদেশে মানুষের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে দেড় লাখ টাকা। সার্বিক বিবেচনায় ঘুষ, দুর্নীতির ফলে অর্থনৈতিকভাবে দেশ দেউলিয়া হতে চলেছে। বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার মতোই বিপজ্জনক পথে আছে। আশা করছি অন্তবর্তীকালীন সরকার বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করবেন। এতে মানুষ বাঁচবে, বাঁচবে দেশ। বাংলাদেশের ভূলুণ্ঠিত মর্যাদা আবারও সমুন্নত হবে বিশ্বের দরবারে। ❑

---

[২৮] সূরা আন্ নিসা : ২৯।

[২৯] সহীহুল বুখারী- হা. ২৪৪৮।

মুনাফিক্বদের স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং আখিরাতে তাদের পরিণতি

–কে. এম আব্দুল জলিল*

[২য় (শেষ) পর্ব]

মুনাফিকদের দ্বিতীয় আলামত– ওয়াদা খিলাফ : কারো সঙ্গে কোনো অঙ্গীকার করলে কাউকে কোনো কথা দিলে বা লিখিত চুক্তি করলে তা পালন করার নাম ওয়াদা। দুনিয়ার জীবনে মানুষ মানুষের সঙ্গে বিভিন্নভাবে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। এই ওয়াদা পালন করা মু'মিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও ঈমানের অঙ্গ। ইসলামে ওয়াদা ভঙ্গকারীকে মুনাফিক্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে– যাদের পরকালে রয়েছে কঠোর শাস্তি। ওয়াদা ভঙ্গ করা মারাত্মক অপরাধ। ওয়াদা পালনের প্রতি জোরালো তাগিদ দিয়ে আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا﴾

অর্থাৎ- "আর ইয়াতীম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তার সম্পত্তির ধারে-কাছেও যেও না এবং প্রতিশ্রুতি পালন করো। নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।"[৩০]

কথার সাথে কাজের মিল থাকতে হবে অন্যথায় ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা করো না তা তোমরা কেন বলো? তোমরা যা করো না তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে খুবই অসন্তোষজনক।"[৩১]

আয়াতাংশে সেই সকল মু'মিনদের প্রতি তিরস্কার ও ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে, যারা এমন কথা বলে যা বাস্তবে তারা পালন করে না। একজন মুসলিম ব্যক্তির চরিত্রে সত্যবাদিতা ও সত্য পথে দৃঢ়তা অবলম্বনের গুণ অবশ্যই থাকতে হবে, তাদের প্রকাশ্য ও গোপন এক হতে হবে এবং সকল কথায় ও কাজে মিল থাকতে হবে। আবার আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর মুনাফিক্ব পাওয়া যায় তাদের কোনো দল নেই, সমস্ত দল-মতকে খুশী করে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে চায়। স্রোতে ভাসমান শেওলার মতো তাদের জীবন। কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থল নেই চলতেই আছে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَا إِلَى هٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هٰؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيْلًا﴾

অর্থাৎ- "দোটানায় দোদুল্যমান, না এদের দিকে, না ওদের দিকে! আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন আপনি তার জন্য কখনো কোনো পথ পাবেন না।"[৩২]

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মুনাফিক্বের উদাহরণ হচ্ছে, ঐ ছাগীর ন্যায়, যে দুই পাঁঠা ছাগলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। (প্রবৃত্তির তাড়নায়) কখনও এটার কাছে যায়, কখনও অপরটির কাছে যায়।[৩৩] আয়াতে মুনাফিক্বদের ঘৃণীত চেহারা বর্ণনা করে বলা হচ্ছে, তারা কারো নিকটই বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং এটাই তাদের মর্মান্তিক পরিণতি যা তারা নিজেরাই সৃষ্টি করেছে। তাদের দোদুল্যমান এ অবস্থান কখনো সত্যের দিকে, কখনো মিথ্যার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কোনো স্থিরতা তাদের নেই। কখন কি করবে তারা নিজেরাই বুঝে না। সবার কাছে তারা ঘৃণার পাত্র, তাদের দেখলেই নাক কুঁচকে আসতে চায়-চিন্তা করে দেখুন কত করুন এ অবস্থা। তাদের বিশ্রী চেহারার এই নগ্নচিত্র একবার মানসপটে এঁকে দেখুন, মানব জাতির কাছে তাদেরকে মনে হবে এক ভীষণ কলংক, তাদের হতাশাগ্রস্ততা একাংশে এবং পরকালেও। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوْا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "এটা কি নয় যে, তারা যখনই কোনো অঙ্গীকার করেছে তখনই তাদের কোনো এক দল তা ছুঁড়ে ফেলেছে? বরং তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।"[৩৪]

মুনাফিক্বের তৃতীয় আলামত– আমানতের খিয়ানত : ইসলাম মানুষকে যেসব উন্নত চরিত্র বৈশিষ্ট্যের শিক্ষা দেয়, তন্মধ্যে একটি অন্যতম মৌলিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য হলো আমানতদারী। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জীবন এবং তার সমস্ত উপায় উপকরণের মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা। এগুলো আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাছে আমানত রেখেছেন। এ আমানত মহান আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী

---

*সভাপতি, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও উপ-গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

[৩০] *সূরা বানী ইস্‌রা-ঈল : ৩৪।*

[৩১] *সূরা আস্ সাফ্ : ২-৩।*

[৩২] *সূরা আন নিসা : ১৪৩।*

[৩৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৭৮৪।*

[৩৪] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১০০।*

কাজে লাগানো মানুষের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমানত বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে যেমন- ধন-সম্পদের, চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, অর্পিত দায়িত্ব পালন, বান্দার হক্ব সম্পর্কীত এবং আলেমের 'ইল্‌মও তার আমানত। আমানত খিয়ানত করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "হে ঈমানদারগণ! জেনে-বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খিয়ানত করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানতেরও খিয়ানত করো না।"[৩৫]

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوْا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হক্বদারকে ফিরিয়ে দিতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।"[৩৬]

উল্লেখ্য, আমানত হচ্ছে দ্বীনের জন্য সত্যের সাক্ষ্য দান করা। এ মহৎ কাজটি প্রথমত শুরু হয় ব্যক্তি জীবনের সংযম সাধনা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে, তারপর এ মানুষটি আদর্শ মানুষ হয়ে ফুটে ওঠে অন্য মানুষের কাছে; তার হৃদয়ানুভূতি ও আবেগ এবং তার কার্যাবলী ও ব্যবহারের মধ্যে এই সাক্ষ্য দান করার কাজ জীবন্ত রূপ নিয়ে মানুষের সামনে হাজির হয়। এমনকি মানুষ যেন এমন ব্যক্তির মধ্যে ঈমানের বাস্তব প্রতিচ্ছবি অবলোকন করতে থাকে এবং তখন তারা বলে ওঠে– আহা কী পবিত্র এ ঈমান ও ঈমানী ব্যবস্থা; কী সুন্দর তার কাজ-কর্ম, আর কত চমৎকার তার মোহনীয় প্রভাব যা অন্যকেও আবেগে মুদ্ধ করে! মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মহান আল্লাহর দেয়া একটি বড় আমানত। আমার মাথা, আমার হাত-পা, চোখ-কান, আমার গোটা দেহ, সবই মহান আল্লাহর দেয়া। তিনিই আমাকে আমানতস্বরূপ সে সব ব্যবহার করতে দিয়েছেন। যে সব আজ আমার কথামত চলে, কিন্তু কাল আমার কথামত চলবে না। শুনবে কাল আসল মালিকের কথা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[৩৫] *সূরা আল আনফাল : ২৭।*
[৩৬] *সূরা আন্ নিসা : ৫৮।*

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيْهِمُ اللهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ﴾

অর্থাৎ- "যেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের রসনা, তাদের হাত ও পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে, সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক।"[৩৭]

﴿اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "আমি আজ এদের মুখে মোহর মেরে দেব, এদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে এবং এদের পা কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।"[৩৮]

বলাই বাহুল্য যে, আমরা আমাদের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আসল মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারি না। যেহেতু সে সব মহান আল্লাহর দেয়া আমানত। মানুষের শরীরের অধিকার ব্যক্তি, সমাজ, আইন বা রাজনীতি কারো নয়। এ অধিকার কেবল সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর। বান্দার হক্ব সংক্রান্ত খিয়ানত আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন প্রত্যেক হক্বদারের হক্ব অবশ্যই আদায় করা হবে। এমনকি শিংবিহীন ছাগলকে শিংযুক্ত ছাগলের নিকট থেকে বদলা দেয়া হবে।"[৩৯] আবূ ক্বাতাদাহ হারেস ইবনু রিবয়ী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবীদের মাঝে দাঁড়ালেন, অতঃপর তাঁদের জন্য বর্ণনা করলেন যে, "মহান আল্লাহর পথে জিহাদ এবং মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সর্বোত্তম আমল।" এ শুনে একটি লোক দাঁড়িয়ে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলুন, যদি আমাকে মহান আল্লাহর পথে হত্যা করে দেয়া হয়, তবে কি আমার পাপরাশি মোচন করে দেয়া হবে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বললেন, "হ্যাঁ। যদি তুমি মহান আল্লাহর পথে ধৈর্যশীল ও নেকীর কামনাকারী হয়ে (শত্রুর দিকে) অগ্রগামী হয়ে এবং পিছপা না হয়ে খুন হও, তাহলে।" পুনরায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "তুমি কি যেন বললে?" সে বলল, 'আপনি বলুন, যদি মহান আল্লাহর পথে আমাকে হত্যা করা হয়, তবে কি আমার পাপরাশি মোচন করে দেয়া হবে? রাসূল (ﷺ)

[৩৭] *সূরা আন্ নূর : ২৪-২৫।*
[৩৮] *সূরা ইয়া-সীন : ৬৫।*
[৩৯] *সহীহ মুসলিম।*

বললেন, "হ্যাঁ। যদি তুমি মহান আল্লাহর পথে ধৈর্যশীল ও নেকীর কামনাকারী হয়ে (শত্রুর দিকে) অগ্রগামী হয়ে এবং পিছপা না হয়ে (খুন হও, তাহলে)। কিন্তু ঋণ (ক্ষমা হবে না) কেননা জিব্রীল (আলাইহিস সালাম) আমাকে এ কথা বললেন।"[৪০]

মুনাফিকের চতুর্থ আলামত– ঝগড়া বাধলে খারাপ কথা বলা : যেসব কথা দ্বারা কাউকে খাটো বা হেয় করা হয় তাই গালি। মানুষ তাদের পরিভাষায় যেসব শব্দকে গালি, উপহাস ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য মনে করে শরিয়তের দৃষ্টিতে তাই গালি হিসেবে বিবেচিত। গালি দেয়া ও অশ্রাব্য ভাষায় কথা বলা কোনো ঈমানদার মানুষের জন্য শোভনীয় নয়। ব্যক্তি জীবনে কত রকম মানুষের সঙ্গেই মেলামেশা ও লেনদেন করতে হয়, এতে কখনো কখনো মতের অমিল দেখা দেয় এবং মাঝে মধ্যে তা বিবাদ পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু একজন প্রকৃত মু'মিন কোনো অবস্থাতেই মুখ খারাপ করতে পারে না। সব সময় সে নিজ ভদ্রতা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ব্যাপারে সচেতন থাকবে। দৃষ্টিভঙ্গিগত মতভেদ হোক, চিন্তা-চেতনার অমিল হোক, রাজনৈতিক কিংবা ব্যবসায়িক বিরোধ হোক, কোনো অবস্থাতেই একজন মু'মিন তার মুখ দিয়ে মন্দ বাক্য উচ্চারণ করবে না। 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন : একদা আমি রাসূলে করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম ও আরয করলাম যে, মুক্তির উপায় কি, বলে দিন। উত্তরে তিনি বললেন : তোমার জিহ্বা তোমার আয়ত্তে রাখো। তোমার ঘরকে প্রশস্ত করো এবং নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য কান্নাকাটি করো।[৪১] বস্তুত জিহ্বা স্বীয় কন্ট্রোলে না থাকার দরুন মানব সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কত যে বিপর্যয় ও ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হয় তার ইয়ত্তা নেই। পক্ষান্তরে তাকে সংযত রাখলে, স্বীয় আদর্শ অনুযায়ী মহান আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যবহার করলে কত যে বিপদ, গণ্ডগোল ও তিক্ততা হতে মুক্তি নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তার হিসাব নেই। জিহ্বা সংযত না থাকলে, তিক্ত কথা বলার অভ্যাস থাকলে কত মানুষের হৃদয় তার জিহ্বা তরবারির বিষাক্ত আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় তা বলে শেষ করা যায় না। যখন কোনো জাতির মধ্যে ফাহিশা (যৌন অনৈতিকতা/অশ্লীলতা/ব্যভিচার) প্রকাশ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেখানে প্লেগ মহামারির আকারে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব ঘটে যা পূর্বেকার লোকদের মাঝে দেখা যায়নি।"[৪২] 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকি (মহান আল্লাহর অবাধ্যচারণ্য) এবং তার সঙ্গে লড়াই ঝগড়া করা কুফ্‌রী।"[৪৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লানত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।"[৪৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : "কেবল সে-ই মুসলিম, যার হাত ও মুখ থেকে তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে নিরুদ্বেগ থাকে।"[৪৫] পরিশেষে বলা যায়, সবসময় গালমন্দ ও অশ্লীল, বাক্য-বিনিময় থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং মার্জিত ও শ্রুতিমধুর শব্দ ব্যবহারের চেষ্টা করতে হবে।

মুনাফিক্বদের ভয়ংকর পরিণতি

মুনাফিক্বদের পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। পৃথিবীতে তারা সর্বদা অশান্তি ও মর্মপীড়ায় ভুগতে থাকবে এবং পরকালে অনন্তকালের জন্য জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্থানে অবস্থান করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾

অর্থাৎ- "মুনাফিক্বরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য আপনি কখনো কোনো সহায় পাবেন না।"[৪৬]

জাহান্নামের নিম্নতম স্থান বলতে এমন জায়গা বুঝায়, যেখানে নড়াচড়া করা বা যেখান থেকে সরে আসা কোনোটাই সম্ভব নয়। সেখান থেকে বের হয়ে আসার জন্য প্রকাশ করা হবে ইচ্ছাশক্তি, আগ্রহ, ভয়ভীতি, দুর্বলতা এবং আর্তনাদ; কিন্তু এত নীচে থাকার কারণে তাদের চিৎকার কেউ শুনবে না, নিষ্পেষিত হতে থাকবে সর্বক্ষণ, কোনো দিক থেকে সাহায্য আসার সুযোগ থাকবে না। এই কঠিন অবস্থায় মুনাফিক্বদের শাস্তি হতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

---

[৪০] *সহীহ মুসলিম।*
[৪১] *মুসনাদে আহমাদ; জামে' আত্ তিরমিযী।*
[৪২] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪০১৯।*
[৪৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০৪৪।*
[৪৪] *সূরা আল আহ্যা-ব : ৫৭।*
[৪৫] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৬২৭।*
[৪৬] *সূরা আন্ নিসা : ১৪৫।*

অর্থাৎ- "আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করুন একই কথা; আপনি সত্তরবার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না। এটা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফ্‌রী করেছে। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হিদায়েত দেননা।"[৪৭]

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, (মুনাফিক্ব নেতা) 'আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই মারা গেলে তার পুত্র 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট তাঁর জামাটি দেয়ার আবেদন জানালেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জামাটি দিয়ে দিলেন। পুনরায় তিনি তার জানাযার নামায পড়ানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আবেদন করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার নামাযে জানাযা পড়ানোর জন্য উঠতে চাইলেন। এমনি সময় 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উঠে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাপড় টেনে ধরে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তার জানাযার নামায পড়তে এবং তার জন্য দু'আ করতে যাচ্ছেন, অথচ আপনার রব তা নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন : "তুমি তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করো বা না করো, যদি সত্তরবারও তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করো, তবুও আমি তাদেরকে ক্ষমা করবো না।" সুতরাং আমি সত্তরবারের চেয়েও বেশি মাগফিরাত কামনা করবো। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "সে তো মুনাফিক্ব" শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার জানাযার নামায পড়িয়ে দিলেন। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হয় : "এবং তাদের (মুনাফিক্বদের) কেউ মারা গেলে আপনি কখনো তাদের (জানাযার) নামায পড়াবেন না এবং তাদের কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না। নিশ্চয় তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং ফাসেক হিসেবেই তারা মরেছে"।[৪৮] এরপরে শেষ জীবন পর্যন্ত নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) না কোনো মুনাফিক্বের জানাযায় সালাত আদায় করেছেন, আর না তার কবরে এসে দু'আ-ইস্তিগফার করেছেন।[৪৯] আম্মার ইবনু ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একটি হাদীস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : 'আমার সহচরদের মধ্যে বারোজন মুনাফিক্ব রয়েছে। তারা কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না সুচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করতে পারবে এবং ওর সুগন্ধও পাবে না। আটজনের কাঁধে আগুনের ফোঁড়া যা বক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তা তাদেরকে ধ্বংস করে দিবে।'[৫০] মুনাফিক্বদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

﴿وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيْمٌ﴾

অর্থাৎ- "আল্লাহ মুনাফিক্ব পুরুষ ও নারীদের এবং কাফিরদের সাথে জাহান্নামের আগুনের অঙ্গীকার করেছেন, তাতে তারা চিরকাল থাকবে, ওটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদেরকে লানত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি।"[৫১] আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ○ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ○ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ○ كُلَّمَا أَرَادُوْا أَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ﴾

"এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ, তারা তাদের রবের সম্বন্ধে বিতর্ক করে। যারা কুফ্‌রী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক; তাদের মাথার ওপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যদ্বারা উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত করা হবে। আর তাদের জন্য থাকবে লৌহ মুগর। যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে; তাদেরকে বলা হবে– স্বাদ গ্রহণ করো দহন যন্ত্রণার।"[৫২]

পরিশেষে বলা যায়, মুসলিমদের প্রতিটি পরাজয়ের পেছনে এক বা একাধিক মুনাফিক্বের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা থাকে। একবিংশ শতাব্দীর ইসলাম ও মুসলিমদের বড় সফলতার জন্য সবচেয়ে বড় সংকট হলো নিফাকের সংকট। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে গেছে 'আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনে সুলুলের মতো হাজারো মুনাফিক্ব। তাদের ধ্বংসাত্মক অপতৎপরতা থেকে সতর্ক থাকা প্রতিটি সচেতন মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করি তিনি যেন আমাদের অন্তরের দোষ-ত্রুটিকে সংশোধন করে দেন এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল ফিৎনা–ফাসাদ থেকে আমাদের দূরে রাখেন –আমীন। ❑

---

[৪৭] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৮০।*
[৪৮] *বুখারী- ৪র্থ খণ্ড, আ. প্র., হা. ১৯৮২, হা. ৪৩০৯, পৃ. ৪১৩।*
[৪৯] *মুসনাদ আহমাদ- ১/১৬; জামে' আত্ তিরমিযী- ৮/৪৯৫; ফাতহুল বারী- ৮/১৮৪।*
[৫০] *সহীহ মুসলিম- ৪/২১৪৩।*
[৫১] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৬৮।*
[৫২] *সূরা আল হাজ্জ : ১৯-২২।*

সাহাবা চরিত

উম্মুল মু'মিনীন খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র জীবনী

মূল : ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বূদ
গ্রন্থনা ও সংক্ষিপ্তকরণে– হাফেয মুহাম্মদ আইয়ূব

এমন এক মহীয়সী নারীর জীবনী তুলে ধরছি যিনি বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রথম স্ত্রী ছিলেন যিনি ইসলামের সূচনা লগ্নে সেই কঠিন দুর্দিনে স্বীয় অর্থ-সম্পদ, বুদ্ধি-পরামর্শ ও সান্ত্বনা দিয়ে প্রিয় নবীর সার্বক্ষণিক পাশে থেকে অপরিসীম ত্যাগ, সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে দুনিয়ায় জান্নাতের সুসংবাদও লাভ করেছেন। তিনিই হচ্ছেন খাদিজাতুল কুবরা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। মহীয়াসী এই মহিলা যিনি উম্মুল মু'মিনীন হিসেবে সকল মুসলিমের নিকট ক্বিয়ামাত পর্যন্ত সম্মানের পাত্রী ও আদর্শ শ্রেষ্ঠ নারী হয়ে আছেন।

বংশ পরিচয়

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রথম স্ত্রী খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র মাতা ফাতিমাহ্ বিনতু যায়িদ ছিলেন কুরাইশ বংশীয়া।[৫৩] যুবাইর ইবনু বাককার বলেন : জাহিলী যুগেই খাদীজাহ্র উপাধি ছিল 'আত-তাহিরা'। বয়স ও বুদ্ধি হওয়ার পর পূতঃপবিত্র চরিত্রের জন্য এ উপাধি পান।[৫৪] রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র মধ্যে ফুফু ভাতিজার দূর সম্পর্ক ছিল। 'সিয়ারুত তাইমী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, তাঁকে কুরাইশ নারীদের নেত্রী বলা হতো।[৫৫] খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র পরিবারটি ছিল মক্কার এক অভিজাত ও বিত্তবান পরিবার। তাঁর জন্ম হয় ৫৫৬ ঈসায়ী সনে মক্কা নগরীতে।[৫৬] খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র পিতা খুওয়াইলিদ ইবনু আসাদ নিজ খান্দানের একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। খুওয়াইলিদ ছিলেন ফিজার যুদ্ধে নিজ গোত্রের কমান্ডার। খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র বাল্য ও কৈশোর জীবনের তেমন কোনো তথ্য সীরাতের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় না। তবে সেই জাহিলী সমাজে তিনি যে অতি পূতঃপবিত্র স্বভাব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন সে কথা বিভিন্নভাবে জানা যায়।

যৌবনকাল ও আরবের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী

কুরাইশ বংশের অনেকের মতো খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-ও ছিলেন একজন বড় মাপের ব্যবসায়ী। ইবনু সা'দ তাঁর ব্যবসা সম্পর্কে বলেছেন : খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ও সম্পদশালী ব্যবসায়ী মহিলা। তাঁর বাণিজ্য সম্ভার সিরিয়া যেত এবং তাঁর একার পণ্য কুরাইশদের সকলের পণ্যের সমান হতো।' ইবনু সা'দ-এর এ মন্তব্য দ্বারা খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র ব্যবসায়ের পরিধি উপলব্ধি করা যায়। অংশীদারী বা মজুরির বিনিময়ে যোগ্য লোক নিয়োগ করে তিনি দেশ বিদেশে মাল কেনাবেচা করতেন।[৫৭]

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন চব্বিশ পঁচিশ বছরের যুবক। এর মধ্যে চাচা আবূ তালিবের সাথে বা একাকী কয়েকটি বাণিজ্য সফরে গিয়ে ব্যবসা সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। ব্যবসায়ে তাঁর সততা ও আমানতদারীর কথাও মক্কার মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। সবার কাছে তিনি তখন 'আল আমীন।' তাঁর সুনামের কথা খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র কানেও পৌঁছেছে। বিশেষতঃ তার ছোট ভাইয়ের বউ সাফিয়্যার কাছে 'আল আমীন' মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে বহু কথাই শুনেছেন।

এ সময় খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সিরিয়ায় পণ্য পাঠাবার চিন্তা করলেন। এজন্য যোগ্য লোকের সন্ধান করছেন। অবশেষে মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দুল্লাহকে নিয়োগ দান করেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন পঁচিশ বছরে পদার্পণ করেছেন, তখন আবূ তালিব একদিন তাঁকে ডেকে বললেন : 'ভাতিজা! আমি একজন বিত্তহীন মানুষ, সময়টাও আমাদের জন্য খুব সংকটজনক। মারাত্মক অভাবের কবলে আমরা নিপতিত। আমাদের কোন ব্যবসা বা অন্য কোনো উপায় উপকরণ নেই। তোমার গোত্রের একটি বাণিজ্য কাফিলা সিরিয়া যাচ্ছে। খাদীজাহ্ তার পণ্যের সাথে পাঠানোর জন্য কিছু লোকের খোঁজ করছে। তুমি যদি তার কাছে যেতে, হয়তো তোমাকে সে নির্বাচন করতো, তোমার চারিত্রিক নিষ্কলুষতা তার জানা আছে। যদিও তোমার সিরিয়া যাওয়া আমি পছন্দ করি না এবং ইয়াহূদীদের পক্ষ থেকে তোমার জীবনের আশংকা করি। কিশোর বয়সে একবার রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাচার সাথে সিরিয়া গিয়েছিলেন। তখন পাদরী বাহীরা তাঁর সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এ বর্ণনায় আবূ তালিব সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তবুও এমনটি না করে উপায় নেই। জবাবে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সম্ভবতঃ সে নিজেই লোক পাঠাবে। আবূ তালিব বললেন : হয়তো অন্য কাউকে সে নিয়োগ দিয়ে ফেলবে। চাচা ভাতিজার এ সংলাপের কথা খাদীজাহ্র কানে গেল। তিনি রাসূলুল্লাহ

---

[৫৩] *আল ইসাবা- ৪/২৮১; তাবাকাত- ১/১৩৩।*
[৫৪] *সিয়ারু আলাম আন্ নুবালা- ২/১১১।*
[৫৫] *সাইয়্যেদা খাদীজাহ্- পৃ. ১৭।*
[৫৬] *আল আ'লাম- ২/৩৪২; তাবাকাত- ১/১৩২।*
[৫৭] *সিয়ারু আলাম আন্ নুবালা- ২/৩৪২।*

(ﷺ)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে বললেন : অন্য লোকে আপনাকে যে পারিশ্রমিক দিবে, আমি তার দ্বিগুণ দিব।[৫৮]

ঘটনা

খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসা পরিচালনার জন্য তিনি বহু শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করতেন। তাঁর বুদ্ধিও ছিল প্রখর। তাই তিনি যথাসময়ে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে নির্বাচনে এবং তাঁর ওপর ব্যবসার দায়িত্ব প্রদানে মোটেই ভুল করেননি। আর এই নিয়োগ লাভের ব্যাপারে জনাব আবূ তালিব মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। নিয়োগ লাভের পর জনাব আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলেন, এ তোমার প্রতি মহান আল্লাহর একটি অনুগ্রহ। খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র পণ্য-সামগ্রী নিয়ে তাঁর বিশ্বস্ত দাস মায়সারাকে সঙ্গে করে মুহাম্মাদ (ﷺ) সিরিয়ার দিকে বেরিয়ে পড়লেন। যাত্রাকালে চাচারা তাঁর সহযোগীদের সতর্ক করে দিলেন তাঁর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য। কাফিলা সিরিয়া পৌঁছলো। পথে এক গির্জার পাশে একটি গাছের ছায়ায় বসে আছেন তিনি। মায়সারা গেছেন একটু দূরে কোন কাজে। গির্জার পাদ্রী এগিয়ে গেলেন মায়সারার দিকে। জিজ্ঞেস করলেন : 'গাছের নিচে বিশ্রামরত লোকটি কে?'

মায়াসারা বললেন : 'মক্কার হারামবাসী কুরাইশ গোত্রের একটি লোক।' পাদ্রী বললেন : 'এখন এ গাছের নিচে যিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন তিনি একজন নবী ছাড়া আর কেউ নন।' পাদ্রী আরও জানতে চান : 'তাঁর চোখ দু'টি কি লালচে?' মায়াসারা বললেন : হ্যাঁ। এই লাল আভা কখনও দূর হয় না। পাদ্রী বললেন : তিনি নবী। তিনিই আখিরুল আম্বিয়া শেষ নবী। ঐতিহাসিকরা এই পাদ্রীর নাম 'নাসতুরা' বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৯]

রাসূল (ﷺ) মায়সারাকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে পণ্য বিক্রি করেন। এক পর্যায়ে সেখানে এক ব্যক্তির সাথে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কিছু বিবাদ হয়। লোকটি রাসূল (ﷺ)-কে বলেন : আপনি লাত ও উযযার নামে শপথ করে বলুন। রাসূল (ﷺ) বললেন : আমি তো কক্ষণও তাদের নামে শপথ করি না। আমি তাদের প্রত্যাখ্যান করি। লোকটি বললো : আপনার কথাই ঠিক। অতঃপর সে মায়সারাকে বলেন : আল্লাহর কসম! তিনি একজন নবী।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সিরিয়ার বাজারে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করলেন এবং যা কেনার তা কিনলেন। তারপর মায়সারাকে সঙ্গে করে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। পথে মায়সারা লক্ষ্য করলেন, রাসূল (ﷺ) তাঁর উটের ওপর সওয়ার হয়ে চলেছেন, আর দু'জন ফেরেশ্তা দুপুরের প্রচণ্ড রোদে তাঁর মাথার ওপর ছায়া বিস্তার করে রেখেছেন। এভাবে মক্কায় ফিরে খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র পণ্য সামগ্রী বিক্রি করলেন। ব্যবসায়ে এবার দ্বিগুণ অথবা দ্বিগুণের কাছাকাছি মুনাফা হলো।[৬০] এই সফরে আল্লাহ তা'আলা মায়সারার অন্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। তিনি যেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দাসে পরিণত হন। যখন তাঁরা মক্কার অদূরে 'মাররুজ জাহরান' নামক স্থানে তখন মায়সারা বলেন : মুহাম্মাদ (ﷺ), আপনি খাদীজাহ্র কাছে যান এবং আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে যে আচরণ করেছেন তা তাঁকে অবহিত করুন।[৬১]

তাঁরা ব্যবসা থেকে মক্কায় ফিরে আসলেন। দাস মায়সারা অত্যন্ত সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে সফরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যাবতীয় কর্মকাণ্ড, পাদ্রীর মন্তব্য, ফেরেশ্তার ছায়াদান, দ্বিগুণ মুনাফা ইত্যাদি বিষয়ের একটি বিস্তারিত রিপোর্ট মনিব খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র নিকট পেশ করেন। মায়সারা একথাও বলেন : 'আমি তাঁর সাথে খেতে বসতাম। আমাদের পেট ভরে যেত, অথচ অধিকাংশ খাবার পড়ে থাকতো।[৬২]

বিবাহ

পিতা খুওয়াইলিদ মেয়ে খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র এত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে তৎকালীন আরবের বিশিষ্ট তাওরাত ও ইনজীল বিশেষজ্ঞ ওয়ারাকা ইবনু নাওফিলকে তাঁর বর নির্বাচন করেছিলেন।[৬৩] কিন্তু কেন যে সে বিয়ে হয়নি সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা নীরব। শেষ পর্যন্ত আবূ হালা হিন্দা ইবনু যুরারা আত তামীমীর সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। জাহিলী যুগেই তাঁর মৃত্যু হয়। আবূ হালার মৃত্যুর পর 'আতীক ইবনু আবিদ, মতান্তরে আয়িজ এর সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয়। দ্বিতীয় স্বামী 'আতীকের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বিয়ে করেন।[৬৪]

খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন তৎকালীন মক্কার একজন বিচক্ষণ বুদ্ধিমতী ও দৃঢ়চেতা ভদ্রমহিলা। তাঁর ধন সম্পদ, অভ্রতা ও লৌকিকতায় মক্কার সর্বস্তরের মানুষ মুগ্ধ ছিল। তিনি ছিলেন বংশত কৌলিন্যের দিক দিয়ে কুরাইশদের মধ্যমণি। অনেক অভিজাত কুরাইশ যুবকই তাঁকে সহধর্মিণী হিসেবে পাওয়ার প্রত্যাশী ছিল। তাদের অনেকে প্রস্তাবও পাঠিয়েছিল এবং সেজন্য প্রচুর অর্থও ব্যয় করেছিল।[৬৫]

---

[৫৮] *তাবাকাত- ১/১২৯; সীরাত ইবনু হিশাম- পাদটীকা- ১/১৮৮।*
[৫৯] *সীরাতু ইবনু হিশাম- টীকা, ১/১৮৮।*
[৬০] *তাবাকাত- ১/৮৩।*
[৬১] *প্রাগুক্ত- ১/১৩১।*
[৬২] *আনসাবুল আশরাফ- ১/৯৭; সীরাতু ইবনু হিশাম- ১/১৮৯।*
[৬৩] *প্রাগুক্ত- ১/৪০৭; আল ইসাবা- ৪/২৮২।*
[৬৪] *আনসাবুল আশরাফ- ১/৪০৭।*
[৬৫] *আল ইসাবা- ৪/২৮৩; তাবাকাত- ১/১৩২; সীরাতু ইবনু হিশাম- ১/১৮৯।*

তিনি তাঁদের সকলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং নিজেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট বিয়ের পয়গাম পাঠান।[৬৬] খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত কেন নিলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সাধারণভাবে যে কথাটি বলা হয় তা হলো– বিশ্বস্ত দাস মায়সারার মুখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নৈতিক গুণাবলী ও অলৌকিক ঘটনাবলীর কথা শুনে তিনি মুগ্ধ হন এবং বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। হয়তো এটাই মূল কারণ। সিরিয়া থেকে ফেরার সময় রাসূল (ﷺ) চলতে চলতে এক সময় মক্কায় প্রবেশ করলেন। তখন ছিল দুপুর বেলা। খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তখন তাঁর ঘরের ছাদে। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলেন, মুহাম্মাদ উটের ওপর বসে আছেন এবং দু'জন মালাইকা (ফেরেশ্তা) তাঁকে ছায়াদান করে আছে। তিনি সঙ্গের অন্য মহিলাদেরকে এ দৃশ্য দেখান।[৬৭] এছাড়া আর একটি ঘটনার কথা আল মাদায়িনী ইবন 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। জাহিলী যুগে মেয়েদের কোনো এক উৎসব উপলক্ষ্যে মক্কার মেয়েরা এক স্থানে সমবেত হয়। তখন দূরে এক অপরিচিত ব্যক্তি দেখা যায়। লোকটি আরও নিকটে এসে উঁচু গলায় ঘোষণা করে : ওহে মক্কার মহিলারা! তোমরা শুনে রাখো। খুব শিগগির তোমাদের এ মক্কা নগরীতে একজন নবীর আবির্ভাব হবে।[৬৮] ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেছেন : খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র দাস মায়সারার মুখে পাদ্রীর মন্তব্য ও দু'জন মালাইকা ফেরেশ্তা কর্তৃক মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে ছায়াদানের কথা শুনে ওয়ারাকা ইবনু নাওফিলের নিকট যেয়ে তাঁকে এসব কথা বলেন। খাদীজাহ্র কথা শুনে তিনি বলেন : খাদীজাহ্! তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে মুহাম্মাদ এই উম্মতের নবী। আমি জেনেছি, খুব শিগগির এই উম্মতের একজন নবী আসবেন। এ তাঁরই সময়। এরপর ওয়ারাকা প্রতীক্ষা করতে থাকেন।[৬৯] সম্ভবতঃ উল্লেখিত সকল ঘটনা খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।

বিয়ের প্রস্তাব কিভাবে এবং কেমন করে হয়েছিল সে সম্পর্কে নানা রকম বর্ণনা রয়েছে। তবে খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-ই যে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট প্রস্তাবটি পেশ করেন সে ব্যাপারে প্রায় সব বর্ণনা একমত।

একটি বর্ণনায় এসেছে, নাফীসা (নাফীসা বিনতু মুনইয়া ইয়ালা বিনতু মুনইয়া আত্ তামীমীর বোন)। এ মহিলা মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন।[৭০] বিনতু মুনইয়া বলেন, মুহাম্মাদ (ﷺ) সিরিয়া থেকে ফেরার পর তাঁর মনোভাব জানার জন্য খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আমাকে পাঠালেন। আমি তাঁকে বললাম : মুহাম্মাদ! আপনি বিয়ে করছেন না কেন? তিনি বললেন, বিয়ে করার মতো অর্থ তো আমার হাতে নেই। বললাম : যদি আপনাকে একটি সুন্দরের প্রতি আহ্বান জানানো হয়, অর্থ বিত্ত, মর্যাদা ও অভিজাত বংশের প্রস্তাব দেয়া হয়, রাজি হবেন? বললেন : কে তিনি? বললাম : খাদীজাহ্। বললেন : এ আমার জন্য কিভাবে সম্ভব হতে পারে? বললাম : সে দায়িত্ব আমার। তিনি রাজি হয়ে গেলেন।[৭১]

ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেছেন, খাদীজাহ্ ছিলেন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী মহিলা। তিনি দূতের মাধ্যমে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বলেন : 'হে আমার চাচাতো ভাই! আপনার বিশ্বস্ততা, সততা ও উন্নত নৈতিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে।[৭২] সম্ভবতঃ এই দূত নাফীসা বিনতু মুনইয়া। খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নিজেই রাসূল (ﷺ)-এর সাথে কথা বলেন এবং তাঁর পিতার নিকট প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য রাসূল (ﷺ)-কে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানান এই বলে যে, দরিদ্র্যের কারণে হয়তো খাদীজাহ্র পিতা তাকে প্রত্যাখ্যান করবেন। অবশেষে খাদীজাহ্ নিজেই বিষয়টি তাঁর পিতার কাছে উত্থাপন করেন এবং তাঁর সম্মতি আদায় করেন।[৭৩] ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র পিতা এ বিয়েতে রাজি ছিলেন না।

বিয়ের খুতবা পাঠ : পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষের লোকদের উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চাচা আবূ তালিব আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের খুতবা পাঠ করেন।

বিয়ের মুহরানা : ইমাম জাহাবী ইবন ইসহাকের সূত্রে বলেছেন, রাসূল (ﷺ) খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বিশ বাকরাহ দেনমোহর দান করেন।[৭৪] বাকরাহ অর্থ জওয়ান মাদী উট) খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নিজেই উভয় পক্ষের যাবতীয় খরচ বহন করেছিলেন। তিনি দুই উকিয়া সোনা ও রূপা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট পাঠান এবং তা দিয়ে উভয়ের পোশাক ও ওয়ালীমার বন্দোবস্ত করতে বলেন।[৭৫]

দাম্পত্য জীবন ও ওয়াহীর সূচনা : রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি প্রথম ওয়াহীর সূচনা হয় খুদে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। স্বপ্নে যা কিছু দেখতেন তা সকাল বেলার সূর্যের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেতো। তারপর নির্জনে থাকতে ভালোবাসতেন। খানাপিনা সঙ্গে নিয়ে হিরা গুহায় চলে যেতেন। সেখানে কয়েকদিন 'ইবাদতে মশগুল থাকতেন। খাবার শেষ হয়ে গেলে আবার খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র নিকট ফিরে আসতেন। খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আবার গুহায় ফিরে যেতেন।

চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনু নাওফিলের নিকট নিয়ে যান। সেই জাহিলী যুগে তিনি খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হিব্রু

---

[৬৬] *সীরাতু ইবনু হিশাম- ১/১৮৯।*
[৬৭] *তাবাকাত- ১/১৩০।*
[৬৮] *আল ইসাবা- ৪/২৮২।*
[৬৯] *সীরাতু ইবনু হিশাম- ১/১৯১।*
[৭০] *আনসাবুল আশরাফ- ১/৯৮।*
[৭১] *তাবাকাত- ১/১৩২; আল ইসাবা- ৪/২৮২।*
[৭২] *সীরাতু ইবনু হিশাম- ১/১৮৯; আয যাহাবী- ১/৪২।*
[৭৩] *হায়াতুস সাহাবা- ২/৬৫২।*
[৭৪] *সিয়ারু আলাম আন্ নুবালা- ২/১১৪; আয্ যাহাবী তারীখ- ১/৪২।*
[৭৫] *হায়াতুস সাহাবা- ২/৬৫২।*

ভাষায় ইনজীল কিতাব লিখতেন। তখন তিনি বৃদ্ধ ও দৃষ্টিহীন। খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন : 'শুনুন তো আপনার ভাতিজা কি বলে।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন : 'ভাতিজা তোমার বিষয়টি কি?' রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। সব কথা শুনে ওয়ারাকা বললেন : এতো সেই 'নামুস' আল্লাহ তা'আলা যাকে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! সেদিন যদি জীবিত ও সুস্থ থাকতাম, যেদিন তোমার দেশবাসী তোমাকে দেশ থেকে বের করে দিবে।' রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন : 'এরা কি আমাকে দেশ থেকে বের করে দেবে?' তিনি বললেন : হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো, যখনই কোনো ব্যক্তি তা নিয়ে এসেছে, সারা দুনিয়া তাঁর বিরোধী হয়ে গেছে। যদি সে সময় পর্যন্ত আমার শক্তি থাকে এবং আমি বেঁচে থাকি, তোমাকে সব ধরনের সাহায্য করবো।[৭৬]

খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র ইসলাম গ্রহণ ও দৃঢ় অবস্থান

ইমাম যুহরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রথম ব্যক্তি যিনি মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন। ইসলাম গ্রহণের পর খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর সকল ধন-সম্পদ দ্বীনের প্রচারের জন্য দান করে দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে মহান আল্লাহর 'ইবাদত ও ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। সংসারের সকল আয় বন্ধ হয়ে যায়। সেই সাথে বাড়তে থাকে খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র দুশ্চিন্তা। তিনি ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে সব প্রতিকূলতা মুকাবিলা করেন। ইবনু ইসহাক বলেন, 'মুশরিকদের প্রত্যাখ্যান ও অবিশ্বাসের কারণে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে ব্যথা অনুভব করতেন, খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তা দূর করে দিতেন, সাহস ও উৎসাহ যোগাতেন। তিনি রাসূলের সব কথাই বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করতেন। মুশরিকদের সকল অমার্জিত আচরণ তিনি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে অত্যন্ত হালকা ও তুচ্ছভাবে তুলে ধরতেন।' ইবনু ইসহাক আরও বলেন : রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য খাদীজাহ্ ছিলেন ইসলামের ব্যাপারে সত্য ও সঠিক উযীর। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকল বিপদ আপদে তাঁর কাছে মনের কথা বলতেন, অভিযোগ করতেন।[৭৭] রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্ব থেকে খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যেন দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে, তিনি নবী বা মহান কেউ হবেন। কারণ তিনি রাসূলের মাঝে অনেক অলৌকিক বিষয় প্রত্যক্ষ করেছেন।[৭৮] তাই জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর আগমনের পর ক্ষণিকের জন্যও তাঁর মনে একটুও ইতস্ততঃ ভাব দেখা যায়নি। এতে তাঁর গভীর দূরদৃষ্টি ও তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নবুওয়াত লাভের আগে ও পরে সর্বদাই তিনি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সম্মান করেছেন, তাঁর প্রতিটি কথা প্রশ্নহীনভাবে বিশ্বাস করেছেন। ২৫ বছরের দাম্পত্য জীবনে মুহূর্তের জন্যও তাঁর মনে কোন প্রকার সন্দেহ দানা বাঁধতে পারেনি। সেই জাহিলী যুগেও তিনি ছিলেন পূতঃপবিত্র। কখনও মূর্তিপূজা করেননি। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন তাঁকে বললেন, 'আমি কখনও লাত উয্‌যার 'ইবাদত করবো না।' খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, লাত উয্‌যার প্রসঙ্গ ছেড়ে দিন। তাদের কথাই উঠাবেন না।[৭৯]

শি'আবে আবী তালেবে ৩ বছর অবরুদ্ধ জীবন

নবুওয়াতের সপ্তম বছর মুহাররম মাসে কুরাইশরা মুসলিমদের বয়কট করে। তাঁরা 'শি'আবে আবী তালিবে' আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-ও সেখানে অন্তরীণ হন।[৮০] মুশরিকরা আল মুহাচ্ছাব উপত্যকায় বানূ কিনানার মহল্লায় বসে এক চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করে। তারা বানু হাশিম ও বানু আব্দুল মুত্তালিবের বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, তারা তাদের সাথে বিবাহ শাদী করবে না, ব্যবসা বাণিজ্য করবে না, তাদের সাথে উঠা-বসা করবে না, তাদের সাথে মেলামেশা করবে না, তাদের ঘরে প্রবেশ করবে না এবং তাদের সাথে কথা বলবে না, যতক্ষণ না তারা মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হত্যার জন্য তাদের (মুশরিকদের) হাতে তুলে দিবে।

তারা শি'আবে আবী তালিবে অন্তরীণ হয়।[৮১] প্রায় তিনটি বছর বানু হাশিম দারুণ অভাব ও দুর্ভিক্ষের মাঝে অতিবাহিত করে। গাছের পাতা ছাড়া জীবন ধারণের তেমন কোনো ব্যবস্থা তাদের ছিল না। স্বামীর সাথে খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হাসিমুখে সে কষ্ট সহ্য করেন। এমন দুর্দিনে তিনি নিজের প্রভাব খাটিয়ে মাঝে মধ্যে নানা উপায়ে কিছু খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করতেন। তাঁর তিন ভাতিজা হাকীম ইবনু হিযাম, আবুল বুখতারী ও যুম'আ ইবনুল আসওয়াদ সকলে ছিলেন কুরাইশ নেতৃবর্গের অন্যতম। অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা বিভিন্নভাবে এক ঘরে করা মুসলিমদের কাছে খাদ্যদ্রব্য পাঠানোর ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

সর্বপ্রথম জামা'আতে সালাত আদায়

সালাত ফর্‌যের হুকুম হওয়ার আগেই খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র ঘরের মধ্যে গোপনে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে একত্রে সালাত আদায় করতেন।[৮২] ইবনু ইসহাক বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মক্কার উঁচু ভূমিতে তখন জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) আসেন এবং উপত্যকার এক প্রান্তে একটি স্থানে আঘাত করে একটি ঝর্ণার সৃষ্টি করেন। প্রথমে জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) সেই পানি দিয়ে ওযূ করেন, তারপর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মত ওযূ করেন। জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) সালাত পড়েন

---

[৭৬] *বুখারী- বাবু বুদূয়িল ওয়াহী; তারীখ- আয্ যাহাবী, ১/৬৭-৬৮।*
[৭৭] *সীরাতু ইবনু হিশাম- ১/৪১৬; তারীখ- আয্ যাহাবী, ১/২৪০।*
[৭৮] *সাইয়্যেদা খাদীজাহ্- পৃ. ৮১।*
[৭৯] *আহমাদ- ৪/২২২, ১৭৯৪৭, শু'আইব আর্ নাউত সহীহ বলেছেন।*
[৮০] *সীরাতু ইবনু হিশাম- ১/১৯২।*
[৮১] *আর্ রহীকুল মাখতুম- ৮৮ পৃ.।*
[৮২] *তাবাকাত- ৮/১০।*

এবং রাসূল (ﷺ)ও তাঁর মত সালাত পড়েন। তারপর রাসূল (ﷺ) ঘরে এসে খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে ওযূ শিখান এবং তাঁকে নিয়ে সালাত পড়ে বাস্তব শিক্ষা দেন।[৮৩]

সন্তান-সন্ততি

ইবনু ইসহাক আরও বলেন, খাদিজাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র ছেলে সন্তান আল কাসিম, আত্ তায়্যিব ও আত্ তাহির জাহেলী যুগেই মারা যান। আর মেয়েদের সকলে ইসলামী যুগ লাভ করেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরে মদীনায় হিজরত করেন।[৮৪]

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, রাসূলের সমস্ত সন্তান খাদীজাহ্র গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন, ইব্রা-হীম ব্যতীত। কেননা তিনি রাসূলের বাঁদী মারিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সর্বসম্মতভাবে রাসূলের সন্তানগণ হচ্ছে কাসিম, যে নামে রাসূল (ﷺ) কুনিয়াত বা উপনাম গ্রহণ করেছিলেন। কাসিম শৈশবে মারা যান। রাসূলের চার জন কন্যা হচ্ছেন যয়নাব, রুকাইয়াহ, উম্মু কুলসুম ও ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)।

খাদিজাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র মর্যাদা ও স্বামী ভক্তির নমুনা

খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) স্বামী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। স্বামীর বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদেরকেও সম্মান করতেন, খোঁজ-খবর নিতেন এবং তাঁদের বিপদ-আপদে পাশে দাঁড়াতেন। ইসলামের প্রচার প্রসারে জান মাল দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করতেন।[৮৫] মক্কার একজন বিত্তশালী মহিলা হওয়া সত্ত্বেও নিজ হাতে স্বামীর সকল কাজ করতেন। সন্তানদের প্রতিপালনসহ গৃহকর্মের যাবতীয় দায়িত্ব নিজে পালন করতেন। স্বামীর আহার, বিশ্রাম ইত্যাদির তদারকী নিজে করতেন।

সহীহুল বুখারী'র ভাষ্যকার ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন হেরা গুহায় ছিলেন তখন খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর জন্য খাবার নিয়ে যেতেন যা ছিল মক্কার বাইতুল্লাহ থেকে ৩ মাইল দূরে এবং উঁচু পাহাড়ে অবস্থিত। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, মারইয়াম বিনতু 'ইমরান ছিলেন সকল নারীর মাঝে শ্রেষ্ঠ। আর খাদীজাহ্ বিনতু খুওয়াইলিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হলেন (বর্তমান উম্মতের) সমগ্র নারী সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।[৮৬]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, জান্নাতী নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম নারী হলেন খাদীজাহ্ বিনতু খুয়াইলিদ ও ফাতিমাহ্ বিনতু মুহাম্মাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)।[৮৭]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, 'একদিন জিব্রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) নবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে খাদীজাহ্ আসছেন পাত্রে করে আপনার জন্য তরকারী, খাদ্যসামগ্রী অথবা পানীয় কিছু নিয়ে। যখন তিনি আপনার নিকটে আসবেন তখন আপনি তাঁর রব ও আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম বলবেন এবং জান্নাতে মণি মুক্তার তৈরি শোর-গোল ও ক্লেশহীন একটি গৃহের সুসংবাদ দান করবেন।'[৮৮]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ঘর-গৃহস্থালীর যাবতীয় দায়িত্ব অন্যের ওপর ছেড়ে না দিয়ে খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নিজেই সম্পন্ন করতেন।

খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র প্রতি রাসূল (ﷺ)-এর ভালোবাসা

একটি বর্ণনায় এসেছে, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আমি খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে যে পরিমাণ ঈর্ষা করতাম, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অন্য কোনো স্ত্রীকে সে পরিমাণ ঈর্ষা করিনি। আমার বিবাহের পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। কারণ আমি তার কথা অধিক স্মরণ করতে শুনতাম। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন খাদীজাহ্কে জান্নাতে মণি মুক্তার তৈরি একটি গৃহের সুসংবাদ দান করার জন্য। বাড়ীতে কোনো ছাগল যবেহ হলেই খাদীজাহ্র বান্ধবীদের রান হাদিয়া দেয়া হতো।'[৮৯] রাসূল (ﷺ)-এর সাথে খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে তিনি (ﷺ) অন্য কোনো মহিলাকে বিবাহ করেননি। অর্থাৎ- রাসূলের সাথে দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র কোনো সতীন ছিল না। রাসূল (ﷺ) খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র মুহাব্বতের বিনিময় দিয়েছেন এবং তাঁর ভালোবাসার যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও রাসূল আজীবন তাকে স্মরণে রেখেছেন। খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীনের কেউ কিছু বললে, রাসূল (ﷺ) তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হতেন।

খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র মৃত্যু ও দাফন

বিশুদ্ধ মতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল নবুওয়াতের দশম বছরে। আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে, খাদীজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সালাত ফারয হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। আর এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর মৃত্যু হয় রমাযান মাসে, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। মক্কার উঁচু ভূমিতে অবস্থিত 'হাজূন' গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৯০]

সূত্র : ১. আসহাবে রাসূলের জীবনকথা- ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বূদ। ২. আর্ রাহিকুল মাখতূম- আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী। ৩. জান্নাতের শাহজাদী নারী।

---

[৮৩] *সীরাতু ইবনু হিশাম- ১/২৪৪; আনসাবুল আশরাফ- ১/১১২।*
[৮৪] *তাবাকাত- ১/১৯১।*
[৮৫] *আর্ রাহীকুল মাখতূম- পৃ. ৯২।*
[৮৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৪৩২ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২৪৩০।*
[৮৭] *ফাতহুল বারী- ৭ম খণ্ড, ১৫৯ পৃ., হা. ৩৮২০।*
[৮৮] *বুখারী- ১৭৯২, ৩৮২০; মুসলিম- ২৪৩২; মিশকাত- ৬১৭৬।*
[৮৯] *সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : আল মানাকিব, অনুচ্ছেদ : ফাযলু খাদীজাহ্, হা. ৩৮১৬; সহীহ মুসলিম- হা. ২৪৩৫।*
[৯০] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা- ২/১১২; তারিখ- আয্ যাহাবী, ১/১৪০।*

ক্বওমে লূত (আলাইহিস সালাম)-এর ওপর মহান আল্লাহর ‘আযাব

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

লূত (আলাইহিস সালাম)-এর জাতির কার্যকলাপ ও তাদের ওপর মহান আল্লাহর ‘আযাব সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র আল কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন,

﴿وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ○ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ○ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ؕ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ﴾

আর আমি লূত (আলাইহিস সালাম)-কে নবুওয়াত দান করে পাঠিয়েছিলাম, যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন তোমরা এমন অশ্লীল ও কুকর্ম করছো, যা তোমদের পূর্বে বিশ্বে আর কেউই করেনি। তোমরা স্ত্রীলোকদের বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে নিজেদের যৌন ইচ্ছা নিবারণ করে নিচ্ছ। প্রকৃতপক্ষে তোমরা হচ্ছো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। কিন্তু তার জাতির লোকদের এটা ছাড়া আর কোনো উত্তরই ছিল না যে, এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, এরা নিজেদেরকে বড় পবিত্র লোক বলে প্রকাশ করছে। পরিশেষে, আমি লূত (আলাইহিস সালাম)-কে এবং তার পরিবারের লোকদেরকে শুধুমাত্র তার স্ত্রী ছাড়া শাস্তি হতে রক্ষা করেছিলাম, তার স্ত্রী ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আমি তাদের ওপর মুষলধারে (পাথরের) বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। সুতরাং অপরাধী লোকদের পরিণাম কি হয়েছিল তা লক্ষ্য করো।[৯১]

লূত (আলাইহিস সালাম) ছিলেন ইবরা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর ভাতিজা। চাচার সাথে তিনিও জন্মভূমি ‘বাবেল’ শহর থেকে হিজরত করে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অদূরে কেনআনে চলে আসেন। আল্লাহ তা‘আলা লূত (আলাইহিস সালাম)-কে নবুওয়াত দান করেন এবং কেনআন থেকে অল্প দূরে জর্ডান ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মধ্যবর্তী ‘সাদুম’ অঞ্চলের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন।

সাদুম ছিল সবুজ শ্যামল এক নগরী। কারণ এখানে পানির পর্যাপ্ত সরবরাহ ছিল। ফলে ভূমি ছিল অত্যন্ত উর্বর এবং শস্যে ভরপুর। এমন প্রাচুর্যময় জীবনযাত্রা বেপরোয়া করে তোলে তাদের। শুধু তাই নয়, পৃথিবীতে তাদের মধ্যেই সর্বপ্রথম সমকামিতার প্রবণতা দেখা দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এই জঘন্য অপকর্ম তারা প্রকাশ্যে করে আনন্দ লাভ করত। সেই বিকৃত রুচি হলো সমকামিতা। পৃথিবীতে তারাই প্রথম সমকামিতার পথকে উন্মুক্ত করে। লূত (আলাইহিস সালাম) তাদের এ পাপকর্ম থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানালেন। মহান আল্লাহর ভয় দেখালেন। কিন্তু তারা লূত (আলাইহিস সালাম)-এর আদেশ অমান্য করেছিল। সেই ঘটনার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ○ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ○ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ○ وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ ؕ

“যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলল, ‘তোমরা কি সাবধান হবে না? ‘আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। ‘সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। ‘আমি এটার জন্য তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার প্রাপ্তি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকেই রয়েছে।[৯২]

অতঃপর লূত (আলাইহিস সালাম) তাদেরকে তাদের বিকৃত রুচি তথা সমকামিতা থেকে বারণ করেন এবং এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে খবর দেন।

﴿وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ۖ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ وَتَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ﴾

[৯১] *সূরা আল আ‘রাফ : ৮০-৮৪।*

[৯২] *সূরা আশ্ শু‘আরা- : ১৬১-১৬৪।*

“স্মরণ করো লূতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা তো এমন অশ্লীল কর্ম করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। ‘তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছ, তোমরাই তো রাহাজানি করে থাক এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্ম করে থাকো।’ উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এ বলল, ‘আমাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন করো যদি তুমি সত্যবাদী হও।’”[৯৩]

ক্বওমে লূত এই বিকৃত রুচির কাজে এতোটাই পাগলপারা ছিল যে, তার এই গর্হিত কাজের কোনো সময় স্থান কাল ব্যক্তি পরিচয় ছিল না। যখন যাকে পেত তার সঙ্গেই এই বিকৃত রুচির কাজ করতো। একদিন লূত (আলায়হিস সালাম)-এর নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশ্‌তা আসলো। তারা সেই ফেরেশ্‌তার সঙ্গেও এই কাজ করার জন্য দৌড়ে আসলো। সেই ঘটনার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ○ قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ○ اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○ اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○ فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ۨالْمُرْسَلُوْنَ ○ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ○ قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ○ وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ﴾

“সে বলল, ‘হে ফেরেশ্‌তাগণ! তোমাদের আর বিশেষ কি কাজ আছে?’ তারা বলল, ‘আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছে– ‘তবে লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়, আমরা অবশ্যই এদের সকলকে রক্ষা করব, ‘কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়; আমরা স্থির করেছি যে, সে অবশ্যই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।’ ফেরেশ্‌তাগণ যখন লূত-পরিবারের নিকট আসলো, তখন লূত বলল, ‘তোমরা তো অপরিচিত লোক।’ তারা বলল, ‘না, তারা যে বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিল আমরা তোমার নিকট তাই নিয়ে এসেছি; ‘আমরা তোমার নিকট সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী।[৯৪]

তারা কোনোভাবেই এ মনোবাসনা থেকে বিরত হচ্ছিল না। এই যখন ছিল তাদের অবস্থা তখন তাদের ওপর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব নেমে আসে। এক শক্তিশালী ভূমিকম্প পুরো নগরটি সম্পূর্ণ উল্টে দেয়। ঘুমন্ত মানুষের ওপর তাদের ঘরবাড়ি আছড়ে পড়ে। পাশাপাশি আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো কঙ্কর নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। ওই মহাপ্রলয়ের হাত থেকে কেউ রেহাই পায়নি। ওই জনপদের ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান। সেই ঘটনার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ○ وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ○ وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ○ قَالَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِيْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ ○ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ ○ قَالُوْٓا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○ قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِيْٓ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ؕ○ لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ○ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ؕ○ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ○ وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ ○ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ﴾

“সুতরাং তুমি রাত্রির কোনো এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড়ো এবং তুমি তাদের পশ্চাদনুসরণ করো এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পিছন দিকে না তাকায়; তোমাদেরকে যেথায় যেতে বলা হচ্ছে তোমরা সেথায় চলে যাও। আমি তাকে এ বিষয়ে ফায়সালা জানিয়ে দিলাম যে, প্রত্যূষে তাদেরকে সমূলে বিনাশ করা হবে। নগরবাসীগণ উল্লোসিত হয়ে উপস্থিত হলো। সে বলল, তারা আমার অতিথি; সুতরাং তোমরা আমাকে বেইজ্জত করো না। ‘তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও আমাকে হেয় করো না।’ তারা বলল, ‘আমরা কি দুনিয়াসুদ্ধ লোককে আশ্রয় দিতে তোমাকে নিষেধ করিনি?’ লূত বলল, ‘একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও তবে আমার এ কন্যাগণ রয়েছে।’ তোমার জীবনের শপথ, তারা তো মত্ততায় বিমূঢ় হয়েছে। অতঃপর সূর্যোদয়ের সময়ে বিকট আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করল; আর আমি জনপদকে উল্টিয়ে ওপর-নীচ করে দিলাম এবং তাদের ওপর প্রস্তর-কংকর বর্ষণ করলাম। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য। সেটা তো লোক চলাচলের পথের-পার্শ্বে এখনও বিদ্যমান। অবশ্যই এতে মু’মিনদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।[৯৫]

[৯৩] *সূরা আল ‘আনকাবূত : ২৮-২৯।*
[৯৪] *সূরা আল হিজর : ৫৭-৬৪।*
[৯৫] *সূরা আল হিজর : ৬৫-৭৭।*

বারবার অবাধ্যতা ও বিকৃত যৌনাচারের কারণে আল্লাহ তা'আলা লূত (আলাইহিস সালাম)-এর জাতির ওপর যে গজব নাজিল করলেন, তাফসীরকারকরা এ ব্যাপারে বলেন, লূত-এর জাতি ধ্বংসের মূল কারণ হলো বিকৃত যৌনাচার। অবাধ্যতা সাধারণত মানুষের মধ্যে থাকতে পারে বা থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এমন আচরণকে নিজেদের নিত্য আচরণ বানিয়ে নেয়া বা নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নেয়া যা মনুষ্য চেতনার সঙ্গে যায় না। পশুর মধ্যে এমন বিকৃত যৌনাচার নেই। এমন কাজ পশু জীবনেও করে না। 'সমকামিতা'র এই কাজটাকে তারা নারী মিলনের চেয়ে বেশি উপভোগ্য মনে করতো। এই কারণেই তারা মহান আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয়েছে।

মুফাস্‌সিরগণ বলেন– এরপর প্রথম জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) তাদের সামনে আসেন এবং তাঁর ডানা দ্বারা হালকা আঘাত করেন। এতেই সকল পাপাচারী অন্ধ হয়ে যায়। এরপর জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম) লূত (আলাইহিস সালাম)-এর নিরাপদে সরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। এরপর ডানা দিয়ে সমগ্র সাদুম নগরীকেই গোড়াসহ তুলে ফেলেন এবার পুরো জনপদকে উল্টো করে সজোরে জমিনে ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়। এবার আল্লাহর পক্ষ থেকে পাথর বর্ষণ করা হয়। আল্লাহ বলেন,

﴿فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ﴾

"অবশেষে আমার (আল্লাহর) আদেশ চলে আসলো, তখন আমি উক্ত জনপদকে ধ্বংস করে দিলাম এবং তাদের ওপর স্তরে স্তরে পাথর বর্ষণ করলাম।"[৯৬]

এ বিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "আমার উম্মত সম্পর্কে যেসব বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা হচ্ছে পুরুষে পুরুষে যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়া।"[৯৭]

ইকরামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : "তোমরা যাদেরকে লূতের সম্প্রদায়ের অনুরূপ আচরণ করতে দেখো, সেই পাপাচারী এবং যার ওপর ঐ কুকর্ম করা হয়েছে উভয়কে হত্যা করো।"[৯৮]

লূত (আলাইহিস সালাম)-এর জাতির ধ্বংসস্থলটি বর্তমানে 'বাহরে মাইয়্যেত' বা 'বাহরে লূত' নামে খ্যাত। এটি ডেড সি বা মৃত সাগর নামেও পরিচিত। ফিলিস্তিন ও জর্দান নদীর মধ্যবর্তী স্থানে বিশাল অঞ্চলজুড়ে নদীর রূপ ধারণ করে আছে এটি। জায়গাটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বেশ নিচু। এর পানিতে তেলজাতীয় পদার্থ বেশি। এতে কোনো মাছ, ব্যাঙ, এমনকি কোনো জলজ প্রাণীও বেঁচে থাকতে পারে না। এ কারণেই একে 'মৃত সাগর' বলা হয়।

সাদুম উপসাগরবেষ্টিত এলাকায় এক ধরনের অপরিচিত উদ্ভিদের বীজ পাওয়া যায়, সেগুলো মাটির স্তরে স্তরে সমাধিস্থ হয়ে আছে। সেখানে শ্যামল উদ্ভিদ পাওয়া যায়, যার ফল কাটলে তার মধ্যে পাওয়া যায় ধুলাবালি ও ছাই। এখানকার মাটিতে প্রচুর গন্ধক পাওয়া যায়। এই গন্ধক উল্কাপতনের অকাট্য প্রমাণ। এ শাস্তি এসেছিল ভয়ানক ভূমিকম্প ও অগ্নি উদগীরণকারী বিস্ফোরণ আকারে। ভূমিকম্প সে জনপদকে ওলটপালট করে দিয়েছিল। অগ্নি উদিগরণকারী পদার্থ বিস্ফোরিত হয়ে তাদের ওপর প্রস্তর বর্ষণ করেছিল।

বাইবেল ও গ্রিক ইতালির প্রাচীন গ্রন্থাবলি থেকে জানা যায়, এ অঞ্চলের স্থানে স্থানে পেট্রলসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের কূপ ছিল। কোনো কোনো স্থানে জমিন থেকে দাহ্য গ্যাসও বের হতো। এখনো সেখানে ভূগর্ভে পেট্রল ও গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে অনুমান করা হয়েছে যে, ভূমিকম্পের প্রবল আলোড়নের সঙ্গে পেট্রল ও গ্যাস জমিন থেকে বিস্ফোরিত হয়। সে বিস্ফোরণে গোটা অঞ্চল উড়ে যায়।

১৯৬৫ সালে ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধানকারী একটি আমেরিকান দল ডেড সির পার্শ্ববর্তী এলাকায় এক বিরাট কবরস্থান দেখতে পায়, যার মধ্যে ২০ হাজারেরও বেশি কবর আছে। এটা থেকে অনুমান করা হয়, কাছেই কোনো বড় শহর ছিল। কিন্তু আশপাশে এমন কোনো শহরের ধ্বংসাবশেষ নেই, যার সন্নিকটে এত বড় কবরস্থান হতে পারে। তাই সন্দেহ প্রবল হয়, এটি যে শহরের কবরস্থান ছিল, তা সাগরে নিমজ্জিত হয়েছে। সাগরের দক্ষিণে যে অঞ্চল রয়েছে, তার চারদিকেও ধ্বংসলীলা দেখা যায়। জমিনের মধ্যে গন্ধক, আলকাতরা, প্রাকৃতিক গ্যাস এত বেশি মজুত দেখা যায় যে, এটি দেখলে মনে হয়, কোনো এক সময় বিদ্যুৎ পতনে বা ভূমিকম্পে গলিত পদার্থ বিস্ফোরণে এখানে এক 'জাহান্নাম' তৈরি হয়েছিল।[৯৯] ❑

---

[৯৬] *সূরা হূদ : ৮২।*

[৯৭] *সুনান ইবনু মাজাহ্; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৩৪২১।*

[৯৮] *সুনান ইবনু মাজাহ্- সনদ হাসান; মিশকাত- হা. ৩৫৭৫।*

[৯৯] *সিরাতে সরওয়ারে আলম- দ্বিতীয় খণ্ড।*

বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

সফর মাস কি অশুভ এবং আখেরি চাহার শোম্বা কী?

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশর : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : আমাদের সমাজে ‘আখেরি চাহার শোম্বা’ নামে একটি দিবস ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালিত হয়ে আসছে। দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ একদল অনুকরণপ্রিয় মুসলিম এ দিবসকে ইসলামী দিবস মনে করে বিভিন্ন ‘আমলও করে থাকে। আরো দুঃখজনক হলো– এমন একটি ভিত্তিহীন দিবসকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশের অনেক জাতীয় দৈনিকেও এ সম্পর্কিত বিভিন্ন লেখা ছাপা হয় এবং মানুষকে এ দিবসের পবিত্রতা সম্পর্কে জানানো হয়। অথচ শরিয়তের মানদণ্ডে এ দিবসের কোনো ভিত্তি নেই। অতএব এ দিবস কেন্দ্রিক ‘আমলের কোন প্রশ্নই আসে না। মূলতঃ এ দিবস ও দিবসসংক্রান্ত ‘আমলগুলো ‘মুকসুদুল মু’মিনীন’ কিংবা এ-জাতীয় কিছু বই-পুস্তকে পাওয়া যায়। যা নির্ভরযোগ্যতার মানদণ্ডে আদৌ টিকে না।

‘আখেরি চাহার শোম্বা’ কী?

‘আখেরী চাহার শোম্বা’ আরবী ও ফার্সি শব্দযুগলে গঠিত। প্রথম অংশ ‘আখেরী’ শব্দটি আরবী যার অর্থ ‘শেষ’ এবং দ্বিতীয় অংশ ‘চাহার শোম্বা’ ফার্সি যার অর্থ ‘চতুর্থ বুধবার’। ভিত্তিহীন বিভিন্ন কিতাবের বর্ণনা অনুসারে এ দিবস পালনের প্রেক্ষাপট হলো–

নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-কে এক ইয়াহূদী যাদু করেছিল। ফলে তিনি (ﷺ) অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এ যাদুর প্রভাবে তিনি মাসজিদেও যেতে পারেননি। কথিত আছে যে, সফর মাসের শেষ বুধবার নবী (ﷺ) গোসল করেন এবং সুস্থ হয়ে মাসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করেন। এ গোসলই তাঁর জীবনের শেষ গোসল। নবী (ﷺ)-এর সুস্থতার পরিপ্রেক্ষিতে সাহাবায়ে কিরাম খুশি হয়ে এ দিন রোযা রেখেছিলেন এবং নফল সালাত আদায় করেছিলেন। কাজেই উম্মতের জন্যও এ দিন গোসল করে রোযা রেখে নফল সালাত আদায় করে আনন্দ প্রকাশ করা আবশ্যক!!

এরূপ ভ্রান্ত ‘আক্বীদাহ্ ও বিশ্বাস ধারণ করে আমাদের সমাজের কতিপয় মুসলিম অজ্ঞতাবশত হিজরি সফর মাসের শেষ বুধবারকে ‘আখেরী চাহার শোম্বা’ হিসেবে পালন করেন। এছাড়াও সফর মাসকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে আরো কিছু কুসংস্কারের প্রচলন আছে, যা ‘হাদীসের নামে জালিয়াতি’ গ্রন্থ অবলম্বনে প্রদত্ত হলো–

অশুভ সফর মাস ও এ মাসের বালা-মুসিবত

প্রথমতঃ এটা জানা আবশ্যক যে, কোনো স্থান, সময়, বস্তু বা কর্মকে অশুভ, অযাত্রা বা অমঙ্গলময় বলে মনে করা ইসলামী ‘আক্বীদাহ্-বিশ্বাসের ঘোর পরিপন্থী একটি কুসংস্কার। এখানে লক্ষণীয় যে, আরববাসীরা জাহেলী যুগ থেকে ‘সফর’ মাসকে অশুভ ও বিপদাপদের মাস বলে বিশ্বাস করত। রাসূল (ﷺ) তাদের এ কুসংস্কারের প্রতিবাদ করে বলেন :

لَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ.

“...কোনো অশুভ-অযাত্রা নেই, কোনো ভূত-প্রেত বা অতৃপ্ত আত্মা নেই এবং সফর মাসের অশুভত্বের কোনো অস্তিত্ব নেই...।”[১০০]

অথচ এর পরেও মুসলিম সমাজে অনেকের মধ্যে পূর্ববর্তী যুগের এ সকল কুসংস্কার থেকে গেছে। এ সকল কুসংস্কারকে উস্কে দেয়ার জন্য অনেক বানোয়াট কথা হাদীসের নামে বানিয়ে সমাজে প্রচার করেছে মিথ্যুকরা। এ সকল জাল ও বানোয়াট কথার মধ্যে রয়েছে– এ (সফর) মাস বালা-মুসিবতের মাস। এ মাসে এত লক্ষ এত হাজার... বালা নাযিল হয়। এ মাসেই আদম (আলাইহিস সালাম) ফল খেয়েছিলেন। এ মাসেই হাবীল নিহত হন। এ মাসেই নূহের ক্বওম ধ্বংস হয়। এ মাসেই ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-কে আগুনে ফেলা হয়। ...এ মাসের আগমনে রাসূল (ﷺ) ব্যথিত হতেন। এ মাস চলে গেলে তিনি (ﷺ) খুশি হতেন– তিনি বলতেন :

مَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوْجِ صَفَرٍ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ (يَدْخُوْلِ الْجَنَّةِ).

“যে ব্যক্তি আমাকে সফর মাস অতিক্রান্ত হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ প্রদান করব”[১০১] ইত্যাদি অনেক কথা এই মিথ্যুকরা বানিয়েছে। আর অনেক সরলপ্রাণ মুসলিম তাদের এ সকল জালিয়াতপূর্ণ কথাকে বিশ্বাস করে নিয়েছেন। মুহাদ্দিসগণ একমত যে, সফর মাসের অশুভত্ব ও বালা-মুসিবত বিষয়ক সকল কথাই জাল, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা।

---

[১০০] *বুখারী- ৫/২১৫৮, হা. ২১৬১; মুসলিম- হা. ৪/১৭৪২-১৭৪৫।*

[১০১] *আল-মাউদূ‘আত- সাগানী, পৃ. ৬১; আল আসরার- মোল্লা ক্বারী, পৃ. ২২৫; তাযকিরা- তাহির পাটনী, পৃ. ১১৬; কাশফুল খাফা- আজলূনী, ২/৩০৯; আল ফাওয়াইদ- শাওকানী, ২/৫৩৯; রাহাতুল মুহিববীন- নিযামুদ্দীন আউলিয়া, পৃ. ১০১; রাহাতুল কুলুব- পৃ. ১৩৮।*

সফর মাসের প্রথম রাতের সালাত

উপর্যুক্ত মিথ্যা কথাগুলোর ভিত্তিতেই এ মাসে ভিত্তিহীন 'সালাতের' উদ্ভাবন করা হয়েছে। বলা হয়েছে– কেউ যদি সফর মাসের প্রথম রাতে মাগরিবের পরে... বা 'ইশার পরে.. চার রাকআত সালাত আদায় করে, অমুক অমুক সূরা বা আয়াত এতবার পাঠ করে... তবে সে বিপদ থেকে রক্ষা পাবে, এত পুরস্কার পাবে... ইত্যাদি। এগুলো সবই ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা, যদিও অনেক সরলপ্রাণ 'আলেম ও বুযুর্গ এগুলো বিশ্বাস করেছেন বা তাদের বইয়ে বা ওয়াযে উল্লেখ করেছেন।[১০২]

সফর মাসের শেষ বুধবার

বিভিন্ন জাল হাদীসে বলা হয়েছে, বুধবার অশুভ এবং যে কোনো মাসের শেষ বুধবার সবচেয়ে অশুভ দিন। আর সফর মাস যেহেতু অশুভ, সেহেতু সফর মাসের শেষ বুধবার বছরের সবচেয়ে বেশি অশুভ দিন এবং এ দিনে সবচেয়ে বেশি বালা-মুসিবত নাযিল হয়। এ সব ভিত্তিহীন কথাবার্তা অনেক সরলপ্রাণ দ্বীনদার মানুষ বিশ্বাস করে নিয়েছেন। যেমন- "সফর মাসে একলাখ বিশ হাজার 'বালা' নাযিল হয় এবং সবদিনের চেয়ে 'আখেরী চাহার শোম্বা'তে (সফর মাসের শেষ বুধবার) নাযিল হয় সবচেয়ে বেশি। সুতরাং ঐ দিনে যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত নিয়মে চার রাকআত নামায আদায় করবে আল্লাহ তাকে ঐ বালা থেকে রক্ষা করবেন এবং পরবর্তী বছর পর্যন্ত তাকে হিফাযতে রাখবেন...।"[১০৩]

এগুলো সবই জাল ও ভিত্তিহীন কথা। তবে আমাদের দেশে 'আখেরী চাহার শোম্বা'র প্রসিদ্ধি এ কারণে নয়, অন্য কারণে। প্রসিদ্ধ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সফর মাসের শেষ দিকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি সফর মাসের শেষ বুধবারে কিছুটা সুস্থ হন এবং গোসল করেন। এরপর তিনি পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এ অসুস্থতাতেই তিনি পরের মাসে ইন্তিকাল করেন। এজন্য মুসলিমগণ এ দিনে তাঁর সর্বশেষ সুস্থতা ও গোসলের স্মৃতি উদযাপন করেন।

এ বিষয়ক প্রচলিত কাহিনির সার-সংক্ষেপ প্রচলিত একটি পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করছি– "নবী করীম (ﷺ) দুনিয়া হতে বিদায় নিবার পূর্ববর্তী সফর মাসের শেষ সপ্তাহে ভীষণভাবে রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। অতঃপর তিনি এই মাসের শেষ বুধবার দিন সুস্থ হয়ে গোসল করতঃ কিছু খানা খেয়ে মসজিদে নববীতে হাযির হয়ে নামাযের ইমামতী করেছিলেন। এতে উপস্থিত সাহাবীগণ অত্যধিক আনন্দিত হয়েছিলেন। আর খুশীর কারণে অনেকে অনেক দান-খয়রাত করেছিলেন। বর্ণিত আছে, আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খুশীতে ৭ সহস্র দীনার এবং 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৫ সহস্র দীনার, 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ১০ সহস্র দীনার, 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৩ সহস্র দীনার এবং 'আব্দুর রহমান ইবনু আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ১০০ উট ও ১০০ ঘোড়া মহান আল্লাহর ওয়াস্তে দান করেছিলেন। তৎপর হতে মুসলমানগণ সাহাবীগণের নীতি অনুকরণ ও অনুসরণ করে আসছেন। নবী করীম (ﷺ)-এর এই দিনের গোসলই জীবনের শেষ গোসল ছিল। এরপর আর তিনি জীবিতকালে গোসল করেননি। তাই সকল মুসলমানের জন্য এই দিবসে ওযূ-গোসলকরতঃ 'ইবাদত বান্দেগী করা উচিত এবং নবী করীম (ﷺ)-এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতঃ সাওয়াব রেসানী করা কর্তব্য...।"[১০৪]

উপরের এ কাহিনিটিই কমবেশি সমাজে প্রচলিত ও বিভিন্ন গ্রন্থে লেখা রয়েছে। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেও কোনো সহীহ বা য'ঈফ হাদীসে এ ঘটনার কোনো প্রকারের উল্লেখ/বর্ণনা পাইনি। হাদীস তো দূরের কথা কোনো ইতিহাস বা জীবনী গ্রন্থেও আমি এ ঘটনার কোনো উল্লেখ পাইনি। ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়া অন্য কোনো মুসলিম সমাজে 'সফর মাসের শেষ বুধবার' পালনের রেওয়াজ বা এ কাহিনি প্রচলিত আছে বলেও আমার জানা নেই।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সর্বশেষ অসুস্থতা

রাসূল (ﷺ) সফর বা রবিউল আউয়াল মাসের কত তারিখ থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কত তারিখে ইন্তিকাল করেন সে বিষয়ে হাদীস গ্রন্থে কোনোরূপ উল্লেখ বা ইঙ্গিত নেই। অগণিত হাদীসে তাঁর অসুস্থতা, অসুস্থতাকালীন অবস্থা, কর্ম, উপদেশ, তাঁর ইন্তিকাল ইত্যাদি ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোনোভাবে কোনো দিন-তারিখ বলা হয়নি।

দ্বিতীয় হিজরি শতক থেকে 'আলেমগণ রাসূল (ﷺ)-এর জীবনের ঘটনাবলী ঐতিহাসিক দিন-তারিখ সহকারে সাজাতে চেষ্টা করেন। তাঁর অসুস্থতার শুরু সম্পর্কে অনেক মত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় হিজরি শতকের প্রখ্যাত তাবিয়ী ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক (১৫১ হি/৭৬৮ খৃ.) বলেন :

أُبْتُدِئَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) بِشَكْوَاهُ الَّذِيْ قَبَضَهُ اللهُ فِيْهِ... فِيْ لَيَالٍ بَقِيْنَ مِنْ صَفَرٍ، أَوْ فِيْ أَوَّلِ شَهْرِ رَبِيْعٍ الْأَوَّلِ.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে অসুস্থতায় ইন্তিকাল করেন, সে অসুস্থতার শুরু হয়েছিল সফর মাসের শেষে কয়েক রাত থাকতে, অথবা রবিউল আউয়াল মাসের শুরু থেকে।"[১০৫]

---

[১০২] *রাহাতুল কুলুব- খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া, পৃ. ১৩৮-১৩৯; বার চান্দের ফযীলত- মুফতী হাবীব মাদানী, পৃ. ১৪।*

[১০৩] *রাহাতিল কুলুব- খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া, পৃ. ১৩৯।*

[১০৪] *বার চান্দের ফযীলত- মুফতী হাবীব মাদানী, পৃ. ১৫।*

[১০৫] *আস্ সীরাহ আন্ নববিয়্যাহ- ইবনু হিশাম, ৪/২৮৯।*

কি বার থেকে তাঁর অসুস্থতার শুরু হয়েছিল, সে বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন শনিবার, কেউ বলেছেন বুধবার এবং কেউ বলেছেন সোমবার তার অসুস্থতা শুরু হয়।[১০৬] কয়দিনের অসুস্থতার পরে তিনি ইন্তিকাল করেন, সে বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, ১০ দিন, কেউ বলেছেন, ১২ দিন, কেউ বলেছেন ১৩ দিন, কেউ বলেছেন, ১৪ দিন অসুস্থ থাকার পরে রাসূল (ﷺ) ইন্তিকাল করেন।[১০৭]

পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাব যে, তিনি কোন তারিখে ইন্তিকাল করেছিলেন, সে বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন ১ রবিউল আউয়াল, কেউ বলেছেন ১২ রবিউল আউয়াল তিনি ইন্তিকাল করেছেন ইত্যাদি।

সর্বাবস্থায়, কেউ কোনোভাবে বলছেন না যে, অসুস্থতা শুরু হওয়ার পরে মাঝে কোন দিন তিনি সুস্থ হয়েছিলেন। অসুস্থ অবস্থাতেই ইন্তিকালের কয়েকদিন আগে তিনি গোসল করেছিলেন বলেও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী সংকলিত হাদীসে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন :

إِنَّ رَسُولَ اللهِ (ﷺ) لَمَّا دَخَلَ بَيْتِيْ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ هَرِيْقُوْا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ... لَعَلِّيْ أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ (لَعَلِّيْ أَسْتَرِيْحُ فَأَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ)... ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ، فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ.

"রাসূল (ﷺ) যখন আমার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার উপরে ৭ মশক পানি ঢাল...; যেন আমি আরাম বোধ করে লোকদের নির্দেশনা দিতে পারি। তখন আমরা এভাবে তাঁর দেহে পানি ঢাললাম...। এরপর তিনি মানুষদের কাছে বেরিয়ে যেয়ে তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে খুতবাহ্ প্রদান বা ওয়ায করলেন।"[১০৮]

এখানে সুস্পষ্ট যে, রাসূল (ﷺ) তাঁর অসুস্থতার মধ্যেই অসুস্থতা ও জ্বরের প্রকোপ কমানোর জন্য এভাবে গোসল করেন, যেন কিছুটা আরাম বোধ করেন এবং মাসজিদে গিয়ে সবাইকে প্রয়োজনীয় নসীহত করতে পারেন।

এ গোসল করার ঘটনাটি কত তারিখে বা কী বারে ঘটেছিল তা হাদীসের কোনো বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তবে আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অন্যান্য হাদীসের সাথে এ হাদীসের সমন্বয় করে উল্লেখ করেছেন যে, এ গোসলের ঘটনাটি ঘটেছিল ইন্তিকালের আগের বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ- ইন্তিকালের ৫ দিন আগে।[১০৯] অর্থাৎ- ১২ রবিউল আউয়াল ইন্তিকাল হলে তা ঘটেছিল ৮ রবিউল আউয়ালে।

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, সফর মাসের শেষ বুধবারে রাসূল (ﷺ)-এর সুস্থ হওয়া, গোসল করা এবং এজন্য সাহাবীগণের আনন্দিত হওয়া ও দান-সাদাক্বাহ্ করার এ সকল কাহিনির কোনোরূপ ভিত্তি নেই; বরং সর্বৈব মিথ্যা। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

যেহেতু মূল ঘটনাটিই প্রমাণিত নয়, সেহেতু সে ঘটনা উদযাপন করা বা পালন করার প্রশ্নই ওঠে না। এরপরেও আমাদের বুঝতে হবে যে, কোনো আনন্দের বা দুঃখের ঘটনায় আনন্দিত বা দুঃখিত হওয়া এক কথা, আর প্রতি বছর সে দিনে আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশ করা বা 'আনন্দ দিবস' বা 'শোক দিবস' উদযাপন করা সম্পূর্ণ অন্য কথা। উভয়ের মধ্যে আসমান-যমীনের পার্থক্য।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবনে অনেক আনন্দের দিন বা মুহূর্ত এসেছে, যখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন, শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে সাজদাহ্ করেছেন। কোনো কোনো ঘটনায় তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণও আনন্দিত হয়েছেন ও বিভিন্নভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু পরের বছর বা পরবর্তী কোনো সময়ে সে দিন বা মুহূর্তকে তারা বাৎসরিক 'আনন্দ দিবস' হিসেবে উদযাপন করেননি। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশ বা সাহাবীদের কর্ম ছাড়া এরূপ দিন বা মুহূর্ত পালন বা এগুলোতে বিশেষ 'ইবাদত করা কিংবা বিশেষ সাওয়াবের কারণ বলে মনে করার কোনো সুযোগ নেই।

আখেরি চাহার শোম্বার নামায

উপরের আলোচনা থেকে আমার জানতে পেরেছি যে, সফর মাসের শেষ বুধবারের কোনো প্রকার বিশেষত্ব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। এ দিনে কোনোরূপ 'ইবাদত, সালাত, সিয়াম, যিক্র, দু'আ, দান-সাদাক্বাহ্ ইত্যাদি পালন করলে অন্য কোনো দিনের চেয়ে বেশি বা বিশেষ কোনো সাওয়াব বা বরকত লাভ করা যাবে বলে ধারণা করা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা। এজন্য আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী লিখেছেন যে, সফর মাসের শেষ বুধবারে যে বিশেষ নফল সালাত বিশেষ কিছু সূরা, আয়াত ও দু'আ পাঠের মাধ্যমে আদায় করা হয়, তা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।[১১০] ❑

---

[১০৬] *আল মাওয়াহিব আল লাদুন্নিয়া- কাসতালানী, আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ, ৩/৩৭৩; শারহুল মাওয়াহিব- যারকানী, ১২/৮৩।*

[১০৭] *আল মাওয়াহিব আল লাদুন্নিয়া- কাসতালানী, আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ, ৩/৩৭৩; শারহুল মাওয়াহিব- যারকানী, ১২/৮৩।*

[১০৮] *আস্ সহীহ- ১/৮৩, ৪/১৬১৪, ৫/২১৬০; আল মুস্তাদরাক- হাকিম, ১/২৪৩; আস্ সহীহ- ইবনু হিব্বান, ১৪/৫৬৬।*

[১০৯] *ফাতহুল বারী- ইবনু হাজার, ৮/১৪২।*

[১১০] *আল আসার- আব্দুল হাই লাখনবী, পৃ. ১১১।*

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

নতুন বাংলাদেশ : আমাদের প্রত্যাশা

–মো. আরিফুর রহমান*

লিখছি নতুন এক বাংলাদেশে বসে যে দেশটি কয়দিন পূর্বে স্বৈরশাসন মুক্ত হলো। মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামীলীগের অবদান ছিল সেটা যেমন সত্য তারা যখনই ক্ষমতায় এসেছে তখনই একটা স্বেচ্ছাচারিতা দেখিয়েছে এটাও সত্য। বিশেষকরে বিগত ১৬ বছর ধরে একটানা ক্ষমতায় থাকার কারণে দলটি চরমভাবে গণতন্ত্রহীনতার পথে হেঁটেছে। বিরোধী দল ও ভিন্নমতকে যাচ্ছেতাই ভাবে দমন করেছে। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা নষ্ট করেছে। সমস্ত প্রশাসনকে অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে দলীয়করণ ও তোষামোদি বানিয়ে ফেলেছিল এই দলটি। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, নিয়োগ বাণিজ্য, সরকারি চাকরিতে কোটাপ্রথা, গ্রেফতার বাণিজ্য, বৈদেশিক ঋণের মাত্রা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত উন্নয়ন ও তার জের ধরে লুটপাটের মাত্রা অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিল। বিগত কয়েক বছর ধরে এ সমস্ত কারণে জনমতে তীব্র অসন্তোষ বিরাজ করছিল। তাছাড়া কয়েক বছর ধরে সরকারি চাকরিতে কোটাপ্রথা সংস্কারের দাবিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করে আসছিলেন। বিভিন্নভাবে সরকার এটিকে 'বিরোধী দলের আন্দোলন' বলে এতদিন তা দমন করে আসছিল। কিন্তু এ বছরের জুলাইয়ের মাঝামাঝি এই আন্দোলন ব্যাপক রূপ ধারণ করে। সরকারের বিভিন্ন বাহিনী চলমান কোটা সংস্কার আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের দাবিদাওয়ায় গুরুত্ব না দিয়ে দমনপীড়নের নীতি গ্রহণ করে। আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে তৎকালীন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনায় বসতে চান। এর পূর্বে শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। শিক্ষার্থীরা তখন সরকার প্রধানের সাথে বসার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে সরকার পতনের একদফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এই একদফা আন্দোলনে ক্রমান্বয়ে যুক্ত হয় সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা ও গণমানুষ। তীব্র আন্দোলনের মুখে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় তার বোনসহ ভারতে পালিয়ে যান। পালিয়ে যাবার আগে ও পদত্যাগের পূর্বেও তিনি শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে কঠিনভাবে দমন করতে চেয়েছিলেন বলে সংবাদ মাধ্যমে খবর প্রকাশ হয়েছে। এইভাবে স্বৈরাচার শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়।

সরকারি চাকরিতে প্রচলিত কোটাপ্রথা বাতিল করে সাম্য প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যাযজ্ঞে যারা ইন্ধন যুগিয়েছে, যারা পক্ষ নিয়েছে ও সহযোগিতা করছে এরা নিঃসন্দেহে দেশদ্রোহী। ন্যায় প্রতিষ্ঠায় জীবন দিয়ে গেলেন রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সাইদ। কী নির্মমভাবে সামনাসামনি গুলি করে কোটি কোটি যুবকের কণ্ঠ রোধ করতে চেয়েছে সদ্য বিলুপ্ত শাসকগোষ্ঠী, কল্পনা করুন! শাসকের বন্দুকের সামনে, ভয়ংকর সব অস্ত্রের সামনে বৈষম্যের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে মৃত্যু জেনেও যে যুবকরা বুক পেতে দিয়েছে তাদেরকেও 'রাজাকার' তকমা দেওয়া হয়েছিল। অথচ এরাই জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। আবু সাইদ হাজার বছর বিশ্বের দরবারে সাম্য প্রতিষ্ঠায় যারা কাজ করবে তাদের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। তাকে গুলি করে হত্যার সেই দৃশ্য আমি দেখতে পারছি না। বুকটা ফেটে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি শত শত যুবককে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করা হয়েছে যার ভিডিও আমাদের হাতে এসেছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র ঘৃণা জানাচ্ছি। দেশের মিডিয়াগুলো যদি তোষামোদি না হতো, আজ দেশের এই অবস্থা সৃষ্টি হতো না। গণতন্ত্র গুম হতো না। দেশজুড়ে আমার আন্দোলনরত ভাই-বোনদের এমন নির্বিচারে পাখির মতো গুলি করা হতো না। আমাদের রিজার্ভ কমে আসতো না। আমাদের নড়বড়ে বিদেশনীতি থাকতো না। সীমান্তে আমাদেরকে বার বার একই কায়দায় লাশ হতে হতো না। এই কোটা বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়তে হতো না। মিডিয়ার কর্মীরা প্রশ্ন করতে গিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে বলে আজ জবাবদিহি হারিয়ে গেছে। রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী চরিত্রের পেছনে আমাদের দেশের

* *প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর, জুরিখ ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম, উত্তরণ।*

নতজানু মিডিয়ার দায় অনেক। এই পরিস্থিতির দায় আমাদের সুশীল সমাজের। আমাদের বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী বুদ্ধিজীবীদের যারা শুধু একজনেরই সুদৃষ্টি পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। এ দায় আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোরও। এ দায় আমাদের তরুণদের একটা অংশেরও। এ দায় ব্যবসায়ীদেরও যারা শুধু তাদের নিজেদের স্বার্থের কথাই ভাবে। আমাদের দায় আমরা কী করে এড়িয়ে যাই! এই ভয়ানক পরিস্থিতিতে মূল ধারার মিডিয়া যখন সত্য প্রকাশে পিছু হাঁটলো তখন সামাজিক মিডিয়ায় বৈষম্যের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছিল! যে রাষ্ট্র ন্যায়ের কথা বললেই তেড়ে আসে সে রাষ্ট্র কীভাবে এগিয়ে যাবে? সাম্যের কথা বললেই 'রাজাকার' তকমা দেয় সে রাষ্ট্র ব্যর্থ। যে রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা লেজুড়বিত্তিক চিন্তা-ভাবনা করেন সে রাষ্ট্র আমাদের না। যে রাষ্ট্র জ্ঞানপাপী ও ধান্দাবাজ বুদ্ধিজীবীতে কিলবিল করে সে রাষ্ট্র আমাদের না।

এই আন্দোলনে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাইদের মতো যারা বীরোচিত ভূমিকা রেখেছেন ও শহিদ হয়েছেন, শেখ হাসিনা সরকারের বিভিন্ন বাহিনীর গুলি খেয়েছেন তাদেরকে নতুন বাংলাদেশে বীরের মর্যাদা দেওয়ার দাবি উঠেছে। রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাইদ ছাত্র-জনতার এই গণঅভ্যুত্থানের আইকন। সে হয়ে উঠেছিল মডেল। তাকে অনুকরণ করে স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী ছাত্র-জনতা স্বৈরশাসকের পেটোয়া বাহিনীর সামনে যেভাবে বুক পেতে দিচ্ছিল তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। এ কেমন অসাধারণ বাংলাদেশ দেখলাম আমরা!

যেসব অনলাইন কর্মী দেশ ও দেশের বাইরে থেকে এই গণঅভ্যুত্থানে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তাদেরকেও মূল্যায়ন করতে হবে। যে সমস্ত পুলিশ অফিসার নিজেকে অতি উৎসাহ দেখিয়ে ছাত্র-জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে তাদের বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে অতিদ্রুত। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিগত সরকার পানির দরে বিক্রি করেছে। স্বৈরশাসনের হাতিয়ার হিসাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে পুঁজি করে জাতির সাথে ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বেঈমানি করেছে। নতুন বাংলাদেশ হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পানির দরে ব্যবহারের ঊর্ধ্বে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যে সমস্ত মেরুদণ্ডহীন দলকানা ভিসি ও প্রক্টর আছে তাদেরকে পদচ্যুত করতে হবে। আগামী রাজনীতিতে শিবির, জামায়াত, বিএনপি ও ইসলামপন্থীসহ বিভিন্ন দলের বিরুদ্ধে কোনো ঘৃণা ছড়ানো যাবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে যারা দেশকে ভালোবাসে, দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত তারা এ দেশে রাজনীতি করার অধিকার রাখে।

সংবিধান সংশোধন করতে দেশ বরেণ্য সকল ইসলামপন্থী দল বা আলেমদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে। যে সমস্ত সরকারি কর্মকর্তা দলকানা হয়ে গিয়ে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছে তাদেরকে অবশ্যই বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। মাঝারি পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তা ও সরকারি কর্মকর্তা যারা চাকরি টিকিয়ে রাখতে স্বৈরশাসকের অধীনস্থ হয়েছিল এবং তাদের দ্বারা যদি জনগণের ও রাষ্ট্রের ক্ষতি প্রমাণিত হয় তাদেরকে ডিমোশন দিয়ে চাকরিতে রাখা যেতে পারে।

ছবি ও মূর্তির সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। কোনো অফিসে কর্মকর্তা বা পিওনের মাথার উপরে কারোর ছবি টানানো থাকবে না। ছবি মানুষকে সম্মান দিতে পারে না। আমরা কিন্তু দেখেছি, ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে ছবি, মূর্তি ভেঙে একাকার করে দিয়েছে ছাত্র-জনতা!

বিগত সরকারের আমলে যে সমস্ত নেতাকর্মী অবৈধভাবে টাকা পয়সা জমিয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে চাঁদাবাজি করেছে তাদের সম্পদ ও ব্যাংক ব্যালেন্স এর মালিকানা রাষ্ট্রের কাছে থাকবে। এই গণঅভ্যুত্থানে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে রাষ্ট্র সে ঘাটতি পূরণ করবে ঐ সম্পদ দিয়ে। স্বাধীনতাকে পানির দরে যেন বেচতে না পারে সে ব্যবস্থা নিতে হবে এই রাষ্ট্রকে। পুলিশসহ অন্যান্য বাহিনীকে যেন কোনো দল সরকার গঠনের পর নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার না করতে পারে তার নিশ্চয়তা দিতে হবে। প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করতে হবে, পুলিশ আইন সংশোধন করতে হবে।

২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে যে সমস্ত শিক্ষক স্বৈরশাসকের বন্দুকের সামনেও শিক্ষার্থীদের সাথে আন্দোলন করেছে তাদেরকেও বীরের মর্যাদা দিতে হবে। যে সমস্ত মিডিয়া স্বৈরশাসনকে দীর্ঘায়িত করতে তোষামোদির মাধ্যমে ও সত্য সংবাদ লুকিয়ে নেতিবাচক ভূমিকা রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের মনে

রাখতে হবে, বিগত শেখ হাসিনা সরকারে স্বৈরাচার মূলত তোষামোদি মিডিয়ার কারণে দীর্ঘায়িত হয়েছিল।

যারা এখনো রাজবন্দি রয়েছেন অচিরেই তাদেরকে মুক্তি দিতে হবে। কোটা আন্দোলন ও এই ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে আটকদের দ্রুত মুক্তি দিতে হবে। যদিও এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ফ্যাসিস্ট সরকারের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ও যাদের দ্বারা রাষ্ট্রের ক্ষতি হয়েছে তাদের সকলকে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। জনবান্ধব রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে আমাদের সকলকে যেখানে বেনজির, মতিউর, হারুণের মতো কুলাঙ্গার তৈরি হবে না রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায়। নতুন সংবিধানে তরুণদের ভাবনার প্রতিফলন থাকবে। আমাদের আন্তর্জাতিক নীতি হবে ভারসাম্যপূর্ণ। গোলামি আর মনিবের নয়। নতুন যারা আসবেন তারা সত্যিকারের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন। মেধার ভিত্তিতে পদায়ন হতে হবে চাকরিতে-এই দাবি। পরবর্তী এ দেশের শাসকগণ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তারা বিগত স্বৈরাচার ও তাদের নির্মম পতন থেকে শিক্ষা নিবেন-এই আশা করি।

স্বৈরাচার সরকারের পতনের পর আমরা প্রচণ্ড উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যানারে বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন করছে। এ বিষয়ে আমার ভাবনা আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চাই। আমার বাড়ি গ্রামে। অনেক আগে থেকেই আমাদের পাড়ার চারপাশেই হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের বসবাস। আমাদের পাড়ার নাম 'চেয়ারম্যান পাড়া'। আমাদের পূর্বে হিন্দুদের 'বেনে পাড়া', দক্ষিণ-পশ্চিমে 'বেনে পাড়া' যাকে আমরা বলতাম 'ফুটো বেনে পাড়া', উত্তরে 'ব্রাহ্মণ পাড়া' যেটা স্থানীয়ভাবে বলে 'ভাইয়ে পাড়া', আবার উত্তর-পূর্ব কোণে 'চৌধুরী পাড়া' ও 'আড্য পাড়া'। আমরা দীর্ঘকাল ধরে আন্তরিকতার সাথে বসবাস করে আসছি। কখনো সাম্প্রদায়িক কোন্দল হয়নি আমাদের মাঝে। ওরা পুজো করে, আমরা পাশের মসজিদেই নামায পড়ি। পুজোর সময় ওরা আমাদের নিকট থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সূচি নিয়ে সেই অনুযায়ী মন্দিরের মাইক বন্ধ রাখে। আমাদের ধর্মীয় সভায় তারা সহনশীল। হাটবাজারে তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয়, ভাব বিনিময় হয়। তাদের সাথে আমাদের কোনো সাম্প্রদায়িক সমস্যা নেই।

আমার কেন যেন মনে হয় হিন্দুদের মাঝে আওয়ামী লীগ বাদে কোনো সরকার ক্ষমতায় আসলেই কেমন একটা ভীতি কাজ করে। এতে ফায়দা লুটে সুযোগ সন্ধানী আওয়ামীলীগ ও নানান শ্রেণির দুর্বৃত্ত। আগেই বলেছি, সম্প্রতি হিন্দুদের প্রতি নির্যাতন বন্ধের দাবিতে দেশজুড়ে হিন্দুদের বা সনাতনী ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপক আকারে আন্দোলন চলছে। এটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ! তবে স্বৈরাচার ফিরিয়ে নিয়ে আসার হাতিয়ার যেন না হয় এই আন্দোলন, সে বিষয়ে সনাতনী ধর্মাবলম্বীরা সচেতনতার পরিচয় দিবেন। এ দেশে সবারই শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ, আন্দোলন করার অধিকার রয়েছে। মনে রাখতে হবে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ অনেক বেশি রাজনৈতিক, কখনো সাম্প্রদায়িক নয় এ দেশে।

আপনারা জানেন, মুসলমান আওয়ামী লুটেরারাও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন স্বৈরাচার পতনের পরের দিন বা সেইদিন। কোনো নাগরিকের প্রতি আক্রমণ কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। তারপরেও কেন এই রাজনৈতিক গণ্ডগোলকে সাম্প্রদায়িকতার কাগজে মোড়ানো হচ্ছে? কিছু দিন আগে ফরিদপুরে হিন্দুমন্দিরে অগ্নি সংযোগের ঘটনায় আওয়ামীলীগের এক চেয়ারম্যানের উস্কানিতে দু'জন মুসলিম যুবককে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। তবে কেন হিন্দুরা এই হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে ব্যাপক আকারে মিছিল মিটিং ও আন্দোলন করে দেশের প্রতি তারা আরও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পারলেন না?

বিগত ১৬ বছরে আওয়ামী স্বৈরশাসনের অধীনে হিন্দু মন্দিরে ও হিন্দু কমিউনিটিতে আওয়ামীলীগের লোকজন দ্বারা হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে তখনও হিন্দুরা সারা দেশে এখনকার মতো করে ব্যাপক আকারে আন্দোলন করে বিচার দাবি করলে তারাও দেশের প্রতি ভীষণ দায়বদ্ধতার পরিচয় তুলে ধরতে পারতেন। তারা প্রমাণ করতে পারতেন, এ দেশ হিন্দু, মুসলিম ও আমাদের সবার। বিএনপি-এর গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ও নিপুণ রায় চৌধুরীর ওপর বিগত স্বৈরাচার সরকার যে পরিমাণ নিপীড়ন চালিয়েছে তা অবর্ণনীয়। ঐ সব ঘটনারও প্রতিবাদ জানালে সনাতনী ধর্মাবলম্বীরা দেশের সব মানুষের নিকট নিজেদেরকে আরও আস্থাভাজন প্রমাণ করতে পারতেন।

বিগত সরকারের আমলে দলীয় লুটেরারা সব লুটপাট করে খেয়েছে। হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করেছে। পুলিশ, প্রশাসন, বিচারবিভাগ ধ্বংস করেছে। হেফাজতে ইসলামের লোকদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছে। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৫ ও ২৬ তারিখে বিডিআর বিদ্রোহের নামে ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়েছে সে বিষয়ে হত্যাকাণ্ডের শিকার পরিবারের সদস্যরা গত ১৭ আগস্ট এক সংবাদ সম্মেলন করে দাবি করেছে এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত স্বয়ং সাবেক সরকার প্রধান শেখ হাসিনা। বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে হবে– দেশবাসীর দাবি। সম্প্রতি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় বিগত সরকারের বাহিনী গণহত্যা চালিয়েছে বলে দাবি করছে বিশ্বব্যাপী সংবাদ মাধ্যম, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা ও বিরোধী দলগুলো। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা তা জানেন। আপনারা দেখেছেন সম্প্রতি স্বৈরাচার পতনের পর কিছু জায়গায় দুর্বৃত্তরা হিন্দু ও মুসলিম-সহ আওয়ামীপন্থীদের বাড়িঘর ও দোকানপাটে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেছে। এর প্রেক্ষাপটে পুলিশবিহীন রাষ্ট্রে আমাদের হিন্দু ভাইবোনদের হেফাজত করার জন্য বিএনপি, জামা'আতে ইসলামী বাংলাদেশসহ বহু ইসলামপন্থী দল ও সংগঠন হিন্দু ও হিন্দুদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পাহারা দিচ্ছে, নিরাপত্তা দিচ্ছে। অথচ এর বিপরীতে জামায়াত, বিএনপি, হেফাজতে ইসলাম ও ইসলামপন্থী দলগুলো কী পরিমাণ নিপীড়িত হয়েছে বিগত ১৬ বছর আওয়ামীলীগের স্বৈরশাসনে তার প্রতিবাদও আমরা হিন্দু ভাইবোনদের নিকট হতে এমন ব্যাপক আকারে আশা করতে পারি। রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ নেই। আমাদের শিক্ষার্থীরা কী অসাধারণভাবে গাড়িঘোড়া সামলাচ্ছে! আমরা হিন্দু ভাইবোনদের নিকট আশা করি, তারাও আসুন। দলবদ্ধভাবে এসে বলুন- আমরাও আজ হতে সবার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ট্রাফিকের দায়িত্ব নিচ্ছি। বাংলাদেশের বাজার কী পরিমাণ সিন্ডিকেটের দখলে আপনারা জানেন। হিন্দুরা জোটবদ্ধভাবে এগিয়ে আসুন। বলুন, এই সিন্ডিকেট ভাংতে আমরা হিন্দুরা কিন্তু জোটবদ্ধ! মিছিল, মিটিং ও সমাবেশে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কাঁপিয়ে তুলুন রাজপথ। ভারতের সাথে বাংলাদেশের অসম অনেক লেনাদেনা আছে। আপনারা দলবদ্ধভাবে আসুন, এগুলোর প্রতিবাদ করুন! তিস্তার পানির ন্যায্য হিসসার দাবিতে জেলায় জেলায় সমাবেশ করুন। আমাদের সীমান্তে নিয়মিত হত্যাকাণ্ড চালায় ভারত। বাংলাদেশের হিন্দুরা এক হয়ে ভারতের এই অনৈতিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানান। প্রশাসনের প্রতি আমার জোরালো দাবি- যারা হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করেছে, হিন্দুদের উপরে হামলা চালিয়েছে তাদের গ্রেফতার করুন! আমি হিন্দুদের ওপর আক্রমণের তদন্ত ও দ্রুত বিচার চাই। আয়না ঘরের তথ্য ফাঁস হবার পর বিগত সরকারের মতো কোনো সরকার আমাদের শাসন করুক তা আমরা বিবেকবান মানুষ চাইতে পারি না। বিগ্রেডিয়ার আজমি ও ব্যারিস্টার আরমানের বন্দি জীবনের নির্মম গল্প কি আমাদের হৃদয়ে দোলা দিচ্ছে না? শত শিক্ষার্থীকে বিগত সরকারের নির্দেশনায় হত্যা করা হয়েছে তা আমাদের মনে রাখা উচিত। বিসিএস পরীক্ষায় সারা দেশে অত্যন্ত ভালো ফলাফল করেও তৎকালীন সরকারের আক্রোশে চাকরি পাইনি অনেকে। এটা কত বড় জুলুম! সদ্য সাবেক হওয়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকা ঘুসের অভিযোগ রয়েছে-এটা জানার পর নাগরিক হিসাবে আমরা আহত হয়েছি। হাজার হাজার কোটি টাকা লুটের ও ঋণ খেলাপির অভিযোগ স্বয়ং সাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি বাণিজ্য বিষয়ক উপদেষ্টা ও সরকারের প্রভাবশালী সালমান এফ রহমান। প্রতিবাদ করলেই বলতো, রাজাকার, জামায়াত শিবির এবং এই বলে প্রতিটি নায্য আন্দোলন দমন করা হতো। বিশ্বনন্দিত নোবেল ল্যুরেট ও বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুসকেও তৎকালীন সরকার প্রধান পানিতে চুবাতে বলেছিল।

স্বৈরাচার হটিয়ে ছাত্র-জনতা যে বিজয় নিয়ে এসেছে তা ভণ্ডুল করতে পরাজিত স্বৈরাচারের দোসর আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে। ভারতীয় গণমাধ্যমে ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রচুর গুজব রটানো হচ্ছে। দেশের অনেক সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমেও একই কাজ করা হচ্ছে। হিন্দুরা আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের দেশেরই নাগরিক। এ দেশে ছাত্র-জনতার বিপ্লব বিনষ্ট করতে আপনাদেরকে যেন কোনো অপশক্তি ব্যবহার না করতে পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। রাষ্ট্র সংস্কার প্রয়োজন। মানুষের সাম্য ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন– আবু সাঈদরা জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করলেন। আবু সাঈদের জন্য দু'আ করি। আল্লাহ তা'আলা তাকে রহম করুন। ড. ইউনুসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন বিপুল সম্ভাবনাময় এই সরকারকে কাজ করার সুযোগ দিন! ❑

সমাজচিন্তা

প্লাস্টিকের চাল আর নকল ডিম! গুজব নাকি সত্যি

–আরাফাত ডেস্ক

প্ল্যাস্টিকের চাল এবং নকল ডিম নিয়ে ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইদানিং বেশ সরগরম। অনেকে ফেসবুক বা ইউটিউবে ছড়িয়ে পড়া এসব ভিডিও দেখে বলছেন, এত দিন বিশ্বাস না করলেও নিজের চোখে যা দেখলাম, তা অবিশ্বাস করি কেমন করে? নিতান্ত অপ্রচারের উদ্দেশ্যে তৈরি এসব চটকদার ভিডিও এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যাতে সাধারণ মানুষ অনায়াসে তা বিশ্বাস করে।

অনেক দিন ধরেই নানা দেশে প্লাস্টিকের চাল বা নকল ডিমের গুজবটা ছড়ানো হচ্ছে। নকল ডিমের 'প্রমাণ' হিসেবে ইউটিউবের একটা ভিডিও দেখানো হয়, যাতে কোনো এক ফ্যাক্টরিতে এ রকম ডিম বানানোটা ধাপে ধাপে দেখানো হয়। ঘটনা কি তাহলে সত্যি?

নকল ডিম বানানো সম্ভব, মোম এবং এ জাতীয় নানা দ্রব্য মিশিয়ে ডিমের মতো দেখতে কিছু অবশ্যই বানানো চলে। চীনে নানা উৎসবে এ রকম ডিমের ব্যবহার আছে বলে জানা যায়। আবার স্থানীয়ভাবে অসাধু ব্যবসায়ীরা চীনে এগুলো বিক্রি করার সময় ধরা পড়েছে, তাও ইন্টারনেটের কল্যাণে জানা গেছে। তাহলে কি বাংলাদেশে এসেছে চীনা নকল ডিম? এ রকম অনেক ভিডিও আছে। আসল ঘটনা হলো, ডিমের ভেতরে খোসার ঠিক নিচে একটি পাতলা মেমব্রেন বা আবরণ থাকে বটে। ডিম কড়া রোদে বেশি দিন থাকলে সেটা শুকিয়ে কাগজের মতো হতে পারে। তাই বলে তাকে প্লাস্টিক বা কাগজের ডিম মনে করাটা হাস্যকর।

ডিমের সাদা অংশ তৈরি করা যেতে পারে ক্যালসিয়াম আলজেনাইট দিয়ে। সুতরাং এটা পরিষ্কার কৃত্রিম ডিম তৈরি করার জন্য অনেকগুলো রাসায়নিক উপাদান প্রয়োজন এবং রাসায়নিক উপাদানগুলোর সঠিক অনুপাতও জরুরি।

একই ঘটনা প্লাস্টিকের চালের ক্ষেত্রেও। ভিডিওতে দেখা যায়, একজন ভাত রান্না করার পরে ভাতের চেহারা দেখে বলছেন, এটা নির্ঘাত প্লাস্টিকের চাল। ভাতের মাড় নাকি শুকিয়ে প্লাস্টিকের মতো হয়ে গেছে, আর ভাতটাকে বল বানিয়ে বাউন্স করানো যাচ্ছে। পোস্টদাতা কি কখনো ভাতের মাড় শুকানোর পরে কেমন হয় দেখেননি? চাল পুরোনো হলে পঁচতে পারে, আর সেই পঁচা চালের মাড় নানা অবস্থায় হাঁড়ির গরমে পড়ে প্লাস্টিকের মতো চেহারায় আসতে পারে।

প্লাস্টিকের না হলে কি ভাতের বল হতে পারে? ভাত মূলত কার্বহাইড্রেট, আর ভাতের স্থিতিস্থাপকতা অনেক সময়ে রাবারের মতো হয়। তাই ভাত বাউন্স করা সম্ভব, পদার্থবিজ্ঞানের সব নিয়ম মেনেই। তার জন্য প্লাস্টিক হওয়ার দরকার নেই।

আরেকটি বিষয় হলো– আমাদের ভাত রান্না করার জন্য তা পানিতে ফোটাতে হয়, পানির স্ফুটনাঙ্ক ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাজারে যেসব প্লাস্টিক পাওয়া যায়, তাদের স্ফুটনাঙ্ক বিভিন্ন। যেমন পিভিসি প্লাস্টিক গলে ১৬০ ডিগ্রি থেকে ২১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়। পানির স্ফুটনাঙ্ক ১০০ ডিগ্রি তাপমাত্রার ওপরে নেওয়া সম্ভব নয়। প্লাস্টিক কখনোই পানি দিয়ে ফোটানো সম্ভব হবে না। আবার প্লাস্টিক গলানো হলে সেটা তরলে রূপান্তরিত হয় অথবা তার আকার-আকৃতির পরিবর্তন হয়ে যায়। সেটি যদি প্লাস্টিক চালও হয়, তার আকার রান্নার পর ভাতের আকারে থাকার কথা নয়।

বাজারে এক কেজি চালের খুচরা দাম কত? প্রকারভেদে ৫০ টাকা থেকে ৮০ টাকা। আর এক কেজি প্লাস্টিকের দাম কত? ইন্টারনেট ঘেঁটে দেখলাম, মোটামুটি নিম্নমানের এক কেজি প্লাস্টিকের দাম কোনো অবস্থাতেই ১৫০-২০০ টাকার কম নয়। আর সেই কাঁচামালকে দিয়ে চাল বানিয়ে সেই চাল যদি চীন থেকে বাংলাদেশে জাহাজে বা স্থলপথে আমদানি করা হয় এবং বেশ কয়েকজন মধ্যস্বত্বভোগীর হাত পেরিয়ে মুদির দোকানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে কত খরচ হবে? তা কখনোই ২০০-৩০০ টাকা কেজির কম হওয়া সম্ভব নয়। সে অবস্থায় কীভাবে ক্রেতা সেটা ৫০ টাকা কেজিতে কিনতে পারবেন?

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের শস্যমান ও পুষ্টি বিভাগের ল্যাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এতে প্লাস্টিক জাতীয় কোনো কিছু নেই। একই যুক্তি খাটে নকল ডিমের ক্ষেত্রেও। বাংলাদেশের বাজারে একটা ডিমের দাম ১২ টাকার মতো। এখন ভেবে দেখুন, একটা নকল ডিম বানাতে যা লাগে (যেমন ডিমের শেল প্যারাফিন, জিপসাম গুঁড়া, ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং অন্যান্য উপকরণ) সেটা কয়েক হাজার মাইল দূর চীন থেকে বাংলাদেশে রপ্তানি

করার খরচসহ বারো টাকার কমে কি দেওয়া সম্ভব? দোকানি আপনার কাছে বারো টাকায় একটি ডিম বিক্রি করলে অবশ্যই লাভ রেখে বিক্রি করছে। কাজেই তার কেনা দাম অনেক কম। তাই হিসাবটা কি মেলে? দুনিয়ার সব ডিম ব্যবসায়ীরা কি অনেক টাকা লোকসান দিয়ে নকল ডিম বিক্রি করবেন, যেখানে আসল ডিম সস্তায় মুরগির কাছ থেকে পাওয়া যায়? অর্থনীতির হিসাব বলছে, সেটাও সম্ভব নয়।

কৃত্রিম ডিমের ক্ষেত্রে, ডিমের শেল প্যারাফিন, জিপসাম গুঁড়া, ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং অন্যান্য উপকরণ দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। ডিমের সাদা অংশ তৈরি করা যেতে পারে ক্যালসিয়াম আলজেনাইট দিয়ে। সুতরাং এটা পরিষ্কার কৃত্রিম ডিম তৈরি করার জন্য অনেকগুলো রাসায়নিক প্রয়োজন এবং রাসায়নিকগুলোর সঠিক অনুপাতও জরুরি। বাজারে আমরা যে দামে ডিম পাই, এই দামের মধ্যে কখনোই কৃত্রিম বা নকল ডিম তৈরি সম্ভব নয়। পাশাপাশি খাবারের সময় ডিম ওমলেট বা সিদ্ধ করলে যে স্বাভাবিক আকার-আকৃতি হওয়ার কথা, প্লাস্টিকের ডিমে সেটা কখনোই হবে না। আগেই বলেছি, পানিতে প্লাস্টিক সিদ্ধ হয় না। প্রয়োজনে আপনিও পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। সুতরাং প্লাস্টিকের চাল বা কৃত্রিম ডিম এসব গুজবে আমাদের কান না দেয়াই উত্তম।

২০১৯ সালে গাইবান্ধায় প্লাস্টিকের চাল পাওয়ার বিষয়টি গণমাধ্যমে আসে। গাইবান্ধায় খাদ্য বিভাগ ও পুলিশ প্রশাসন কর্তৃক জব্দ করা সে চাল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের শস্যমান ও পুষ্টি বিভাগের ল্যাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এতে প্লাস্টিক জাতীয় কোনো কিছু নেই। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বলেছেন, এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত, সংগৃহীত চালের নমুনায় কোনো প্লাস্টিকের অস্তিত্ব ছিল না। ২০১৯ সালে প্রকাশিত বিজ্ঞানচিন্তার মার্চ সংখ্যা হতে সংগৃহীত। ❑

মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিইয়াহ্

পাঁচরুখী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ। www.mdhsbd.com

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পার্শ্বে অবস্থিত **"মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিইয়াহ্**-এর জন্য নিম্নবর্ণিত পদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।

পদ	পদ সংখ্যা	পাঠ দানের স্তর	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বেতন ভাতা	অভিজ্ঞতা
সহকারী শিক্ষক (আরবী)	০১	সানাবিয়া ও কুল্লিয়া	দাওরা হাদীস/ মাস্টার্স	আলোচনা সাপেক্ষে	সৌদি আরব বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হতে ডিগ্রি প্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত, সদ্য তোলা ০২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আগামী ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ইং, রোজ : শনিবার, সকাল : ১০ ঘটিকায় মাদ্‌রাসার অফিস কক্ষে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

প্রয়োজনে : ০১৭২০০৪১৮৬৪

অধ্যক্ষ, মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিইয়াহ্

গ্রাম : পাঁচরুখী, **ডাকঘর :** পাঁচরুখী বাজার-১৪৬০,

উপজেলা : আড়াইহাজার, **জেলা :** নারায়ণগঞ্জ।

নিভৃত ভাবনা

বিজ্ঞানের মুখোশ উন্মোচন

–মাযহারুল ইসলাম*

মানুষের জ্ঞান সসীম। মহান আল্লাহর জ্ঞান অসীম। আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহে মানুষ সামান্য জ্ঞানের মাধ্যমে নিত্যদিন বিজ্ঞানের বিপ্লব সাধনের জন্য সর্বদা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে আমরা আজকে জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে বসবাস করতে পারছি।যুগে যুগে বিজ্ঞানীগণ জ্ঞান সমুদ্রের বেলাভূমিতে পদচারণ করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে থিওরি প্রতিষ্ঠা করে। যে থিওরির মধ্যে কতিপয় বিশুদ্ধ ও কতিপয় থিওরি ত্রুটি পাওয়া যায়। আর এটা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়। আজকে যেটা বিজ্ঞান কালকে সেটা বিজ্ঞান নয়। কেননা মানুষের স্বতঃলব্ধ জ্ঞান অপরিপূর্ণ আর মহান আল্লাহর জ্ঞান পরিপূর্ণ। ইসলামের ভিত্তি যুক্তি নয়, বিজ্ঞান নয়; বরং ভিত্তি হলো– বিশ্বাস (ঈমান)। হ্যাঁ! প্রিয় পাঠক! আপনি হয়তো চমকে উঠলেন "আজকে যেটা বিজ্ঞান কালকে সেটা বিজ্ঞান নয়" এটা শুনে। এই তো দেখুন– এ্যারিস্টেটল যখন বললেন– "সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে" তখন তার এই থিওরি বিনা বাক্যে মানুষ মেনে নিয়েছিল। অতঃপর যখন বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস বললেন– "পৃথিবী সূর্য্যের চারদিকে ঘুরে"। তখন সকলেই এই মতের বিরোধীতা ও আপত্তি পেশ করলো। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানী পীথাগোরাস যখন বললেন– "পৃথিবী ঘোরে সূর্য স্থির"। অপরদিকে মিশরীয় বিজ্ঞানী টলেমী বলেন– "সূর্য ঘুরে, পৃথিবী স্থির"। তাহলে দেখুন বিজ্ঞানীদের একটি থিওরি যেমন আজকে বিজ্ঞান ঠিক আরেক সময় ঐ থিওরি বিজ্ঞান নয়। আমি নিজেই এই কথার বিপক্ষে অবস্থান করেছি। যখন "সাইন্স" বিভাগে পড়াশোনা করলাম এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক বই, প্রবন্ধ পড়ে থিওরির সাথে তুলনা করলাম তখন বিষয়টি স্পষ্ট ও অনুমেয় হয়েছে এবং সেই সাথে একমত পোষণ করলাম "বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল"। এটা সত্য যে বিজ্ঞান সত্যের অনুসন্ধান করে কিন্তু সত্যের মানদণ্ড নির্ধারণ করে না। বিজ্ঞান শুধুমাত্র অনুমানের ওপর নির্ভর করে গবেষণার দ্বারকে উন্মুক্ত করে। পুরোপুরি সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। বিজ্ঞানীগণ বলেন– "Science give us but a partial knowledge of reality." বিজ্ঞান আমাদেরকে কেবল আংশিক সত্যের সন্ধান দেয়।

*শিক্ষক, হোসেনপুর দারুল হুদা সালাফিয়্যাহ মাদ্‌রাসা, খানসামা, দিনাজপুর।

এক্ষণে প্রশ্ন হতে পারে– বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ তথ্য ও অনুসন্ধানের জন্য অপরিবর্তনশীল জ্ঞানের উৎস কি?

জবাব : মহাগ্রন্থ "আল কুরআন"। ইসলামের এই শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার যার মধ্যে রয়েছে সকল জ্ঞানের উৎস ও সমাহার। এই সেই ইসলামের কুরআন যার মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলিমগণ দীর্ঘ ১০০০ হাজার বছর যাবৎ বিশ্বে নেতৃত্ব দেয়। উইলিয়াম ড্রেপার রচিত "Intellectual development of Europe" বইয়ে বলেন– "বড়ই আফসোসের বিষয় পাশ্চাত্যের জ্ঞানীগণ বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান ও অগ্রগতিকে ক্রমাগতভাবে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে কিন্তু তাদের এই বিদ্বেষ বেশিদিন চাপা থাকেনি। এটা নিশ্চিতভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবদের অবদান আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল"।

পাশ্চাত্যের পণ্ডিত ইমানুয়েল ডাস বলেন– A book by the aid of which Arabs conquered a world greater than that of Alexander the Great, greater than that of Rome. "এই কুরআন, যার দ্বারা আরবরা জয় করেছিল পৃথিবীর বিস্তৃত দেশ যা মহান আলেকজান্ডার এর চেয়েও বড়, রোম (ইতালি) সাম্রাজ্যের চেয়েও বড়"।

আর এটা চরম সত্য যে, যুগে যুগে বিজ্ঞানীগণ কুরআনের নির্ভেজাল তথ্যের ওপর নির্ভর করে মানব কল্যাণের জন্য বিভিন্ন জিনিস আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। এই যে দেখুন, গ্যারি মিলার কানাডার খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারক কুরআনের ভুল খুঁজতে গিয়ে সূরা আন্ নিসা'র ৮২ নং আয়াত পড়তে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হন। যেহেতু স্বতঃলব্ধ জ্ঞান মানসিকতার সাথে পরিবর্তনীয় তাই বিজ্ঞানের পরিবর্তনশীলতা চলমান। কিন্তু যিনি সকল জিনিসের সৃষ্টিকর্তা তার জ্ঞান পরিপূর্ণ ও সর্বদা অপরিবর্তনশীল। অথচ আমরা লক্ষ করলে দেখতে পাই নাস্তিক এবং একশ্রেণীর কপট বিজ্ঞানী বিদ্বেষবশত ইসলাম ও মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে অবস্থান করে খোঁড়া যুক্তি পেশ করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সুখ্যাতি অর্জন করতে চায়। অথচ ঐ সকল বিজ্ঞানীদের গুরু বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের (১৮৭৯-১৯৫৫) এই কথা মনে রাখা উচিত– Religion without science is blind and science without religion is lame. বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ এবং ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু।

এক্ষেত্রে ইসমাঈল আল রাজীর কথাটি প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করছি। তিনি বলেন– God (Allah) is not against science, God (Allah) is the condition of science, not

an enemy of science. আল্লাহ বিজ্ঞানের বিরোধী নন, আল্লাহ হচ্ছেন বিজ্ঞানের শর্ত, তিনি বিজ্ঞানের শত্রু নন।

আজ সারা বিশ্বে অমুসলিমগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নেতৃত্ব দিচ্ছে এজন্য হয়তোবা আমরা মনে করছি অমুসলিমগণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিংবদন্তি অবদান রাখছে! এরকম শত অজুহাত ও অযাচিত যুক্তি উপস্থাপন করে আমরা বিজ্ঞান বিমুখ হচ্ছি। আসলে সত্য কথা হলো বিজ্ঞান তেমন কোনো আহামরি বিষয় নয়! বিশেষ ক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য। কেননা সকল জ্ঞানের উৎস আল কুরআন তাদের প্রত্যেকদিনের পড়ার সিলেবাস। যে বেশি কুরআন নিয়ে গবেষণা করবে সে তত বেশি জ্ঞান-বিজ্ঞান ছাড়াও জ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখায় পদচারণ করে বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে পারবে। আসলে আমরা ইতিহাস বিস্মিত হয়ে জেগে জেগে ঘুমাচ্ছি। এজন্য আমরা অতীতের ইতিহাস একটুও পড়ি না।

অথচ জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় মুসলিমগণ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ–

১) গণিত শাস্ত্রের মধ্যে বীজগণিতের জনক বলা হয় মুসা আল খারিজমীকে। অপরদিকে ওমর খৈয়াম ছিলেন প্রথম শ্রেণীর এক অন্যতম গণিতবিদ। "আল বিরুনী" গণিত শাস্ত্রে বিশ্বখ্যাত ছিলেন। এছাড়াও অনেক মনিষী গণিত শাস্ত্রের উন্নতি সাধন করেন এবং অমূল্য জ্ঞানের খোরাক হিসেবে গ্রন্থ রচনা করেন। যা আজও পাশ্চাত্য সমাজ গবেষণা করে নতুন থিওরি আবিষ্কার করছে।

২) জাবির ইবনু হাইয়ানকে আধুনিক রসায়নের জনক বলা হয়। তিনি রসায়নের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করে প্রায় ৫০০টি আর্টিকেল প্রণয়ন করেন।

তার ভুবন খ্যাত রচিত গ্রন্থ "বুক অব দি সেভেন্টি" পরবর্তীতে অনেক মুসলিম পণ্ডিত রসায়নের বিভিন্ন শাখায় উন্নতি সাধন করেন।

৩) পদার্থবিজ্ঞানে আল কিন্দী, আল বিরুনী, হাসান ইবনু হায়সাম, ইবনু সিনা।

৪) উদ্ভিদ ও প্রাণিবিজ্ঞানে ইবনু বাজা, মোহাম্মদ আদ দামেরি।

৫) চিকিৎসা বিজ্ঞানে আল রাজী, ইবনু সিনা এছাড়া প্রত্যেক শাখা, প্রশাখায় মুসলিমদের অবদান অসামান্য। কিন্তু আজকে মুসলিমদের সেই অবিস্মরণীয় অবদানকে পাশ্চাত্যের জ্ঞান পাপী সমাজ আমাদের দৃশ্য পট থেকে আড়াল করে রেখেছে এবং নিজেদেরকে এমনভাবে প্রকাশ করছে মনে হয় যেন তারাই সব কিছু করছে। পাশ্চাত্য সমাজ আমাদেরকে মুসলিমদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান কোনো মতেই জানতে দিবে না বলেই মুসলিমদের নামকে বিকৃত করে আমাদের সামনে পেশ করছে– ১) আল রাজী, বিকৃত নাম– রাজম; ২) ইবনু সিনা, বিকৃত নাম– ইভান সিনা (হিব্রুতে), এভি সিনা (ল্যাটিন); ৩) আল খারিজমি, বিকৃত নাম– আল গরিটাস, আল গরিজম, আল গরিদম; ৪) ইবনু হায়সাম, বিকৃত নাম– আল হাজেন; ৫) জাবির ইবনু হাইয়ান, বিকৃত নাম– জিবার; ৬) আল কিন্দী, বিকৃত নাম– আল কিন্দাস।

প্রিয় পাঠক! আপনি যদি বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগী হন তাহলে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অভ্রান্ত নির্ভেজাল মেসেজ আল কুরআন বেশি করে স্টাডি করুন। তাহলে আপনার সামনে বিজ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব রহস্য ভেসে উঠবে। এই যে দেখুন না, জিএম রাওউর বলেন– "আল কুরআন হচ্ছে জ্ঞান ও অনুপ্রেরণার উৎস"। ডক্টর মরিস বুকাইলি বিশ্ব স্বীকৃত নাম, কে না চিনে তাকে! তিনি বলেন– "আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের আবিষ্কার কুরআনের সত্যকে নতুন করে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করছে"।

কুরআনের বৈজ্ঞানিক তথ্য– সূক্ষ্ম বিবেচনায় গবেষণা করলে এটা স্পষ্ট হয় কুরআনের প্রত্যেকটি বর্ণ, শব্দ, সূরা পারা, রুকূ', সিজদা বিজ্ঞানময় এবং কুরআনে আজ থেকে প্রায় ১৪০০ শত বছর পূর্বে সকল বিষয়ের বিজ্ঞানময় সমাধান পেশ করা হয়েছে। যা আমরা আজকের যুগে গবেষণার মাধ্যমে জানতে পারছি। তন্মধ্যে কিছু পেশ করলাম– ১) চাঁদের নিজস্ব আলো নেই। এই থিওরি সূরা আল ফুরক্বা-ন-এর ৬১ নং আয়াতে বলা হয়েছে। ২) বিগ ব্যাং থিওরি সম্পর্কে বলা হয়েছে সূরা আল আম্বিয়া-'র ৩০ নং আয়াতে। ৩) রাতদিন বারা ও কমার ব্যাপারে বলা হয়েছে সূরা লুক্বমা-ন-এর ২৯ নং আয়াতে। ৪) ফিঙ্গারপ্রিন্ট তথা আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে মানুষকে চিহ্নিত করা সম্পর্কে বলা হয়েছে সূরা আল ক্বিয়া-মাহ্'র ৩৩ ও ৩৪ নং আয়াতে। ৫) চাঁদ ও সূর্য নিজ কক্ষপথে চলে বলা হয়েছে সূরা আল আম্বিয়া-'র ৩৩ নং আয়াতে।

পরিশেষে বলতে চাই, হে প্রিয় পাঠক! সভ্যতা বিনির্মাণে বিজ্ঞানের অবদান অসামান্য। এজন্য বিজ্ঞান দিয়ে ধর্ম মানার যৌক্তিকতা বোকামি ছাড়া কিছু নয়; বরং ধর্ম দিয়ে বিজ্ঞান মানেই হলো কল্যাণকর এবং বুদ্ধিমানের কাজ। তাই বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষে বিজ্ঞানের কিংবদন্তি অবদান সঠিকভাবে বুঝে ব্যবহারে সচেষ্ট হওয়া একান্ত কাম্য।

তথ্য সূত্র– *১. পবিত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআন। ২. পদার্থ বিজ্ঞান- এস এসসি, বাংলাদেশ শিক্ষা বোর্ড- ২০১৪-২০১৫। ৩. তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা– ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব। ৪. বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান- ড. মরিস বুকাইলি। ৫. বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান- মুহাম্মদ নুরুল আমিন। ৬. আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও আল কুরআন- মূল ইঞ্জিনিয়ার শফি হায়দার সিদ্দিক। ৭. মাসিক পৃথিবী, তাওহীদের ডাক। ৮. উইকিপিডিয়া।*

প্রশ্নোত্তরে কুরআন জানি

সংকলনে– মো. আব্দুল হাই★

সূরা আল বাক্বারাহ্. মোট আয়াত- ২৮৬টি

প্রশ্ন– ৬৬. কারা জাহান্নামবাসী?

উত্তর : যারা কুফ্‌রী করে, আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৩৯)*

প্রশ্ন– ৬৭. আল্লাহ তা'আলা বানী ইস্‌রা-ঈলকে কিসের তাগিদ দিয়েছেন?

উত্তর : আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণের। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৪০)*

প্রশ্ন– ৬৮. বানী ইস্‌রা-ঈল তাওরাতের নির্দেশ গোপন করে কি করতো?

উত্তর : তুচ্ছ বিনিময় গ্রহণ করতো। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৪১)*

প্রশ্ন– ৬৯. সত্যের ব্যাপারে কি বলা হয়েছে?

উত্তর : মিথ্যার সাথে মিশ্রণ করা যাবে না, জেনে-শুনে সত্য গোপন করা যাবে না। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৪২)*

প্রশ্ন– ৭০. 'সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো, আর?

উত্তর : রুকূ'কারীর সাথে রুকূ' করো। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৪৩)*

প্রশ্ন– ৭১. আল্লাহ তা'আলা কিসের মাধ্যমে সাহায্য চাইতে বলেছেন?

উত্তর : ধৈর্যের ও নামাযের মাধ্যমে। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৪৫)*

প্রশ্ন– ৭২. তৎকালীন সময়ে বানী ইস্‌রা-ঈলকে কিভাবে সম্মানিত করা হয়েছিল?

উত্তর : সমগ্র বিশ্বের ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৪৭)*

প্রশ্ন– ৭৩. ফিরআউন বানী ইসরা-ঈলদেরকে কী শাস্তি দিত?

উত্তর : ছেলেদের হত্যা করত, মেয়েদের জীবিত রাখত। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৪৯)*

প্রশ্ন– ৭৪. ফিরআউন ও তার বাহিনীকে আল্লাহ তা'আলা কি শাস্তি দিয়েছিল?

উত্তর : সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছিল। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৫০)*

প্রশ্ন– ৭৫. আল্লাহ তা'আলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে কয় রাতের ওয়াদা করেছিলেন?

উত্তর : চল্লিশ (৪০) রাতের। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৫১)*

প্রশ্ন– ৭৬. মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে আল্লাহ তা'আলা কি দান করেছিলেন?

উত্তর : তাওরাত ও ফুরকান। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৫৩)*

প্রশ্ন– ৭৭. কোন নবী তার উম্মতকে বলেছিলেন, 'তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো'?

উত্তর : মূসা (আলাইহিস সালাম)। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৫৪)*

প্রশ্ন– ৭৮. বানী ইসরা-ঈলের গো বৎস পূজার শাস্তি কি ছিল?

উত্তর : তাওবাহ্ ও আপন প্রাণ হত্যা। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৫৪)*

প্রশ্ন– ৭৯. "আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব না, যতক্ষণ না প্রকাশ্যে আমরা মহান আল্লাহকে দেখি" –কোন কৃওমের উক্তি?

উত্তর : বানী ইসরা-ঈল। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৫৫)*

প্রশ্ন– ৮০. বানী ইসরা-ঈলের মহান আল্লাহকে দেখতে চাওয়ার শাস্তি কি হয়েছিল?

উত্তর : বজ্রপাতে মৃত্যু। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৫৫)*

প্রশ্ন– ৮১. মান্না[১১১] ও সালওয়া[১১২] কি জিনিস?

উত্তর : আসমানী/জান্নাতি খাবার। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৫৭)*

প্রশ্ন– ৮২. মান্না ও সালওয়ার পাশাপাশি বানী ইসরা-ঈল আরো কি অনুগ্রহ পেয়েছিল?

উত্তর : মেঘের ছায়া দান। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৫৭)*

প্রশ্ন– ৮৩. বানী ইসরা-ঈলকে কিভাবে নগরীতে প্রবেশ করতে বলা হয়েছিল?

উত্তর : সিজদাবনত অবস্থায়। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৫৮)*

প্রশ্ন– ৮৪. বানী ইসরা-ঈলকে বলা হয়েছিল– "তোমরা দরজায় প্রবেশ করো...

উত্তর : ক্ষমা করো" বলতে বলতে। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৫৮)*

প্রশ্ন– ৮৫. মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর জাতি কত বছর জমিনে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরেছে?

উত্তর : ৪০ বছর। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৫৭)*

প্রশ্ন– ৮৬. 'হিত্তাতুন নাগফিরলাকুম' বলতে থাকো আমাদেরকে ক্ষমা করো। এর পরিবর্তে তারা কি বলেছিল?

★ *কুপতলা, ধর্মতলা থানা ও জেলা গাইবান্ধা। সাবেক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- জমঈয়ত শুব্বানে আহলে বাংলাদেশ।*

[১১১] *মান্না এক প্রকার ছত্রাক যা মাশরুমের মতো। এর পানি চোখের আরোগ্য। (তাফসীরে জাকারিয়া)*

[১১২] *সালওয়া চড়ুই পাখির চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড় প্রকার পাখি। (তাফসীরে জাকারিয়া)*

উত্তর : হিনতাতুন সামকাতা– লাল বর্ণের গম, হাব্বাতুন ফী শারাহ– শীর্ষে গম। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৫৯)*

প্রশ্ন– ৮৭. 'আসহাবুল হুত্ত্বা' বা কথার পরিবর্তনকারীর শাস্তি কী হয়েছিল?

উত্তর : আকাশ হতে শাস্তি তথা, প্লেগ রোগ। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৫৯)*

প্রশ্ন– ৮৮. বানী ইসরা-ঈলের জন্য কয়টি ঝরণা দেওয়া হয়েছিল?

উত্তর : ১২টি। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৬০)*

প্রশ্ন– ৮৯. বানী ইসরা-ঈলের অকৃতজ্ঞতার স্বরূপ কেমন ছিল?

উত্তর : একই রকম খাদ্যে ধৈর্যধারণ না করা। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৬১)*

প্রশ্ন– ৯০. সূরা আল বাক্বারায় বর্ণিত বানী ইসরা-ঈলের জন্য কয় প্রকার খাদ্যের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর : পাঁচ (৫) প্রকার। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৬১)*

প্রশ্ন– ৯১. বানী ইসরা-ঈল কোন কোন খাদ্যের আবেদন করেছিল?

উত্তর : শাক-সবজি, কাঁকরা, গম, মসুর ও পেঁয়াজ। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৬১)*

প্রশ্ন– ৯২. বানী ইসরা-ঈলকে গজব হিসাবে কি দেয়া হলো?

উত্তর : লাঞ্ছনা ও দরিদ্রতা। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৬১)*

প্রশ্ন– ৯৩. বানী ইসরা-ঈলের ওপর গযবের কারণ কয়টি ও কী কী?

উত্তর : চারটি (৪)। যথা- মহান আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা, অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করা, মহান আল্লাহর অবাধ্য হওয়া, পাপকে হালাল মনে করে সীমালঙ্ঘন করা। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৬১)*

প্রশ্ন– ৯৪. ঈমানদার ও কিয়ামতের ওপর বিশ্বাসকারীদের মধ্যে কাদের রবের কাছে সাওয়াব আছে?

উত্তর : মুসলিম, ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও সাবেঈন। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৬২)*

প্রশ্ন– ৯৫. আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরা-ঈলের কাছে কিভাবে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন?

উত্তর : তুর পর্বতকে তাদের মাথার ওপর উঠিয়ে। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৬৩)*

প্রশ্ন– ৯৬. আল্লাহ তা'আলা তুর পর্বতকে তাদের মাথার ওপর তোলার পর তারা কোন বিষয়ে অঙ্গীকার করলো?

উত্তর : তাওরাতের বিধান অনুযায়ী চলবে। *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৬৩)* *[চলবে ইন্শা-আল্লাহ]*

প্রশ্নোত্তরে হাদীস জানি

সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড থেকে ওয়াহীর সূচনা, পর্ব– ২

প্রশ্ন– ৩৪. জাহান্নামের অধিবাসীদের বেশিরভাগই কারা?

উত্তর : নারী জাতি। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২৯)*

প্রশ্ন– ৩৫. জাহান্নামের অধিবাসীদের বেশিরভাগই নারী হওয়ার কারণ কী?

উত্তর : কারণ তারা কুফ্রী করে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২৯)*

প্রশ্ন– ৩৬. জাহান্নামের অধিবাসী নারীদের কুফ্রীর স্বরূপ কোনটি?

উত্তর : স্বামীর অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা। *(বুখারী- হা. ২৯)*

প্রশ্ন– ৩৭. কাউকে তার 'মা' তুলে গালি দেয়া কিসের অভ্যাস?

উত্তর : জাহেলী যুগের। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩০)*

প্রশ্ন– ৩৮. আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র কোন স্বভাবের জন্য রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বলেছিলেন, 'তোমার মধ্যে জাহেলী যুগের অভ্যাস বিদ্যমান'?

উত্তর : এক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলেন, মা নিয়ে লজ্জা দিয়েছিলেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩০)*

প্রশ্ন– ৩৯. অধীনস্থদের ওপর কষ্টকর কোনো কাজ দিলে কি করতে হবে?

উত্তর : তাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩০)*

প্রশ্ন– ৪০. মু'মিনদের দু'দল পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে অন্যদের কর্তব্য কী?

উত্তর : মীমাংসা করে দিতে হবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩০; সূরা হুজুরা-ত : ৯)*

প্রশ্ন– ৪১. দু'জন মুসলমান একে অপরকে হত্যা করতে উদ্যত হলে ফলাফল কী?

উত্তর : দু'জনই জাহান্নামী। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩১)*

প্রশ্ন– ৪২. দু'জন মুসলমান একে অপরকে হত্যা করতে উদ্যত ব্যক্তির মধ্যে নিহত ব্যক্তিও কেন জাহান্নামী?

উত্তর : কারণ, সুযোগ পেলে সেও হত্যা করতো। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩১)*

প্রশ্ন– ৪৩. সবচেয়ে বড় যুল্ম কোনটি?

উত্তর : শির্ক। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩২)*

প্রশ্ন– ৪৪. মুনাফিক্বের চিহ্ন কয়টি?

উত্তর : তিনটি (৩)টি। অতিরিক্ত ১টিসহ ৪টি। *(বুখারী- হা. ৩৩)*

প্রশ্ন– ৪৫. অতিরিক্ত কোন স্বভাবটি থাকলে একজন মুনাফিক্ব বলে চিহ্নিত?

উত্তর : ঝগড়া লাগলে গালি দেয়। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩৪)*

প্রশ্ন– ৪৬. কোন শর্তে ক্বদরের রাত্রি জাগরণ করলে আল্লাহ তা'আলা বান্দার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেন?

উত্তর : ঈমান থাকতে হবে, নেকীর আশা করতে হবে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৩৫)*

কবিতা

অপরাজনীতি

এম. এ মোমেন

বিশ্বভুবনে আজি অস্থিরতা,
অস্তাচলে ম্রিয়মান দিবাকর।
ধরিত্রীর বুকে ভেসে উঠছে
এ কোন ঘন অন্ধকার?
পরিচয় জানো কি তার?
শ্লীলতা ছাড়ি অশ্লীলতায়–
ছেয়ে গেছে জগৎ,
পরহিতৈষীর দোহাই দিয়ে
যারা ক্ষমতায় বসে।
তারাই কি মহৎ?
দীন-দুঃখী ভুখা হতে কেড়ে নিয়ে অন্ন,
অযথা ব্যয় করে হতে চায় ধন্য।
নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের মাঝে,
নিকৃষ্টই বেশি হায়!
সভ্য-অসভ্য ভোটারের সংমিশ্রণে
অসভ্যই যাবে ক্ষমতায়।
এ কোন গণতন্ত্র?

হীন দৃষ্টির পাত্র আজি–
ধর্মযাজক, ধর্মপরায়ণ।
উচ্ছৃঙ্খলতায় সহায়তা যোগায়,
সন্ত্রাসী-মাস্তানদের করে মূল্যায়ন।
বাড়ে তাদের কদর!
মুখ খুলে কিছু বলতে গেলে,
চক্ষু রাঙিয়ে বলবে তোমায়
তুমি রাজাকার, তুমি আল-বদর।
বুঝেনি আজও
ঘনিয়ে এসেছে সপ্ত প্রহর,
ঘনিয়ে এসেছে তিমীর-অন্ধকার।
তাই কিছু লিখতে বসেছি,
জানি তা দেখে হয়তো কেউ
বলে উঠবে আবার।
ও কোন কবি, কবেকার?
আমি বলতে চাই
কারো আশীর্বাদে আমি নই কোন কবি।
শুধু দেশ ও জাতির কল্যাণার্থে
একটুখানি ভাবি-
স্বাধীনতার বায়ান্ন বছর পেরিয়ে
আজি তিপ্পান্নের কোটায় পা,
তবু কেন দেশবাসী আজও
বিস্বাদের শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে না।
স্বামী পিতা পিতামহের রক্ত দান।
এসবের দোহাই দিয়ে
কেউ করবে রাজনীতি,
কেউ হবে অপমান?
এসব সহ্য করা যায় না।
জাগো, জেগে ওঠো জাতি
সামনে রেখে আল কুরআন
সংস্কার করো সংবিধান
নচেৎ বন্ধ হবে না অত্যাচারিতের
অন্তর্নিহীত বেদনা,
ধর্ষিতা নবযুবতীর হাহাকার।
ঐ দেখো এগিয়ে আসছে
এ কোন কালবৈশাখী রাত্রী?
এত ঘন অন্ধকার!

শ্রদ্ধেয় শিক্ষক

রোকেয়া রহিম*

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড
আমরা সবাই জানি,
পিতা-মাতার পরেই শিক্ষক
সকলেই তা মানি।
নিয়ম-কানুন, আদব-কায়দা
বিনয়, শিষ্টাচার-
স্যারের থেকেই পেয়েছি সবাই
জ্ঞানের এ ভাণ্ডার।
বিকাশ সাধনে গঠন করেন
আমাদের শরীর-মন,
মানুষে মানুষে নাইকো তফাৎ
সকলেই আপনজন।
শ্রদ্ধা, স্নেহ, আদর শিখেছি
যাঁর আহ্বানে,
মানব জাতির দায়িত্ব পেয়েছি
তাঁর অমোঘ অবদানে।
সবার হৃদয়ে জ্বালিয়ে আলো
আঁধার করেন দূর,
একই মননে এগিয়ে যাব
বাজবে সুখের সুর।
অনেক ত্যাগের বিনিময়ে যিনি
জ্ঞান করেন দান-
জাতি গঠনে সবার কল্যাণে
তিনিই দেশের মান।
শিক্ষক হলেন শ্রদ্ধেয় গুরুজন
মানুষ গড়ার কারিগর,
চিরদিন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবো
জ্ঞানের আলোয় জীবনভর।

---

* *বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।*

জমঈয়ত সংবাদ

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তের সাংগঠনিক কার্যক্রম

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তের অন্তর্গত দক্ষিণ ধর্মশুর, কেরানীগঞ্জ মডেল থানার বায়তুর রহমান জামে মসজিদ শাখা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মাসাজিদ বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ড. রফিকুল ইসলাম মাদানী, বিদেশ বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালিম মাদানী ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি শাইখ এহসানুল্লাহ। নেতৃবৃন্দের বক্তব্যের পর নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি সমন্বয়ে বায়তুর রহমান জামে মসজিদ শাখা জমঈয়তের কমিটি গঠন করা হয়।

সভাপতি- মো. জালাল উদ্দিন, সহ-সভাপতিদ্বয় যথাক্রমে- হেলাল উদ্দিন ও মো. আব্দুল খালেক, সাধারণ সম্পাদক- মতিউর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক- দীন ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ- মো. জাহিদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক- মো. আরিফ হোসেন, দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক- মো. আব্দুল লতিফ, প্রচার সম্পাদক- হামিদুর রহমান, পাঠাগার সম্পাদক- আজিজুর রহমান, অফিস সম্পদক- মো. আব্দুর রাজ্জাক, সদস্যবৃন্দ- ইয়ার রহমান, আমির হামজা, বেলাল হোসেন, ইন্তাজ আলী, গিয়াস উদ্দিন, হাসান মিয়া।

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সফর

বিগত ২ আগস্ট শুক্রবার, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ হরিণাকুণ্ডু উপজেলাধীন হিজলী আহলে হাদীস জামে মসজিদ সফর করেন। শাখা জমঈয়ত পুনর্গঠন ও দা'ওয়াহ কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে এ সফর অনুষ্ঠিত হয়। সফরসূচিতে অংশগ্রহণ করেন জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহা. আব্দুল জলিল খান, সিনিয়র সহ-সভাপতি মুহা. ইসহাক আলী, সহ-সভাপতি মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী, সেক্রেটারি মুহা. আশরাফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহা. ইকরামুল হক, কার্যকরী কমিটির সদস্য মুহা. আব্বাস আলী, হিজলী আহলে হাদীস জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আহমদুল্লাহ প্রমুখ।

"রাসূল (ﷺ)-এর মুহাব্বত আখিরাতের সাফল্যের চাবিকাঠি" শীর্ষক বিষয়ে জুমু'আর খুৎবাহ্ প্রদান করেন জেলা জমঈয়ত সভাপতি মুহা. আব্দুল জলিল খান। বাদ জুমু'আহ্ মাদ্‌রাসাহ্ দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ পাঁচরুখী, নারায়ণগঞ্জ-এর মেধাবী ছাত্র মুহা. আব্দুস সালামের কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে এবং জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক মুহা. ইকরামুল হকের উপস্থাপনায় এক আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এরপর জেলা নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে মুহা. আব্বাস আলীকে সভাপতি ও মুহা. আজিজুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে একুশ সদস্য বিশিষ্ট হিজলী শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীসের কমিটি গঠন করা হয়। পরিশেষে জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি মুহা. আশরাফুল ইসলাম হিজলী শাখা কমিটির প্রতিবেদন তুলে ধরেন।

মৃত্যু সংবাদ

সিরাজগঞ্জ জেলাধীন কামারখন্দ উপজেলা শাখা জমঈয়তের সভাপতি আলহাজ্জ মজিবর রহমান সরকার (৯৫) গত ০৮ আগস্ট বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৩টায় দুই পুত্র ও দুই কন্যা রেখে নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন– ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। পরদিন ৯ আগস্ট শুক্রবার বাদ জুমু'আহ্ তাঁর নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বড়ধুল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। সালাতে ইমামতি করেন উক্ত বিদ্যালয়ের ধর্মীয় সিনিয়র শিক্ষক ও এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল মান্নান এবং দ্বিতীয় জানাযা চরবড়ধুল দাখিল মাদ্‌রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়, এতে ইমামতি করেন সিরাজগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি মাওলানা সাইফুদ্দিন ইয়াহইয়া। অতঃপর তাঁকে নিজ গ্রামের কেন্দ্রীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়।

তিনি জমঈয়তের প্রাণপুরুষ আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী ও প্রফেসর আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ)'র পরম প্রীতিভাজন ছিলেন।

মাইয়্যিতের মাগফিরাত কামনা করে সিরাজগঞ্জ জেলা জমঈয়তের পক্ষ সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করুন।

স্বাস্থ্য সচেতনতা

বন্যায় স্বাস্থ্যঝুঁকি ও করণীয়

বাংলাদেশে বন্যা একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রতিবছরই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কোনো না অঞ্চলে বন্যা হয়। বন্যার ফলে সৃষ্ট পানি মানুষের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করে তোলার পাশাপাশি নানা স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণও হয়ে দাঁড়ায়। এসব স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সঠিকভাবে মোকাবিলা করাই বন্যার সময়ে সুস্থ থাকার মূল চাবিকাঠি। বন্যার সময় নানা ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে। সেগুলো কী কী হতে পারে, সেদিকে নজর দিতে পারি।

পানিবাহিত রোগের সংক্রমণ : বন্যার পানি সাধারণত ময়লা ও দূষিত হয়। এই পানির মাধ্যমে বিভিন্ন রোগের জীবাণু সহজেই মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। প্রধান কয়েকটি পানিবাহিত রোগ হলো–

ডায়রিয়া : বন্যার সময় বিশুদ্ধ পানির অভাব এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের কারণে ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটে। ডায়রিয়া একটি গুরুতর রোগ, যা শরীরের পানি শূন্যতা ঘটিয়ে প্রাণহানি ঘটাতে পারে।

কলেরা : এই ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত রোগটি দূষিত পানি ও খাদ্যের মাধ্যমে ছড়ায়। কলেরার কারণে তীব্র ডায়রিয়া ও বমি হয়, যা দ্রুত চিকিৎসা না করলে জীবন সংকটাপন্ন হতে পারে।

জন্ডিস (হেপাটাইটিস এ) : দূষিত পানির মাধ্যমে এই ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করে এবং যকৃৎকে আক্রমণ করে। এর ফলে চোখ ও ত্বক হলুদ হয়ে যায় এবং শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে।

টাইফয়েড : টাইফয়েডের জীবাণু সাধারণত দূষিত পানি ও খাবারের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। টাইফয়েড জ্বরে দীর্ঘস্থায়ী জ্বর, মাথাব্যথা এবং পেটে ব্যথা হয়।

ত্বকের সংক্রমণ ও চর্মরোগ : বন্যার পানিতে দীর্ঘক্ষণ ভিজে থাকার কারণে ত্বকে নানা ধরনের সংক্রমণ হতে পারে। বিশেষ করে, পায়ে চর্মরোগ দেখা দেয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এছাড়া, খোস-পাঁচড়া, ফোসকা পড়া এবং ফাংগাল ইনফেকশন হওয়ার ঝুঁকিও থাকে।

শ্বাসকষ্ট ও অন্যান্য শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা : বন্যার পানিতে ভেজা ও ঠাণ্ডা আবহাওয়া থেকে শ্বাসকষ্ট, সর্দি, কাশি এবং অন্যান্য শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

মশাবাহিত রোগ : বন্যার পর পানি জমে থাকা জায়গাগুলোতে মশার বংশবৃদ্ধি হয়, যা ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া এবং চিকুনগুনিয়ার মতো মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটাতে পারে।

মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা : বন্যায় ঘরবাড়ি হারানো, খাদ্য ও পানির সংকট এবং রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে মানুষের মধ্যে মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং হতাশা দেখা দিতে পারে। এই মানসিক সমস্যাগুলো অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, যদি তা সময়মতো মোকাবিলা না করা হয়।

বন্যার সময় স্বাস্থ্যঝুঁকি প্রতিরোধে করণীয়

বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন : বন্যার সময় বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখা দিতে পারে। তাই, পানি বিশুদ্ধ করার জন্য সহজ উপায় অনুসরণ করতে হবে। যেমন- পানি ভালোভাবে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে পান করুন। ক্লোরিন ট্যাবলেট ব্যবহার করে পানি বিশুদ্ধ করে নিতে পারেন। যেকোনো উপায়ে দূষিত পানি এড়িয়ে চলা।

সঠিক স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা : খাওয়ার আগে ও টয়লেট ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুতে হবে। খাবার ঢেকে রাখতে হবে এবং পঁচা-বাসি খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। বন্যার পানির সংস্পর্শে আসা থেকে বিরত থাকুন। যদি আসতেই হয়, তাহলে বুট বা পানিরোধক জুতা পরিধান করুন।

মশার কামড় থেকে রক্ষা পেতে সতর্ক থাকুন : মশারি টানিয়ে ঘুমান এবং দিনে রাতে সবসময় মশা প্রতিরোধক স্প্রে বা ক্রিম ব্যবহার করুন। মশার জন্মস্থান ধ্বংস করতে জমে থাকা পানি সরিয়ে ফেলুন। বিশেষ করে ফুলের টব, বালতি বা অন্য যেকোনো পাত্রে পানি জমে থাকতে দেবেন না।

প্রাথমিক চিকিৎসা কিট তৈরি করুন : প্রাথমিক চিকিৎসা কিটে ব্যান্ডেজ, গজ, অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রিম, প্যারাসিটামল, ওআরএস এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ওষুধ রাখুন। ত্বকে কোনো আঘাত বা সংক্রমণ হলে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা করুন।

খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করুন : সুস্থ থাকতে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া অপরিহার্য। বন্যার সময় যতটুকু সম্ভব পুষ্টিকর খাবার, যেমন- তাজা ফলমূল, শাকসবজি, দুধ এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য খেতে হবে। পানিশূন্যতা রোধে নিয়মিত পানি পান করতে হবে এবং ওআরএস সেবন করতে হবে।

মানসিক স্বাস্থ্য : নিজের এবং পরিবারের মানসিক সুস্থতার দিকে খেয়াল রাখুন। বন্যার সময় মানসিক চাপ কমাতে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলুন এবং প্রয়োজন হলে পেশাদার কাউন্সেলরের পরামর্শ নিন।

স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শ নিন : যেকোনো অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিলে দেরি না করে স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শ নিন। প্রয়োজন হলে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান এবং চিকিৎসা গ্রহণ করুন।

স্বেচ্ছাসেবী ও উদ্ধারকর্মীদের সাহায্য নিন : পানি বন্দী মানুষ চাইলেই উপরোল্লিখিত সব রকম নিয়ম মেনে চলার উপায় নেই। ওষুধ ও স্বাস্থ্যকিট তাঁদের হাতের কাছে থাকার কথাও নয়। তাই স্বেচ্ছাসেবী, এনজিও ও উদ্ধারকর্মীদের উচিৎ বন্যার্তদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া, তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকির ব্যাপারে সচেতন করার বিষয়টি নিশ্চিত করা। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ওষুধপত্র পৌঁছে দেওয়ার দিকেও স্বোচ্ছাসেবীদের নজর দেওয়া উচিৎ।

শেষ কথা : বন্যার সময় সৃষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা এবং সঠিক করণীয় মেনে চলা আমাদের জীবন রক্ষা করতে সহায়তা করে। বিশুদ্ধ পানি, পরিচ্ছন্নতা, মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আমরা নিজেদের ও পরিবারের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখতে পারি। মনে রাখতে হবে, বন্যার সময় সুস্থ থাকতে সতর্কতাই হতে পারে আমাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

[সূত্র : কালের কণ্ঠ]

যে গাছের পাতা স্ট্রোক, ডায়াবেটিস ও ক্যানসারের ঝুঁকি কমাবে

জলপাইয়ের তেলের গুণের কথা তো প্রায় সবাই জানি। তবে জানেন কি জলপাই গাছের পাতারও রয়েছে জাদুকরি উপকারিতা? প্রাচীন সংস্কৃতিতে বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে এটি ব্যবহার করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ের গবেষণাগুলোতেও এটি ব্যবহারের ইতিবাচক দিকগুলো উঠে এসেছে। মূলত ফিটোকেমিক্যাল নামক উপাদান থেকে সব স্বাস্থ্যকর গুণের শুরু। ফিটোকেমিক্যাল পাওয়া যায় গাছগাছালি বা উদ্ভিদের মধ্যে। কীটপতঙ্গ থেকে এটি গাছপালাকে সুরক্ষা দেয়। যখন আমরা সেই গাছের লতাপাতা খাই, ফিটোকেমিক্যাল আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন রোগ থেকে সুরক্ষা দেয়। জলপাইয়ের পাতার মধ্যে অলিওরোপিয়েন নামক এক ধরনের ফিটোকেমিক্যাল পাওয়া যায়। এর রয়েছে বিভিন্ন উপকারিতা যা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট হেলদি অ্যান্ড ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড এবং রিয়েল ফার্মেসি ডট কম জানিয়েছে জলপাইয়ের পাতার বিভিন্ন উপকারিতার কথা।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ : জলপাইয়ের পাতার মধ্যে থাকা অলিওরোপিয়েন উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এটি রক্তনালিকে শিথিল করতে সাহায্য করে। রক্ত জমাট বাঁধা প্রতিরোধ করে, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন কমায়। এছাড়া করনারি আর্টারিতে রক্ত চলাচল ঠিক রাখতে কাজ করে।

ডায়াবেটিস : গবেষণায় দেখা গেছে, জলপাইয়ের পাতা রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এটি 'টাইপ টু' ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করে। জলপাইয়ের পাতা শরীরের স্বাস্থ্যকর টিস্যুগুলোকে সুরক্ষা দেয়।

ক্যানসার প্রতিরোধ করে : জলপাইয়ের পাতার নির্যাস স্তন ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে। এটি ক্যানসার তৈরিকারী কোষ বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। এছাড়া টিউমারের বৃদ্ধিও কমিয়ে দেয়।

নিউরোপ্যাথি : জলপাইয়ের পাতার মধ্যে রয়েছে অ্যান্টি ইনফ্লামেটোরি উপাদান। এটি মস্তিষ্ককে সুরক্ষা দেয়; কেন্দ্রীয় স্নায়ু পদ্ধতিকে স্ট্রোকের ঝুঁকি থেকে সুরক্ষিত রাখে। এছাড়া এটি প্রবীণ বয়সের পারকিনসন এবং স্মৃতিভ্রম রোগও প্রতিরোধ করে।

অ্যান্টি ভাইরাল এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান : জলপাইয়ের পাতার মধ্যে রয়েছে অ্যান্টি ভাইরাল এবং অ্যান্টিব্যাকেটিরিয়াল উপাদান। এটি বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ করে। এছাড়া এতে রয়েছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। এটি ফ্রি র‍্যাডিকেল প্রতিরোধ করে। জলপাইয়ের পাতা প্রদাহ থেকে রেহাই দেয়।

হাড়ের গঠন : ২০১১ সালে স্পেনে একটি গবেষণার ফলাফলে বলা হয়, অলিওরোপিয়েন হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়া প্রতিরোধ করে। হাড় ক্ষয় রোগের সঙ্গে লড়াই করে। এছাড়া এই পাতা হাড় তৈরিকারী কোষকে তৈরি হতে উদ্দীপ্ত করে। একে মোটামুটি নিরাপদ খাবারই বলা যায়। জলপাইয়ের পাতার নির্যাস তরল আকারে বা শুকিয়ে গুঁড়ো করে খেতে পারেন। জলপাইয়ের পাতার চা বানিয়েও খেতে পারেন। তবে যদি কেউ কেমোথেরাপি নেয়, এটি না গ্রহণ করাই ঠিক হবে। আর সবচেয়ে ভালো উপায় হলো, যে কোনো কিছু গ্রহণের আগে একবার চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।

[সূত্র : এনটিভি অনলাইন]

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্‌'আত, প্রত্যেকটি বিদ্‌'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : *মানুষ অনেক সময় বলে– "তোর ওপর মহান আল্লাহর লানত।" এ কথার অর্থ কী? এভাবে বলা কি বৈধ?*

আশরাফ উদ্দিন
বিক্রমপুর।

জবাব : এ কথার অর্থ হলো– আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তার রহমত ও দয়া হতে বঞ্চিত করুক, বিতাড়িত করুক।

কুরআন সুন্নাহয় যাকে নির্দিষ্ট করে লানত করা হয়েছে অথবা যে নিশ্চিত কাফির অবস্থায় মারা গিয়েছে এমন কাউকে ছাড়া নির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তিকে লানত করা বৈধ নয়। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে 'আব্দুল্লাহ নামে এক লোক, যার উপাধি ছিল হিমার, সে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হাসাত, মদ পানের অপরাধে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন। আবার একদিন তাকে মদপানের অপরাধে ধরে আনা হলো এবং বেত্রাঘাত করা হলো। তখন উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি বললেন : তার ওপর আল্লাহ তা'আলা লানত করুক। কতবার তাকে ধরে আনা হচ্ছে! তখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : তোমরা তাকে লানত করো না, আমি তার সম্পর্কে জানি যে, সে আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালোবাসে। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬৭৮০)*

হাদীসে আরো এসেছে– নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফজর সালাতে দ্বিতীয় রাকআতে রুকূ' হতে ওঠে কাফিরদের ওপর বদ দু'আ করতেন। আল্লাহ তা'আলা আপনি ওমুকের ওপর লানত করুন, ওমুকের ওপর লানত করুন। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করে এটা থেকে নিষেধ করেন, "এ বিষয়ে আপনার কোনো কিছু করার নেই, অথবা আল্লাহ তাদের ওপর তাওবাহ্ করবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন, কারণ তারা জালেম।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৪০৭০)*

তবে সাধারণভাবে কাউকে নির্দিষ্ট না করে লানত করা বৈধ। যেমন- ইহুদীদের ওপর মহান আল্লাহর লানত, জালেমের ওপর মহান আল্লাহর লানত, মিথ্যুকের ওপর মহান আল্লাহর লানত।

জিজ্ঞাসা (০২) : *ঋতুবতী নারীকে হায়েয বা মাসিকের দিনগুলোতে সালাত পড়তে হয় না, এটা আমি জানি। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো– যে ওয়াক্তে আমার হায়েয শুরু হয়েছে, সে ওয়াক্তের সালাত কি আমাকে পবিত্র হওয়ার পরে কাযা করতে হবে?*

আফসানা আক্তার
আজিমপুর, ঢাকা।

জবাব : সম্মানিত বোন! এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে মতভেদ আছে। তবে সবচেয়ে নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে, যদি ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর ঐ ওয়াক্তের ফর্‌য সালাত পড়তে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে হায়েয শুরু হয়, তাহলে হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পরে ঐ ওয়াক্তের সালাত কাযা পড়তে হবে। উদাহরণস্বরূপ যোহরের সালাতের ওয়াক্ত শুরুর দশ মিনিট পরে যদি হায়েয শুরু হয়, তাহলে ঐদিনের যোহরের সালাত হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে কাযা করতে হবে। কারণ পবিত্র অবস্থায় আপনি সালাতটি পড়ার যথেষ্ট সময় পেয়েছিলেন তাই সালাতটি আপনার ওপর ওয়াজিব হয়েছিল এবং তা আপনার যিম্মায় বাকি আছে।

জিজ্ঞাসা (০৩) : *লজ্জাস্থানের চুল, গোফ, নখ ও বগলের চুল কাটার কি কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে?*

মোস্তাকিম আহমেদ
মুন্সিগঞ্জ।

জবাব : লজ্জাস্থানের চুল, গোফ, নখ ও বগলের চুল কাটার ক্ষেত্রে উত্তম হলো– যখন এগুলো লম্বা হয়ে যাবে এবং এগুলো কাটার প্রয়োজন অনুভব হবে তখনই তা কেটে ফেলতে হবে বিলম্ব করবে না। বগলের চুল বেশি লম্বা হলে দুর্গন্ধ ছড়ায়, নখ লম্বা হলে তার নিচে ময়লা জমে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। অতএব লম্বা হলেই এগুলো কেটে ফেলবে বিলম্ব করবে না, তবে যদি সে বিলম্ব করতেই চায় তাহলে চল্লিশ দিনের বেশি বিলম্ব করবে না। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমাদের জন্য লজ্জাস্থানের চুল, গোফ, নখ ও বগলের চুল কাটার ক্ষেত্রে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল যে,

আমরা যেন চল্লিশ দিনের বেশি ফেলে না রাখি। *(সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৮)*

জিজ্ঞাসা (০৪) : মাথার চুল কিছু অংশ কামানো আর কিছু অংশ ছেড়ে রাখা কি বৈধ? দলিল দিয়ে জানাবেন।

কাজল আহমেদ

ওয়ারী, ঢাকা।

জবাব : মাথার চুল কিছু অংশ কামানো আর কিছু অংশ ছেড়ে রাখাকে হাদীসে কযা' বলা হয়েছে। আলেমরা এটাকে মাকরূহ্ বলেছেন, তবে কিছু আলেম এটাকে হারাম বলেছেন। আমরা মনে করি এটা হারাম। নবী (ﷺ) এটা থেকে নিষেধ করেছেন। এটাই যথেষ্ট। ইবনু 'উমার বলেন, রাসূল (ﷺ) ক্বযা থেকে নিষেধ করেছেন। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র ছাত্র নাফে'কে বলা হলো, ক্বযা কী? তিনি বলেন : শিশুর মাথা কিছু অংশ কামানো আর কিছু অংশ ছেড়ে রাখা। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯২০; সহীহ মুসলিম- হা. ২১২০)*

'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : নবী (ﷺ) এক শিশুকে দেখলেন তার মাথার কিছু চুল কামানো হয়েছে আর কিছু ছেড়ে রাখা হয়েছে। তখন তিনি তাদেরকে এটা থেকে নিষেধ করলেন এবং বললেন : সবটুকুই কামাও অথবা সবটুকু রাখো। *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪১৯৫, সহীহ)*

জিজ্ঞাসা (০৫) : আমরা মুসলিমরা যেমন ইসলামী বিধান মেনে বিবাহ করি, অনুরূপ সনাতন ধর্মের অনুসারীরাও তাদের ধর্মীয় বিধান মতে বিবাহ সম্পন্ন করে। ইসলামী বিধান মতে তাদের বিবাহ শুদ্ধ হয় না। এখন আমার প্রশ্ন হলো– বিবাহ শুদ্ধ না হওয়ায় তারা কি যেনার অপরাধে অপরাধী হবে?

আনোয়ার হোসেন

সাতক্ষীরা।

জবাব : না, তারা যেনার অপরাধে অপরাধী হবে না; কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে যেসব নারীকে বিবাহ করা হালাল, সনাতন ধর্মের লোকেরা যদি তাদের বিবাহ নীতি মেনে তাদের ধর্মের সেসব নারীকে বিবাহ করে তাহলে ইসলামী শরিয়তে তাদের বিবাহ শুদ্ধ হবে। তারা স্বামী-স্ত্রী যদি একসাথে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদের আবার নতুন করে বিবাহ করা লাগবে না। রাসূল (ﷺ)-এর যুগে অনেক স্বামী-স্ত্রী একসাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নবী (ﷺ) তাদেরকে নতুন করে বিবাহ করতে বলেননি। *(আল মুগনী- ইবনু কুদামাহ্, ৭/১৫১)*

জিজ্ঞাসা (০৬) : জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে তার স্ত্রী বাবার বাড়ি চলে যায়। এমতাবস্থায় তারা উভয়ে জানতে পারে যে, তা ঐ তিন তালাক এক তালাক বলেই গণ্য। ইতোমধ্যে তিন মাস গত হয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো– এখন স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে হলে পুনরায় বিবাহ পড়াতে হবে কি?

রায়হান আহমেদ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

জবাব : এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে তা এক তালাক হিসেবে গণ্য হবে নাকি তিন তালাক সে বিষয়ে আলেমদের মাঝে বিতর্ক আছে। তবে তারা যেহেতু এক তালাক গণ্য হওয়ার ফাতাওয়া গ্রহণ করেছেন সেহেতু তারা যদি আবার পুনরায় এক সাথে থাকতে চান, আর ঐ মহিলার তিন মাসে তিন বার নিয়মিত মাসিক হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তাদেরকে আবার নতুন করে মোহর নির্ধারণ করে ওলী ও সাক্ষীদের উপস্থিতিতে বিবাহ দিতে হবে। কারণ এক তালাকে রজঈ'র পর যদি কেউ তার স্ত্রীকে বিবাহ ছাড়া ফিরিয়ে আনতে চায় তাহলে ইদ্দতের মধ্যে হতে হবে অর্থাৎ- তৃতীয় হায়েয বা মাসিক শেষ হওয়ার আগেই ফিরিয়ে আনতে হবে। আর সাধারণত তিন মাস গত হয়ে গেলে ইদ্দতের সময় শেষ হয়ে যায়।

জিজ্ঞাসা (০৭) : সালাতের শেষ বৈঠকে নির্ধারিত দু'আ পাঠের পর সালাম ফেরানোর আগে আমি কি কুরআন হাদীসে বর্ণিত দু'আ পড়তে পারব? অনুগ্রহ করে দলিলসহ জানাবেন।

আব্দুল মু'মিন

বগুড়া।

জবাব : সালাতের শেষ বৈঠকে নির্ধারিত দু'আ পাঠের পর সালাম ফেরানোর আগে আপনি কুরআন হাদীসে বর্ণিত দু'আ পড়তে পারবেন। এটা বৈধ হওয়ার বিষয়ে পূর্ববর্তী আলেমদের থেকে স্পষ্ট ফাতাওয়া আছে– *(শারহু মুনতাহাল ইরাদাত- ১/২০৩)*। রাসূল (ﷺ) বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ তাশাহ্হুদ পড়ে তখন সে যেন চারটি জিনিস অর্থাৎ- জাহান্নামের 'আযাব, কবরের 'আযাব, জীবনের ফিতনা ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় চায়। অতঃপর সে তার খুশি মতো দু'আ করবে– *(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৩১০)*। রাসূল (ﷺ) কোনো দু'আ নির্দিষ্ট করে দেননি। তাই কুরআন হাদীসের দু'আ সে চাইলে পড়তে পারবে। হাদীসে এসেছে– তাশাহ্হুদের পর দু'আ পড়ার বিষয়ে নবী (ﷺ) বলেন : এরপর সে বেছে বেছে সবচেয়ে পছন্দনীয় দু'আগুলো পড়বে– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৮৩৫)*।

জিজ্ঞাসা (০৮) : বর্তমানে অনেক স্কুল কলেজে এমনকি মাদ্‌রাসাতেও শিক্ষক ক্লাস রুমে প্রবেশ করলে দাঁড়িয়ে

সম্মান প্রদর্শন করতে হয় এবং সালাম দিতে হয়। এটা কি ইসলাম সমর্থন করে?

আনাস উল্লাহ

বংশাল, ঢাকা।

জবাব : রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাত হলো– দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন না করা। সাহাবীদের নিকট রাসূল (ﷺ) আগমন করলে তারা তাকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতেন না, কারণ তারা জানতেন এটা মাকরুহ– *(মুসনাদুল বাযযার- হা. ৬৬৩৭, সহীহ)*। ইসলামে সুন্নাত হলো– প্রবেশকারী সালাম দিবেন– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬২৩৩)*। অতএব এটা ইসলামে মাকরুহ। আমাদের এটা না করাই উচিত। সুন্নাহকে অবজ্ঞা করে এমনটি করলে গুনাহগার হতে হবে। যারা ছাত্রদের দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শনের নিয়ম করেছে তারা গুনাহগার হবে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি চায় যে, মানুষ তাকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদান করুক, সে যেন জাহান্নামে নিজের স্থান ঠিক করে নেয়– *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৫২২৯, সহীহ)*। আমাদের করণীয় হলো– যদি আমরা বাধ্য না হই, তাহলে আমরা দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করব না।

জিজ্ঞাসা (০৯) : আমি প্রায় সময় ঘর থেকে ওযূ করে মসজিদে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হই। সময় থাকলে দুখুলুল মসজিদের নামায পড়ি অন্যথায় নামায না পড়ে মসজিদে বসি না। আমার প্রশ্ন হলো– যেহেতু আমি সদ্য ওযূ করেছি। উদাহরণস্বরূপ মাগরিবের তিন রাকআত ফর্‌য নামায পড়ার সময় একই সাথে ১) মাগরিবের ফর্‌য, ২) দুখুলুল মাসজিদ এবং ৩) তাহিয়্যাতুল ওযূর নিয়ত করতে পারবো কি-না? এভাবে অন্যান্য নামাযেও একই সাথে একাধিক 'আমলের নিয়ত করলে সাওয়াব পাবো কি-না?

শফিকুল ইসলাম

সপুরা, রাজশাহী।

জবাব : সমান সংখ্যক রাকআতের সালাতের ক্ষেত্রে আপনি তা করতে পারবেন, যেমন- ওযূ করে মসজিদে গিয়ে দেখলেন ফজরের ফর্‌য সালাত শুরু হয়ে গেছে তখন আপনি ফজরের সালাতের নিয়ত করবেন সাথে ওযূর দুই রাকআত ও দুখুলুল মাসজিদের দুই রাকআতের নিয়তও করতে পারবেন এবং সবগুলোর সাওয়াব পাবেন ইন্‌শা-আল্লাহ। কিন্তু ভিন্ন সংখ্যক রাকআত বিশিষ্ট সালাতে রাকআতের সংখ্যার ভিন্নতার কারণে তা জায়িয নয়, তাই মাগরিবের ক্ষেত্রে তা করতে পারবেন না। আবার ফর্‌যের সাথে সুন্নাতের নিয়ত করতে পারবেন না, যেমন- ফজরের দুই রাকআতের ফর্‌য সালাতের সাথে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের নিয়ত করতে পারবেন না। কিন্তু ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের সাথে ওযূর দুই রাকআত ও দুখুলুল মাসজিদের দুই রাকআতের নিয়ত করতে পারবেন।

জিজ্ঞাসা (১০) : আমি ১০ বিঘা জমি একজন কৃষককে ধান চাষাবাদ করার জন্য দিয়েছে এক সিজনে ৩৭.৫ মণের বিনিময়ে। আমার ধান আনতে যাওয়ার অসুবিধার কারণে আমার ভাগেরটা তার মাধ্যমে বিক্রয় করে টাকা নিয়েছি। ফসল খারাপ হওয়াতে সে আমাকে টাকা কম দেয়, কিন্তু আমি তাকে কোনো প্রেশার দিই না, যদিও চুক্তি হয়েছিল ৩৭.৫ ধান দেওয়ার। আমার প্রশ্ন হলো– আমি ফসলের উসর কিভাবে দিব? আমি কি টাকা দিয়ে দিতে পারব?

আব্দুস্ সাত্তার

চাঁদপুর।

জবাব : এভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করে চাষাবাদ করতে দেওয়া বৈধ নয়; কারণ হতে পারে অতটুকু ফলন হবে না, আর তাতে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হ্যাঁ, আপনি টোটাল ফসল যা হবে তার একটি নির্ধারিত পরিমাণ, যেমন- তিন ভাগের এক ভাগ অথবা অর্ধেক নেওয়ার শর্তে চাষাবাদের জন্য দিতে পারেন। আর সে ক্ষেত্রে আপনি ধান না নিয়ে সেটার সমমূল্যে টাকাও নিতে পারেন। আর উশর কাকে দিতে হবে সেটা নিয়ে বিতর্ক আছে। কিছু আলেম বলেছেন, জমির মালিককে উশর দিতে হবে। আর অধিকাংশ আলেম বলেছেন : উশর চাষীকে আদায় করতে হবে। তবে আমাদের মতে, মোট ফসল থেকে উশর আদায়ের পর বাকি ফসল উভয়ের মাঝে চুক্তি অনুযায়ী ভাগ করবে। আল্লাহ তা'আলা অধিক ভালো জানেন।

জিজ্ঞাসা (১১) : আল কুরআনের মানসুখ হওয়া আয়াত সংখ্যা কতটি এবং কোন কোন সূরার কত নম্বর আয়াত? এর একটি তালিকা দিলে উপকৃত হতাম।

আশরাফ উদ্দিন

মিষ্টি গলি, জুরাইন।

জবাব : এ বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। কারো মতে মানসুখ হওয়া সংখ্যা ২৯৩, কারো মতে ২৪৭, কারো মতে ২১৮, কারো মতে ২১৪, কারো মতে ২১৩, কারো মতে ২১০, কারো মতে ২০০, কারো মতে ১৩৪, কারো মতে ৬৬, কারো মতে ২২, কারো মতে ২০, কারো মতে ৫। আমার জানা মতে, সর্বশেষ কুরআনের মানসুখ হওয়া আয়াতের বিষয়ে আল আয়াত আল মানসুখাহ ফিল কুরআনিল কারীম নামে একটি বই রচনা করেছেন ডক্টর 'আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল আমিন আশ্ শানকিতী। তার মতে আল কুরআনের মানসুখ হওয়া আয়াতের সংখ্যা ৯। নীচে

সেগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো– ১. সূরা মুজা-দালাহ্ : ১২, ২. সূরা আল আনফাল : ৬৫, ৩. সূরা আল মুয্যাম্মিল-এর প্রথম চারটি আয়াত, ৪. সূরা আন্ নিসা : ১৫-১৬, ৫. সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৪০, ৬. সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৮৪, ৭. সূরা আন্ নাহ্ল : ৬৭, ৮. সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২১৯, ৯. সূরা আন্ নিসা : ৪৩।

জিজ্ঞাসা (১২) : ***"রাতের সালাত দু' দু'রাকআত করে" –এই হাদীসের আলোকে যখন কাউকে বলি যে, রাতের সালাত দু' দু'রাকআত করে ফজরের আগ পর্যন্ত যত রাকআত ইচ্ছা পড়া যায়, তখন তারা বলে যে, এই হাদীস দ্বারা আট রাকআতকে দু' দু'রাকআত করে আদায় করার কথা বলা হয়েছে। এই ব্যাখ্যাটি কি সঠিক?***

কবির হোসেন

বরিশাল।

জবাব : এই হাদীসে রাতের সালাতের রাকআত সংখ্যা বর্ণনা করা হয়নি; বরং রাতের সালাত কিভাবে পড়তে হবে সে কথা বলা হয়েছে হাদীসটিতে। জনৈক সাহাবী রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল রাতের সালাত কিভাবে পড়বে তখন তাকে তিনি এ জবাব দেন– *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৩২৬, সহীহ)*। তবে এই হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাতের সালাত আট রাকআতের বেশি পড়া যায়; কারণ হাদীসটির শেষে আছে, সালাত পড়তে পড়তে যদি সুবহে সাদিক হওয়ার আশংকা করে তাহলে এক রাকআত বেতের পড়ে নিবে। আর এ জন্যই আরবী ভাষা বিশেষজ্ঞ আরবের আলেমগণ এই হাদীস দ্বারাও রাতের সালাত আট রাকআতের বেশি পড়ার দলিল দিয়ে থাকেন।

জিজ্ঞাসা (১৩) : ***বিবাহিত নারী এবং বাচ্চা আছে, কিন্তু মেয়েটি নির্যাতিত। এমতাবস্থায় মেয়েটি যদি ডিভোর্স দেয় তাহলে কোনো অবিবাহিত যুবক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে কি-না? এতে সমস্যা হবে?***

ইয়াসীন হোসেন

বি.ডি.আর, ১ নং গেইট, ঢাকা।

জবাব : যদি নির্যাতন বন্ধ করা কোনোভাবে সম্ভব না হয় তাহলে নিজের থেকে ক্ষতি দূর করার জন্য মেয়েটি তার স্বামী থেকে খুলা' করবে অর্থাৎ- মোহর ফিরিয়ে দিবে এবং তার থেকে তালাক নিবে। যদি স্বামী তালাক না দেয় তাহলে কোর্টের মাধ্যমে খুলা করে নিবে। ইদ্দত পালন শেষে সে অন্য ছেলের সাথে বিবাহ করতে পারবে। যুবক, বৃদ্ধ, বিবাহিত, অবিবাহিত যেকোনো ছেলের সাথে বিবাহ করতে পারবে। কোনো সমস্যা নেই।

জিজ্ঞাসা (১৪) : ***এক বোন জানতে চেয়েছেন– তার স্বামীর ৪ শতক জায়গা রয়েছে। এই জায়গা থেকে ১ শতক তাকে এবং বাকি ২ শতক তার দুই মেয়েকে দানপত্র করে দিয়েছেন। তার স্বামীর এই ৪ শতক ছাড়া আরো সম্পত্তি আছে। সমস্যা হচ্ছে– উনি একজন কট্টর মাজার পূজারী লোক, বে-নামাযী, মাদকসেবী এবং কোনো ধরনের আয় উপার্জন করে না এবং সন্তানদের ও তার কোনো ধরনের ভরণপোষণ উনি দিচ্ছেন না, উল্টো তার মা-ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে উনি চলেন। সেই সাথে তাকে গালিগালাজ, ব্লেকমেইল, মামলার হুমকি দেন, তার মা-ভাইকে মামলায় ফাঁসাবেন, তার সন্তানদের তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবেন ইত্যাদি হুমকি দেন। এমতাবস্থায় সেই বোন তার স্বামীকে আদালতের মাধ্যমে তালাক দিতে চাইছেন এবং তার জমির অংশের জন্য দেওয়ানী কোর্টে মামলার আশ্রয় নিতে চাইছেন। এটা কি ঠিক হবে?***

রাসেল খান

স্কাটান, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

জবাব : তিনি তার স্বামীর মোহর এমনকি প্রয়োজনে দানের জমিও ফেরত দিয়ে খুলা করে নিবেন। এগুলো ফেরত দিয়ে স্বামীর কাছে তালাক চাইবেন, স্বামী তালাক না দিলে তিনি কোর্টের সাহায্য নিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিবেন। এটাই শরিয়াতের বিধান। *(দেখুন– সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২২৯; সহীহুল বুখারী- হা. ৫২৭৩)*

জিজ্ঞাসা (১৫) : ***বেতের সালাতে দু'আ কুনুত রুকূ'র আগে হবে না-কি পরে হবে এবং তাতে হাত উঠাতে হবে কি-না, দলিলসহ জানাবেন।***

আব্দুল বশির

গৌরিপুর, কুমিল্লা।

জবাব : বেতের সালাতে দু'আ কুনুত শেষ রাকআতে রুকূ'র পরে– *(সহীহ ইবনু খুজাইমাহ্- হা. ১১০০)*। আবূ বক্র, 'উমার, 'উসমান ও 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে প্রমাণিত আছে তারা রুকূ'র পরে দু'আ কুনুত পড়তেন– *(নাইলুল আওতার- ৩/৫৬)*।

তবে যদি কেউ রুকূ'র আগে দু'আ কুনুত পড়ে তাহলে সেটাও জায়িয। আলকামা বলেন : ইবনু মাস'ঊদ ও নবী (ﷺ)-এর সাহাবীগণ বেতের সালাতে রুকূ'র আগে দু'আ কুনুত পড়তেন। *(মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্- হা. ৬৯১১, সনদ সহীহ)*

বেতেরের সালাতে দু'আ কুনুত পড়ার সময় হাত উঠানো মুসতাহাব; কারণ বহু সাহাবী কুনুতের দু'আতে হাত উঠাতেন– *(বাইহাক্বীর সুনানে কুবরা- ২/২১১)*। তাছাড়া নবী (ﷺ) কুনুতে নাযেলাতে হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন– *(মুসনাদে আহমাদ- হা. ১২৪০২, সহীহ)*।

জিজ্ঞাসা (১৬) : *অনেক বছর আগে আমার দাদা একটি জমি বিক্রি করেছিলেন আমাদের বাড়ির পাশে একজনের কাছে। কিন্তু টাকা নেওয়ার অনেক দিন পর যারা জমি কিনেছিল তারা যখন জমি রেজিস্ট্রেশন করতে যাবে তখন দেখে ওই জমি অনেক আগে আমার অন্য দাদার ছেলের নামে দলিল করা। আমার দাদা ও চাচারা অক্ষর জ্ঞানহীন যার কারণে জমির কাগজ-পত্র আমার ওই দাদার ছেলের কাছে থাকত। ইতিপূর্বে দাদা ওই চাচার কাছে জমি বিক্রি করেছিল। ফলে আমার দাদাকে না জানিয়ে ওই জমিটা ওনার নামে দলিল করে নিয়েছিল, কিন্তু কাউকে জানায়নি। আবার যখন দাদার ওই জমি বিক্রির প্রয়োজন হয় তখন ওই চাচাকে বলেছিল যে তুই ওই জমিটুকু কিনে নে। কিন্তু ওই চাচা কিনতে অস্বীকার করে কিন্তু দাদাকে এটাও জানায় না যে, সে এর আগে জমি তার নামে দলিল করে নিয়েছে। চাচা যখন জমি কিনতে অস্বীকার জানায় তখন দাদা পাশের বাড়ি অন্যজনের কাছে বিক্রি করে তারপর এটা জানা যায়। এখন আমার দাদা বয়স প্রায় ৮০। যেহেতু ওই জমি ওদের নামে দলিল করা হয়নি, আমার বাবা-চাচারাও এখন অন্য জমি লিখে দিতে চায় না, তাদের বলে টাকা ফেরত নিতে। কিন্তু ওই জমিটুকু কেনার পরই তারা জমি চাষ করে, আমার দাদা বা ওই যে চাচার নামে আছে তিনিও করেননি। আমার ওই চাচা কে সবাই মিলে বলা হয়েছিল যে, তিনি এমন কাজ কেনো করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে, তিনি সব ঠিক করে দিবেন। কিন্তু আজও ঠিক করে দেননি। এমন অবস্থায় আমার দাদার কি করণীয়।*

আমান উল্লাহ

রাজেন্দ্রপুর, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

জবাব : আপনার দাদার করণীয় হলো– জমির বিক্রয় মূল্য ক্রেতাকে ফেরত দিয়ে দিবে। *(দেখুন : বিদায়াতুল মুজতাহিদ- ৪/১১০; তাবঈনুল হাকায়িক- ৪/১৬৪)*

জিজ্ঞাসা (১৮) : *আমাদের সমাজে আয়তনে বড় একটি জামে মসজিদ রয়েছে যা প্রায় ৪০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার অধীনে ১৯০টি পরিবার বাস করে। আজ থেকে প্রায় ২৩ বছর আগে নিকটবর্তী স্থানে আরো একটি ওয়াক্তিয়া মসজিদ, অর্থাৎ- পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের লক্ষ্যে চালু করা হয়। কিছুদিন আগে জামে মসজিদের কমিটি গঠন নিয়ে দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিগত হিংসা, জিদ, অহংকার ও বিভিন্ন সামাজিক কাজে মতানৈক্য করে কিছু মুসল্লি (৩০-৩৫) ওয়াক্তিয়া মসজিদকে জামে মসজিদে রূপান্তরিত করে এবং ঈদের জামা'আত চালু করে এবং সাথে সাথে এই একই দ্বন্দ্বে নিকটবর্তী স্থানে আরো একটি জামে মসজিদ হয়, যার অধীনে কিছু মুসল্লি (৪০-৫০জন) আলাদা হয়ে যায় ও সেখানে ঈদের জামা'আত চালু করে। যার ফলে এখন একই সমাজে তিনটি জামে মসজিদ এবং এক মসজিদের মানুষ অন্য মানুষকে দেখে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে এবং স্ব স্ব মসজিদ নিয়ে গর্ববোধ করে এবং সকল মসজিদ নামাযের সময় অর্ধেকের বেশি ফাঁকা থাকে কারণ কর্মের সুবাদে অধিকাংশ মানুষ অন্য শহরে থাকে। শুধু দুই ঈদে মানুষ গ্রামে ফিরে আসে। এক্ষেত্রে নতুন দুই জামে মসজিদ "মসজিদে যিরার"-এর অন্তর্ভুক্ত হবে কি? এবং এই নতুন দুই জামে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কিংবা জুমু'আর সালাত কিংবা ঈদের সালাত আদায় করা যাবে কি? দ্বন্দ্ব করে এই নতুন দুই জামে মসজিদ যেগুলো পাকা করা হয়েছে এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, জুমু'আহ্ ও ঈদের সালাত চালু করা হয়েছে। যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ৪, ৫ জন ও জুমু'আর সালাতে ১৫/২০ জন এবং ঈদের জামা'আতে আনুমানিক ৪০ জন মুসুল্লি উপস্থিত হয়, তার মধ্যে অর্ধেক নাবালগ। এখন আমাদের করণীয় কি? কুরআন সুন্নাহর আলোকে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।*

ইলিয়াস হোসেন

জামালপুর।

জবাব : আপনাদের সমাজ অনেক বড়ো, যেহেতু এখানে ১৯০টি পরিবার বাস করে সেহেতু এখানে একাধিক মসজিদ হওয়া কোনো দোষণীয় নয়। কিন্তু মসজিদ কমিটি গঠন নিয়ে দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিগত হিংসা, জিদ, অহংকার ও মতানৈক্যকে কেন্দ্র করে একাধিক মসজিদ নির্মাণ বৈধ নয়, যারা এটা করেছেন তারা গুনাহের কাজ করেছেন। তবে নতুন নির্মিত মসজিদগুলোকে মসজিদে যিরার বলা যাবে না, কারণ মসজিদে যিরার ছিল কাফিরদের তৈরি মসজিদ। এখন আপনাদের করণীয় হলো– সমাজের মধ্যে ঐক্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা, নতুন মসজিদ দু'টিকে কেবল ওয়াক্তিয়া মসজিদ হিসেবে রাখা এবং বড়ো মসজিদটিতে জুমু'আহ্ ও ঈদের সালাত আদায় করা। আল্লাহ তা'আলা অধিক ভালো জানেন।

জিজ্ঞাসা (১৯) : *একটি কাহিনি প্রচলিত আছে যে, 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, স্তন্যপায়ী কিভাবে চিনব, তিনি বলেছিলেন যে, কান বাহিরে থাকলে স্তন্যপায়ী, আর না থাকলে স্তন্যপায়ী নয় –এটা কি সত্যি?*

মজনু মিয়া

উত্তরখান, ঢাকা।

জবাব : উক্ত কাহিনিটি ইবনু কুত্বাইবাহ্ তার ***উয়ূনুল আখবার*** কিতাব (**২/১০৪**)-এ উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, এটা 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে। তবে তিনি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে কোনো সনদ উল্লেখ করেননি। তাই এটা সত্য কি-না তা মহান আল্লাহই ভালো জানেন। তবে কথাটি আরবদের মাঝে প্রচলিত আছে। বাস্তবতার দিকে তাকালে তাই মনে হয়। ❑

প্রচ্ছদ রচনা

ওয়াজির খান মসজিদ

–আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

মুঘল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে লাহোর নগরী (যা আজকের পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী) ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের মুকুট। লাহোরের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের জন্য বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত এই নগরীর আভিজাত্যের প্রতীক হলো ওয়াজির খান মসজিদ। মুঘল স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে পরিচিত এই মসজিদটি সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধ। ওয়াজির খান মসজিদ, লাহোরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক মসজিদ যা মুঘল সাম্রাজ্যের সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে নির্মাণ করা হয়। এটি মুঘল যুগের সবচেয়ে সুসজ্জিত মসজিদ হিসেবে পরিচিত। মসজিদের সজ্জা ও আভ্যন্তরীণ শিল্পকর্ম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা মুঘল স্থাপত্যের উৎকর্ষতার পরিচায়ক। মসজিদটি লাহোর নগরের দেয়ালঘেরা অংশে, শাহি গুজারগাহ সড়কের দক্ষিণে অবস্থিত। এটি দিল্লি ফটকের ২৬০ মিটার পশ্চিমে এবং ওয়াজির খান চক এর সম্মুখে অবস্থিত। এই মসজিদটি মুঘল দরবারের প্রধান চিকিৎসক ওয়াজির খান নামে পরিচিত ইলামউদ্দিন আনসারির নির্দেশে নির্মিত হয়েছিল। তিনি পরবর্তীতে পাঞ্জাবের সুবেদার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে লাহোর নগরীর আরও কয়েকটি স্থাপনা নির্মাণে সহায়তা করেছিলেন। মসজিদের অভ্যন্তরের ফ্রেস্কো সজ্জা মুঘল ও স্থানীয় পাঞ্জাবি সজ্জার একটি সুন্দর মিশ্রণ প্রদর্শন করে। বাইরের অংশ পারস্য শৈলীর কাশি-কারি সজ্জায় সজ্জিত। পারস্য রীতির সজ্জায় ব্যবহৃত রঙের মধ্যে লাজভার্দ (অত্যন্ত মূল্যবান ও বিরল নীল রঙ), ফিরোজা, সাদা, সবুজ, কমলা, হলুদ ও বেগুনি উল্লেখযোগ্য। মসজিদের বাইরের অংশে টাইল ও ক্যালিগ্রাফি দ্বারা কুরআনের আয়াত, হাদীস ও দু'আ উৎকীর্ণ রয়েছে। মসজিদটি একটি বিশাল কমপ্লেক্সের অংশ হিসেবে গড়ে ওঠে, যেখানে ঐতিহ্যগতভাবে ক্যালিগ্রাফার ও বই বাঁধাইকারীদের জন্য দোকান বরাদ্দ করা হয়। সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে ১৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে মতান্তরে ১৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদের নির্মাণ শুরু হয় এবং সাত বছর ধরে নির্মাণ কাজ চলে। মসজিদে প্রবেশের জন্য একটি বিশাল ইওয়ান রয়েছে, যার দুই পাশে ঝুলন্ত বারান্দা আছে। ইওয়ানের ওপর আরবিতে শাহাদাহ উৎকীর্ণ রয়েছে এবং পাশে পার্সিয়ান কবিতা লেখা আছে। মসজিদের কেন্দ্রীয় উঠানে ওযূর জন্য একটি জলাধার রয়েছে। মসজিদের মূল প্রার্থনা কক্ষটি পশ্চিম দিকে অবস্থিত। কক্ষটির উপরে একটি অত্যন্ত সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন গম্বুজ রয়েছে যার উচ্চতা প্রায় দশ মিটার, গম্বুজের ভেতরের অংশ নানা রকম নকশা দ্বারা অলংকৃত। ওয়াজির খান মসজিদের স্থাপত্য সজ্জার বৈশিষ্ট্য হলো মুঘল ও স্থানীয় পাঞ্জাবি অলংকরণ শৈলীর এক অনন্য মিশ্রণ। সংরক্ষণ প্রচেষ্টা হিসেবে, ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আগা খান ট্রাস্ট ফর কালচার এবং পাঞ্জাব সরকারের উদ্যোগে মসজিদটির সংস্কার কাজ শুরু হয়। ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে লাহোর ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স এবং ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের যৌথ প্রচেষ্টায় মসজিদের ত্রিমাত্রিক ম্যাপিং করা হয়। এইভাবে, ওয়াজির খান মসজিদ মুঘল স্থাপত্যের এক অমূল্য নিদর্শন হিসেবে বর্তমান প্রজন্মের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে এবং তা বিশ্বের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। ❑

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৪ ইং অনুযায়ী দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি (সেপ্টেম্বর-২০২৪)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	'ঈশা
০১	০৪ : ২৪	০৫ : ৪০	১১ : ৫৯	০৩ : ২৬	০৬ : ১৬	০৭ : ৩৩
০২	০৪ : ২৪	০৫ : ৪০	১১ : ৫৮	০৩ : ২৬	০৬ : ১৫	০৭ : ৩২
০৩	০৪ : ২৫	০৫ : ৪০	১১ : ৫৮	০৩ : ২৬	০৬ : ১৪	০৭ : ৩১
০৪	০৪ : ২৫	০৫ : ৪১	১১ : ৫৮	০৩ : ২৫	০৬ : ১৩	০৭ : ৩০
০৫	০৪ : ২৬	০৫ : ৪১	১১ : ৫৭	০৩ : ২৫	০৬ : ১২	০৭ : ২৯
০৬	০৪ : ২৬	০৫ : ৪১	১১ : ৫৭	০৩ : ২৫	০৬ : ১১	০৭ : ২৮
০৭	০৪ : ২৭	০৫ : ৪২	১১ : ৫৭	০৩ : ২৪	০৬ : ১০	০৭ : ২৭
০৮	০৪ : ২৭	০৫ : ৪২	১১ : ৫৬	০৩ : ২৪	০৬ : ০৯	০৭ : ২৬
০৯	০৪ : ২৮	০৫ : ৪২	১১ : ৫৬	০৩ : ২৩	০৬ : ০৮	০৭ : ২৫
১০	০৪ : ২৮	০৫ : ৪৩	১১ : ৫৬	০৩ : ২৩	০৬ : ০৭	০৭ : ২৩
১১	০৪ : ২৮	০৫ : ৪৩	১১ : ৫৫	০৩ : ২৩	০৬ : ০৬	০৭ : ২২
১২	০৪ : ২৯	০৫ : ৪৩	১১ : ৫৫	০৩ : ২২	০৬ : ০৫	০৭ : ২১
১৩	০৪ : ২৯	০৫ : ৪৪	১১ : ৫৫	০৩ : ২২	০৬ : ০৪	০৭ : ২০
১৪	০৪ : ৩০	০৫ : ৪৪	১১ : ৫৪	০৩ : ২১	০৬ : ০৩	০৭ : ১৯
১৫	০৪ : ৩০	০৫ : ৪৪	১১ : ৫৪	০৩ : ২১	০৬ : ০২	০৭ : ১৮
১৬	০৪ : ৩০	০৫ : ৪৫	১১ : ৫৪	০৩ : ২০	০৬ : ০১	০৭ : ১৭
১৭	০৪ : ৩১	০৫ : ৪৫	১১ : ৫৩	০৩ : ২০	০৬ : ০০	০৭ : ১৬
১৮	০৪ : ৩১	০৫ : ৪৫	১১ : ৫৩	০৩ : ১৯	০৫ : ৫৯	০৭ : ১৫
১৯	০৪ : ৩২	০৫ : ৪৬	১১ : ৫২	০৩ : ১৯	০৫ : ৫৮	০৭ : ১৩
২০	০৪ : ৩২	০৫ : ৪৬	১১ : ৫২	০৩ : ১৮	০৫ : ৫৭	০৭ : ১২
২১	০৪ : ৩২	০৫ : ৪৬	১১ : ৫২	০৩ : ১৮	০৫ : ৫৬	০৭ : ১১
২২	০৪ : ৩৩	০৫ : ৪৭	১১ : ৫১	০৩ : ১৭	০৫ : ৫৫	০৭ : ১০
২৩	০৪ : ৩৩	০৫ : ৪৭	১১ : ৫১	০৩ : ১৭	০৫ : ৫৪	০৭ : ০৯
২৪	০৪ : ৩৩	০৫ : ৪৭	১১ : ৫১	০৩ : ১৬	০৫ : ৫৩	০৭ : ০৮
২৫	০৪ : ৩৪	০৫ : ৪৮	১১ : ৫০	০৩ : ১৬	০৫ : ৫২	০৭ : ০৭
২৬	০৪ : ৩৪	০৫ : ৪৮	১১ : ৫০	০৩ : ১৫	০৫ : ৫১	০৭ : ০৬
২৭	০৪ : ৩৫	০৫ : ৪৮	১১ : ৫০	০৩ : ১৪	০৫ : ৫০	০৭ : ০৫
২৮	০৪ : ৩৫	০৫ : ৪৯	১১ : ৪৯	০৩ : ১৪	০৫ : ৪৯	০৭ : ০৪
২৯	০৪ : ৩৫	০৫ : ৪৯	১১ : ৪৯	০৩ : ১৩	০৫ : ৪৮	০৭ : ০৩
৩০	০৪ : ৩৬	০৫ : ৪৯	১১ : ৪৯	০৩ : ১৩	০৫ : ৪৭	০৭ : ০২

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

IATA MEMBER
ATAB MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ৭০ নয়াপল্টন (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০, ফোন: ৯৩৩৪২৮০, ৯৩৩৩৫৮৬, মোবা: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫
চাঁপাই নবাবগঞ্জ অফিস: বড় ইন্দারা মোড়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk.25.00

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

ভর্তি চলছে

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

অনার্স প্রোগ্রাম

মেধাবৃত্তির সুবিধা

- B.A in Al Quran and Islamic Studies
- B.Sc in Computer Science & Engineering
- B.Sc in Electrical & Electronic Engineering
- Bachelor of Business Administration

মাস্টার্স প্রোগ্রাম

- M.A in Al Quran and Islamic Studies
- Master of Business Administration

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমন্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরী
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)

নিজস্ব খেলার মাঠ

01329-728375-78 www.iiustb.ac.bd info@iiustb.ac.bd

স্থায়ী ক্যাম্পাস : বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত